প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

সোদর-কল্প ৺বেণোয়ারীলাল গোস্বামীর স্মৃতির

উদ্দেশে

প্রকাশকের নিবেদন

'প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্য্যায়) পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে "শ্রীগৌরাঙ্গ" নামে পুস্তকাকারে বাহির হয়।

সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করিয়া 'প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য' পুনরায় প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা

গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী

১।	ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)	....	১০৲
২।	ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড)	....	১২৲
৩।	সাংখ্য ও যোগ দর্শন	....	৪৲
৪।	পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)	....	৯৲
৫।	ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড)	....	১০৲
৬।	ঐ (তৃতীয় খণ্ড)	....	১০৲

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট ঃ কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

মধ্য পর্ব্ব

অন্ত্য পর্ব্ব

উপক্রমণিকা

১

মানব মনের সুকোমল বৃত্তিনিচয় লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পূর্ব্বে পিতামাতা অতি যত্নে শিশু হৃদয়ে এই সমস্ত বৃত্তির বীজ বপন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সমস্ত বৃত্তি ধর্ম্মের ভিত্তি, ইহাদের সম্যক্ বিকাশের উপর ধর্ম্মজীবনের পরিপূর্ণতা নির্ভর করে।

আড়াই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সকল বৃত্তির উত্তেজনায় রাজপুত্র ভিখারী সাজিয়াছিলেন। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ইহারই প্রেরণায় নবদ্বীপের ব্রাহ্মণকুমার স্নেহময়ী জননী, সাধ্বী পত্নী, অনুরক্ত বন্ধু, সকলের স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আজ মানব-হৃদয়ের এই সমস্ত বৃত্তি অনেকের নিকট হৃদয়দৌর্ব্বল্য বলিয়া উপহসিত। ঐহিক সুখের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, অর্থের প্রতি একান্ত আসক্তি সুস্থ সবল হৃদয়ের পরিচায়ক, কিন্তু নিখিল সুখের উৎস যিনি, তাঁহার প্রতি প্রবল অনুরাগ, ক্ষণভঙ্গুর ঐহিক সুখের প্রতি বিতৃষ্ণা, পীড়াগ্রস্ত মনের পরিচায়ক, ইহাই অনেকের মত।

যাঁহার চরিত্র বর্ণনা করিয়া এই গ্রন্থ ধন্য হইয়াছে, তাঁহাতে এই সমস্ত বৃত্তির প্রাবল্য অতিরিক্ত মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। আরাধ্য দেবতার নাম শুনিবামাত্র তাঁহার নয়নে অশ্রু বিগলিত হইত, সময়ে সময়ে এই নাম করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত।

কিন্তু তিনি মূর্খ ছিলেন না। যে নবদ্বীপে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ভারতে বিদ্যাচর্চ্চার একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্র আজও জগতে পূজিত। শত শত পণ্ডিতের আবির্ভাবে নবদ্বীপ তখন ভাস্বর ছিল। সেই পণ্ডিত-সমাজে অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের স্থান সকলের নিম্নে ছিল না। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তিনি তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পণ্ডিত-সমাজে অতি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি দর্শনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। প্রথম জীবনে তথা-কথিত হৃদয়দৌর্ব্বল্যের কোনও লক্ষণ তাঁহাতে দেখা যায় নাই। ভক্তিপ্রবণ বৈষ্ণবের দর্শন পাইলে, তিনি তর্ক করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন সমস্ত তর্ক পরিহার করিয়া তিনি ভক্তির যাজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন কেহ কেহ তাঁহার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিয়াছিল, কেহ কেহ তাঁহাকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়াছিল, কিন্তু অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বড় বড় বৈদান্তিক, তাঁহার চরণরেণু পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন এবং শুষ্ক জ্ঞানমার্গ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই মতো ভক্তির পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তার্কিক নিমাই পণ্ডিতের জীবনে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, এখনও কাহারও কাহারও জীবনে তাহা ঘটে। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই এই পরিবর্ত্তনের কারণ। যত দিন এই জড় জগতের পশ্চাৎ-ভাগে লুক্কায়িত সূক্ষ্ম জগৎ কাহারও দৃষ্টিপথে না পড়ে, তত দিন এই জড় জগৎই তাহার সর্ব্বস্ব থাকিয়া যায়, এবং যাহারা সেই সূক্ষ্ম জগতের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহার পশ্চাতে ধাবিত হন, তাঁহারা তাহার নিকট বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া প্রতিভাত হন।

জগতের বড় বড় ধর্ম্মপ্রচারক সকলেই এই সূক্ষ্ম জগৎ প্রত্যক্ষ

করিয়াছিলেন। একথা বিশ্বাস না করিলে হয় তাঁহাদিগকে প্রতারক বলিতে হয়, নতুবা তাঁহারা আপনারাই প্রতারিত হইয়াছিলেন, এই কথা বিশ্বাস করিতে হয়। কিন্তু তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া অনেকে এই অতীন্দ্রিয় জগতের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন এবং তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। সাধনা ব্যতিরেকে এই পথে সিদ্ধিলাভ হয় না।

ঈশ্বর রস-স্বরূপ। তিনি চিন্ময় রস, আনন্দময় রস। রসভোগ বুদ্ধি দ্বারা হয় না, অব্যবহিত অনুভব (feeling) দ্বারা হয়। ভক্ত-গণের সঙ্গে, অখিলের আত্মভূত তিনি আনন্দময় গোলোকে বাস করেন। সেই আনন্দময় লোকে প্রবেশের উপায় ভক্তি। এই ভক্তি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে দুর্ব্বার হইয়া দেখা দিয়াছিল। ইহার বাহ্য প্রকাশ অনেক সময় তাঁহার বুদ্ধিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিত। যোগমার্গাবলম্বী সাধকের জীবনে চাঞ্চল্য নাই। তাঁহারা শান্ত সমাহিত অবস্থায় ভূমার সহবাস উপভোগ করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য আরাধ্য দেবতার বিরহে পাগল হইতেন; গভীর কীর্ত্তনানন্দে তাঁহার শরীরে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক প্রভৃতি বিকার আবির্ভূত হইত, তিনি থাকিয়া থাকিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন, কখনও বা ভূলুণ্ঠিত হইতেন। অনেক আধুনিক সমালোচক তাঁহার এই অবস্থাকে দুর্ব্বল স্নায়ুযন্ত্রের ফল বলিয়া মনে করেন।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের বাহ্যিক অবস্থা অনেক সময় এরূপ হইত যে, তাহাকে শারীরিক রোগ বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক। পুরুষোত্তমে একদিন রাত্রিকালে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গাভীগণের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিলেন; তাঁহার হস্ত-পদ উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং শরীর কূর্ম্মের আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। অজ্ঞানাবস্থায় সর্ব্বদাই

তাহার হস্ত-পদের সন্ধি ছিন্ন বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু এই সমস্ত দৈহিক বিকার ঘটিত তখনই, যখনই বিরহের শোক অথবা আনন্দের উত্তেজনা প্রবল হইয়া উঠিত। সেই বিরহশোক ও আনন্দের তীব্রতা যে ব্যাধি-সঞ্জাত, একথা বলা অতি বড় দুঃসাহসিকের কাজ। মিলনের আনন্দ যেখানে অপরিমেয়, বিরহের ব্যথা তথায় অসহ্য। মানবের স্নায়ুযন্ত্র স্বাভাবিক সুখ ও দুঃখের উত্তেজনা সহ্য করিতে অভ্যস্ত; তাহা অপেক্ষা তীব্রতর সুখ ও দুঃখের আঘাতে তাহা বিকল হইয়া পড়ে। যে বিপুল আনন্দ ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়া প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্য ও প্রাণীর অনাবিল আনন্দে নিত্য স্বতঃস্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে, সেই বিপুল আনন্দধারা যে ভাগ্যবানের অন্তঃকরণে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহার স্নায়ুযন্ত্র সেই আনন্দধারাকে ধারণ ও বহন করিতে একান্ত অক্ষম হইয়া পড়ে। সেই বিপুল আনন্দাপগমে বিরহের তীব্রতাও তাহার শরীর সহ্য করিতে পারে না।

ভক্তির এই উন্মাদনা অনেকে প্রার্থনীয় মনে করেন না। আনন্দের বেগধারণে অক্ষম, জ্ঞানহারা, উচ্ছল ভক্তি-মদধারা অপেক্ষা সংযত, আত্মসমাহিত, জ্ঞানমিশ্র ভক্তিকেই তাঁহারা কামনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

যে ভক্তি তোমারে ল'য়ে ধৈর্য্য নাহি মানে
মুহূর্ত্তে অধীর হয় নৃত্য-গীত-গানে
তাহা নাহি চাহি, নাথ।

কিন্তু ভক্তচূড়ামণি রামানন্দ রায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কর্ত্তৃক সাধ্যনির্ণয়ে আদিষ্ট হইয়া প্রথমে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির নাম করিয়াছিলেন, তাহার পরে উৎকৃষ্টতর বলিয়া জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের জীবনে ভক্তির যে স্তরের বিকাশ আমরা দেখিতে পাই,

তাহাতে পৌঁছিলে জীবের সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। সংসারে আসক্তি যত দিন থাকে, তত দিন মানুষ সে স্তরে পৌঁছান দূরে থাকুক, তাহা প্রার্থনীয় বলিয়াও মনে করিতে পারে না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে ভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং প্রাচীন শাস্ত্রে এই অবতারের কথা উল্লিখিত আছে বলিয়া তাঁহারা মহাভারত ও শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করেন।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্‌ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্‌ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

(স্বরূপ গোস্বামী—কড়চা)

শ্রীমতী রাধিকার প্রেমমহিমা কিরূপ, শ্রীমতী প্রেমসহকারে যাহা আস্বাদন করেন, মদীয় সেই বিচিত্র মাধুর্য্যাধিক্যই বা কীদৃশ এবং আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীমতী যে আনন্দ লাভ করেন, সেই আনন্দই বা কি প্রকার, এই তিনটি বিষয়ে লোভ-বশবর্ত্তী হইয়া শচী-গর্ভরূপ সমুদ্রে রাধাভাব-সমন্বিত কৃষ্ণরূপ চন্দ্র আবির্ভূত হইলেন।

এই শ্লোকে চৈতন্য অবতারের মূল প্রয়োজন বৈষ্ণব কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্য শ্লোকে কবি লিখিয়াছেন—

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি-র্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

(স্বরূপ গোস্বামী—কড়চা)

শ্রীমতী রাধিকাই কৃষ্ণপ্রেমের বিলাসস্বরূপ হ্লাদিনী শক্তি। রাধা-কৃষ্ণ একাত্মা হইয়াও অনাদিকাল হইতে দেহভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন। অধুনা উভয়ে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, রাধার ভাব ও কান্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্যকে নমস্কার।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য জীবনের শেষ অবস্থায় রাধাভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। আবেশের সময় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে রাধিকা বলিয়াই মনে করিতেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে রাধিকার যে অবস্থা হইত, তাঁহারও সেই অবস্থা হইত, সেই রূপই অধীর হইয়া তিনি বিলাপ করিতেন; শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শলাভের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতেন।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কোনও নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। ভক্তিদ্বারা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়, কেবল প্রত্যক্ষ করা যায়, এমন নহে, তাঁহাকে সম্ভোগ করা যায়। ভগবান রসস্বরূপ, তিনি ভক্তের সম্ভোগের উপাদান। এই তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিজে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বগামীদেরও এ তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত ছিল না, তিনি ইহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধের জ্ঞানই ধর্ম্মের ভিত্তি। মানবের ভাষা নানা ভাবে এই সম্বন্ধ প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছে। কেহ ঈশ্বরকে পিতা বলিয়াছেন, কেহ বলিয়াছেন মাতা, কেহ সখা, কেহ বা রাজরাজেশ্বর বলিয়াছেন। কোনও অভিধানেই তাঁহার সহিত মানবের সম্বন্ধ সম্যক্ ব্যক্ত হয় নাই। তিনি আমাদের অতি নিকটে অবস্থান করিতেছেন, জগতে রূপ-রস-স্পর্শ-শব্দ-গন্ধ যাহা আছে, তিনি তাহার ঘনীভূত সার এবং তিনি জীবাত্মার সম্ভোগের বস্তু। তিনি জীবাত্মার উৎস এবং জীবাত্মার খাদ্য। মানুষ সুখের উপাদান খুঁজিতে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে সুখের উৎস আছে, একবার

তাঁহার নিকট হাত পাতিলে সে কৃতার্থ হইয়া যায়। সামান্য মিষ্টরসে রসনা পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু তাঁহাতে যে মিষ্টরস আছে, তাহা আস্বাদন করিয়া মানব মন মধুমত্ত ভ্রমরের মত উন্মাদ হইয়া পড়ে। সুগঠিত মানব-শরীর দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু তাঁহার অপার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলে আমরা পাগল হইয়া যাই, তাঁহার বিশ্ববিমোহন কণ্ঠস্বরে আত্মবিস্মৃত হই। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জীবন এই ঈশ্বর-সম্ভোগের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ঈশ্বর সম্ভোগের কথা কল্পনা নহে। ঈশ্বরের সহিত মানবের জীবন্ত সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তিনি লক্ষ যোজন দূরে থাকিয়া আমাকে লক্ষ্য করিতেছেন না, তিনি আমার নিকটতম, আমার অন্তরের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তবু তাঁহাকে দেখিতে পাই না। আমি তাঁহাকে না দেখিতে পাইলেও তিনি আমাকে দেখিতে পান, আমার প্রাণের ব্যাকুলতার তরঙ্গ তাঁহার চরণে গিয়া প্রতিহত হয়। তিনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। তিনি প্রেমময়, পূর্ণ হইলেও প্রেমিক ভক্তের প্রয়োজন তাঁহার আছে। তাঁহার বিশ্বরাজ্যে আমি ক্ষুদ্র ধূলিকণা বটে, কিন্তু তবুও আমাকে না হইলে তাঁহার চলে না। "আমি না করিলে পূজা তাঁর পূজা নাহি হয়"। আমাকে তাঁহার চাই, তাই তিনি অনবরত বংশীবাদন করিয়া আমাকে ডাকিতেছেন। আমি যখন সেই বংশীরব শুনিয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইতে চাই, তখনি তিনি হাত বাড়াইয়া আমাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করেন।

"আকুল সরিৎ সমুদ্রে ধায় কর্তে জীবন বিসর্জ্জন
পথের মাঝে প্রবল জোয়ার দেয় তাহারে আলিঙ্গন॥"

তার পরে কেবল সম্ভোগ।

জগতের যাবতীয় ভক্তের জীবন প্রায় একই ভাবে গঠিত হইলেও

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবনে ভারতবর্ষীয় বিশেষত্ব বিদ্যমান ছিল। তিনি সাকারোপাসক ছিলেন। তদানীন্তন কালে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ বিশেষভাবেই প্রচারিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যও এই মতবাদের সহিত বিশেষরূপে পরিচিতও ছিলেন। তবুও তিনি সাকারোপাসনা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আরাধ্য দেবতা ছিলেন। নিরাকার উপাসনায় তিনি নিজেও প্রবৃত্ত হন নাই, কাহাকেও তদ্রূপ উপাসনা করিতে উপদেশও দেন নাই।

নিজে কৃষ্ণমূর্ত্তির উপাসনা করিলেও অন্য মূর্ত্তির প্রতি শ্রীচৈতন্য কখনও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই। যাজপুরে শক্তিরূপিনী বিরজামূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ভক্তিতে গদগদ হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তিনি ভক্তিভরে কৃত্তিবাসের বন্দনা করিয়াছিলেন।

যে সমাজে ব্রাহ্মণ নিম্ন জাতির পৌরোহিত্য করিলে পতিত হন, সেই সমাজের মধ্যে শ্রীচৈতন্য আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন। যবনকেও হরিনাম দিতে তিনি কৃপণতা করেন নাই। সংকীর্ণতার লেশ তাঁহাতে ছিল না। কিন্তু তিনি সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অবলম্বন করেন নাই। "মর্য্যাদা" রক্ষা তিনি সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। পুরুষোত্তমে পরমেশ্বরভট্টাচার্য্যের অবস্থানকালে একদিন সনাতন গোস্বামী সমুদ্রতটের উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গমন করেন। মন্দিরের সিংহদ্বারের স্নিগ্ধ পথে কেন যান নাই তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন বলেন, "সিংহদ্বারের পথে ঠাকুরের সেবকগণ গতায়াত করে। যবনদোষদুষ্ট আমার অঙ্গস্পর্শ হইলে তাঁহারা অশুচি হইবেন, এই ভয়েই আমি সে পথে আসি নাই।" শুনিয়া শ্রীচৈতন্য তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—

"যত্মপিও হও তুমি জগৎপাবন।
তোমাস্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ।
তথাপি ভক্তস্বভাব মর্য্যাদারক্ষণ,
মর্য্যাদাপালন হয় সাধুর ভূষণ,
মর্য্যাদালঙ্ঘনে লোকে করে পরিহাস,
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ।
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন,
তুমি না ঐছে করিলে করে কোন জন ?"

তিনি কখনও সনাতন আচারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই।

আজ বিভ্রান্ত হিন্দু সমাজে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের জীবনী আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। একদিকে উগ্রসংস্কার-প্রয়াসীদিগের সমাজকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা, অন্য দিকে অত্যুগ্র রক্ষণশীল সমাজের প্রাচীন প্রথারক্ষণের জন্য ঐকান্তিক প্রযাস ; একদিকে প্রাচীনের মোহময় আকর্ষণ, অন্য দিকে বর্ত্তমানের কর্ত্তব্যের আহ্বান, ইহার মধ্যে পড়িয়া হিন্দুসমাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। এই সমস্যার সমাধান কেবল শ্রীচৈতন্যের আদর্শ অবলম্বিত হইলেই হইতে পারে। কৃত্রিম সাম্যের ভেরীনিনাদে কখনও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। চাই প্রেম, চাই ভালবাসা। যে প্রেম সামাজিক বৈষম্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, সেই প্রেমের উদ্ভব না হইলে প্রকৃত সাম্য কখনই জন্মলাভ করিবে না। সেই প্রেমের প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। সমাজে এই প্রেমের বিস্তার হইলে জাতিভেদের কঠিন নিগড় আপনা হইতে খসিয়া পড়িবে। সমস্ত অত্যাচার ও অবিচারের অবসান হইবে।

২

ষড়্দর্শনের মধ্যে বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের নাম নাই। "তদবচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" এই সূত্রে ভাষ্যকারের মতে "তদ্বচনাৎ" শব্দের অর্থ "ঈশ্বরের বচন"—এইহেতু বেদ ঈশ্বরের বচন বলিয়া তাহার প্রামাণ্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য কোনও কথা এই দর্শনে নাই। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর ও জন্মান্তর স্বীকৃত হইলেও এই দর্শনের মতে মুক্তিতে জীব শিলাত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুক্ত জীবের জ্ঞান ও চৈতন্য থাকে না। তাই এক কবি পরিহাস করিয়া লিখিয়াছেন—

"মুক্তয়ে য শিলাত্বায় শাস্ত্র মুচে সচেতষাম্
গোতমং তং বিদিত্বৈবং যথা বিত্থ তথাহি সঃ।"

অর্থাৎ যে গোতম ঋষি জীবের মুক্তির জন্য শাস্ত্র রচনা করিয়া তাহাতে বলিয়াছেন মুক্তিতে জীব শিলাত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই গো-তমকে যাহা মনে কর, তিনি তাহাই। (গো-তম=শ্রেষ্ঠ গোরু)

সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বর। পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত বটে, কিন্তু সে ঈশ্বর "ক্লেশ-কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষঃ", তাহার "প্রণিধানে" সমাধি-লাভে জীব সমর্থ হয়। প্রণিধান শব্দের অর্থ ভাষ্যকারের মতে "ভক্তি বিশেষ" হইলেও যোগ দর্শনের ঈশ্বরে ভক্তি-সাধকের তৃপ্তি হয় না।

পূর্ব্ব-মীমাংসায় ঈশ্বর-প্রীতির কথা নাই। একমাত্র বেদান্তের উপরই ভারতীয় ঈশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "ঋষিভিঃ বহুধা গীতং ছন্দোভিঃ বিবিধৈঃ পৃথক। ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ"। বহু ঋষি কর্তৃক বিবিধ ছন্দে (উপনিষদে) এবং যুক্তি-সম্বলিত ব্রহ্মসূত্রে

পদে (বেদান্ত-সূত্রে) এই ঈশ্বরবাদ গীত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তেরও বহু ভাষ্যে বিবিধ মত ব্যক্ত হইযাছে। বেদান্তের প্রাচীনতম ভাষ্য (বোধায়ন ভাষ্য) এখন অপ্রাপ্য। রামানুজের ভাষ্য এই ভাষ্যানুসারে রচিত বলিযা প্রসিদ্ধি আছে। এই ভাষ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত ভাষ্য সম্পূর্ণ নির্বিশে-ষাদ্বৈতবাদী। সেই ভাষ্য অনুসারে "তৎত্বম্ অসি"—জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই, জীবই ব্রহ্ম। সুতবাং এই মতে ভক্তির বিশেষ প্রয়োজন নাই, জ্ঞানেই মুক্তি। কিন্তু রামানুজ ও নিম্বার্কাচার্য্য ভেদাভেদবাদী। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মেব সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ উভযই আছে। মধ্বাচার্য্য সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ দুস্তব। শ্রীচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায মধ্ব-সম্প্রদাযেব অন্তর্ভুক্ত হইলেও দ্বৈতবাদী নহে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী। ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ভেদও যেমন আছে, অভেদও তেমনি আছে, এই ভেদাভেদ অচিন্তনীয। জীবগোস্বামী এই বাদ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা কবিযাছেন। পুবীধামে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত আলোচনায় শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন, "ব্যাসসূত্রের মুখ্যার্থ না করিয়া আপনি লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয গ্রহণ করিতেছেন। অনেক শ্রুতিতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও, সেই সকল শ্রুতিতেই তাঁহাকে সবিশেষও বলা হইযাছে। তাঁহাকে যেমন অপাণি ও অপাদ বলা হইয়াছে, তেমনি "জবন" ও "গ্রহীতাও" বলা হইযাছে। ব্রহ্ম অর্থে স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। তিনি মায়ার অধীশ্বর। ব্যাসসূত্রের অভিমত পরিণামবাদ, বিবর্ত্তবাদ নহে। জীব ও জগৎ মিথ্যা নহে। "তৎত্বম্ অসি" প্রাদেশিক বাক্যমাত্র, প্রণবই মহাবাক্য। শ্রুতি যেখানে ব্রহ্মকে

"নির্গুণ" বলিয়াছেন, সেখানে তাহার অর্থ তাঁহার প্রাকৃত আকার ও প্রাকৃত গুণ নাই। ব্রহ্মের অপ্রাকৃত আকার ও গুণ শ্রুতি অস্বীকার করেন নাই। জ্ঞান বল ও ক্রিয়া তাঁহাতে স্বাভাবিক। শক্তি ও শক্তিমান্ ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই। সূর্য্য ও তাহার কিরণ, অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি যেমন ভিন্ন, তেমনি অভিন্ন। সূর্যের কিরণ ব্যতিরেকে সূর্য্যের এবং দাহিকা শক্তি ব্যতিরেকে অগ্নির অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। পরমেশ্বর ও তাঁহার তটস্থ শক্তি জীব ও এই রূপে ভিন্ন ও অভিন্ন।

শ্রীচৈতন্য মায়াবাদকে "বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ" বলিয়াছেন।

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়তো নাস্তিক,
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক।"

৩

কোনও ধর্মকর্ম করিবার প্রথমেই "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" [আকাশে বিস্তৃত সূর্য্যের (চক্ষুঃ মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ) ন্যায় সূরীগণ বিষ্ণুর পরম পদ সর্ব্বদা দেখিতে পান] এই বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিতে হয়।

শৈশবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জননী যশোদাকে স্বীয় মুখগহ্বরে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দান করিয়া তাঁহাকেও নিজদেহে অবস্থিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং কোন্ কোন্ ভাবে তাঁহার চিন্তা করিতে হয় (কেষু ভাবেষু চিন্ত্যঃ) তাহা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অবস্থিত হইয়াও অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত পুরুষকে

সর্ব্বদা দর্শন করাই সাধনার চরম লক্ষ্য। এক অজ্ঞাতনামা কবি নিম্ন-লিখিত স্তোত্রে সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শনের অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

১। বাসন্তচূতমুকুলেষ্বলিঝংকৃতেষু,
কুঞ্জেষু মঞ্জু-কল-কোকিল-কুজিতেষু,
সম্পূর্ণ-শারদ-সুধাকর-মণ্ডলেষু,
সৌন্দর্য্য-সাগর হরে, তব মূর্ত্তিমীক্ষে ॥

বসন্তকালের অলি-ঝংকৃত আম্রমুকুলে, কলকোকিল-কুজিত মঞ্জু-কুঞ্জবনে, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রে, হে সৌন্দর্য্যসাগর হরি, তোমার মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাই।

২। প্রফুল্লপদ্মেষু সরোবরেষু,
তারা-বিচিত্রেসু নভঃস্থলেষু,
মাতুঃ স্তনে কারুণিকস্য চিত্তে,
গোবিন্দ, পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥

প্রফুল্লপদ্ম সরোবরে, তারাবিচিত্র নভঃস্থলে, মাতার স্তনে ও কারুণিকের চিত্তে হে গোবিন্দ, তোমার মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাই।

৩। বিচিত্র পুষ্পাসু বনস্থলীষু,
সুগন্ধ-মন্দানিল-বীজিতাসু,
বিহঙ্গসঙ্গীত-নিনাদিতাসু,
গোবিন্দ, পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥

বিচিত্র পুষ্পশোভিত সুগন্ধ মন্দানিল-বীজিত বিহঙ্গ-সঙ্গীত-নিনাদিত বনস্থলীতে হে গোবিন্দ, তোমার মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাই।

৪। শিখণ্ডি-কেকা নবমেঘশব্দে,
ভেকালি-কণ্ঠাশ্চ নবাম্বুপাতে,
ঝিল্লীরবাঃ সুপ্তজনে নিশীথে,

উদ্বোধয়ন্ত্যঙ্গ, তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥

নবমেঘের শব্দে ময়ূরের কেকাধ্বনি, নববর্ষার ভেকশ্রেণীর কণ্ঠস্বর, সুগুঞ্জন নিশীথে ঝিল্লীরব, হে অঙ্গ, তোমার মূর্ত্তি আমার অন্তরে উদ্বোধিত করে।

৫। মাণিক্য-খণ্ডৈরিব দীপ্যমানৈঃ
খদ্যোতপুঞ্জৈঃ নিচিতানগণ্যৈঃ
-বহুক্রমান বীক্ষ্য ঘনান্ধকারে
পশ্যামি তে রূপম, অপূর্ব্বরূপ ॥

মাণিক্যখণ্ডের মত দীপ্যমান অসংখ্য খদ্যোত কর্তৃক আবৃত বহু বৃক্ষ অন্ধকার রাত্রিতে দেখিয়া হে অপূর্ব্বরূপ, তোমার রূপ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়।

৬। প্রত্যগ্র-সিন্দুর-রসৈরিবাগ্রে,
বালাতপৈ র্বিচ্ছুরিতেঽন্তরীক্ষে
পশ্যামি সন্ধ্যাম্বুদ-বিভ্রমেষু
প্রেমাভিরাম তব কৃষ্ণ, মূর্ত্তিম্ ॥

নবসিন্দুর রসের মতো বালসূর্য্যের কিরণে বিচ্ছুরিত অন্তরীক্ষে, সম্মুখদিকে এবং সান্ধ্য মেঘলীলায় হে প্রেমাভিরাম কৃষ্ণ, তোমার মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাই।

৭। উদ্ভিন্ন গারুত্মত সুপ্রকাশৈঃ
ক্ষেত্রেষু কীর্ণেষু নবীন শস্যৈঃ
স্নিগ্ধেষু পশ্যামি চ পল্লবেষু
বিশ্বাভিরাম তব কৃষ্ণ, মূর্ত্তিম্ ॥

উদ্ভিন্ন মরকতমণির ন্যায় সুপ্রকাশ নবীন শস্যে বিকীর্ণ ক্ষেত্রে এবং স্নিগ্ধ পল্লবে হে বিশ্বাভিরাম কৃষ্ণ, তোমার মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাই।

৮। কঙ্কালমালা-বহুলেঽতিরৌদ্রে
শ্মশান-দেশে শবধূমধূম্রে

প্রচণ্ড-বাত-ক্ষোভিতেঽর্ণবেচ
প্রেক্ষে মহারুদ্র, তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥

কঙ্কালমালাবহুল রৌদ্র শবধূমধূম্র শ্মশান-দেশে ও প্রচণ্ড-বাত-ক্ষোভিত অর্ণবে, হে মহারুদ্র, তোমার মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাই।

৯। গাঢ়ান্ধকারাসু কুহুক্ষপাসু
দিগ্‌ব্যাপি ঘোরাভ্রঘটাসু চৈব
দম্ভোলি-ভীমধ্বনিতেষু বীক্ষে
মহাবিরাজস্য-তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥

গাঢ়ান্ধকার অমানিশায় যখন দিগন্তব্যাপী ভীমগর্জ্জন ঘোর অভ্রঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়, তখন হে মহাবিরাট্‌, তোমার মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাই।

১০। শশাঙ্ক-তারা-প্রতিবিম্ব-গর্ভান্
তোযাশযান্ স্বচ্ছ জলান্ সমীক্ষ্য
উদেতি চিত্তে তব কাপি মূর্ত্তিঃ
অনন্ত বৈচিত্র্যমযী মুকুন্দ ॥

চন্দ্র ও তারকাদিগের প্রতিবিম্ব গর্ভে ধারণকারী নির্ম্মলসলিল জলাশয় দেখিয়া হে মুকুন্দ, তোমার অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী মূর্ত্তি আমার চিত্তে উদিত হয়।

১১। পুণ্যানি তীর্থানি তপোবনানি
দৃষ্ট্বা সরিৎ-সাগর-সঙ্গমাংশ্চ
নামাবশেষাংশ্চ পুরাণ দেশান্
পুরাতনং ত্বাং পুরুষং স্মরামি ॥

পুণ্যতীর্থ সরোবর, সরিৎ-সাগর-সঙ্গম ও নামাবশিষ্ট পুরাতন দেশ দেখিয়া হে পুরাণ পুরুষ, তোমাকে আমার মনে পড়ে।

১২। লীলাং শিশূনাং গৃহ-চত্বরেষু
গবাং প্রচারেষু চ বৎসলীলাং

জলে চ পশ্যন্ জলপক্ষিলীলাং
স্মরামি লীলাময়বিগ্রহং ত্বাং ॥

গৃহচত্বরে শিশুদিগের, গোচারণভূমিতে গোবৎসদিগের এবং জলে জলপক্ষীদিগের লীলা দেখিয়া আমি তোমার লীলাময় বিগ্রহ স্মরণ করি।

১৩। স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে
মধুব্রতানাং মকরন্দপানে
দানে দয়ালো রথ ভক্তগানে
পশ্যামি মূর্ত্তিং করুণাময়ীং তে ॥

স্তন্যপায়ীদিগের স্তনদুগ্ধপানে, মধুব্রতদিগের মধুপানে, দয়ালু লোকের দানে ও ভক্তদিগের গানে আমি তোমার করুণাময় মূর্ত্তি দেখিতে পাই।

১৪। সতীষু নারীষু চ সর্ব্বভূত-
প্রকামসন্তর্পণদীক্ষিতাসু
পূর্ণান্নপূর্ণাস্বিব লক্ষয়েঽহং
মূর্ত্তিং হরে সত্ত্বময়ীং তবৈব ॥

সর্ব্বভূতের পর্য্যাপ্ত তৃপ্তিবিধানে দীক্ষিত পূর্ণ-অন্নপূর্ণারূপিণী সতী নারীর মধ্যে হরি, আমি তোমার সত্ত্বময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই।

১৫। বনস্পতৌ ভূভৃতি নির্ঝরে বা
কূলে সমুদ্রস্য সরিৎ-তটে বা
যত্রাপি চিত্তে সমুদেতি ভক্তিঃ
তত্রৈব পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥

বনস্পতিতে, পর্ব্বতে ও নির্ঝরে, সমুদ্রের কূলে, ও নদীতটে, যেখানে চিত্তে ভক্তির উদয় হয়, সেইখানেই তোমার মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাই।

১৬। কীটে পতঙ্গে সরীসৃপে বা
মীনে পশৌ পক্ষিণি মানবে চ

স্থূলে চ সূক্ষ্মে চ জলে স্থলে খে
পশ্যামি তে রূপমনন্তরূপ ॥

কীটে, পতঙ্গে, সরীসৃপে, মীনে, পশুতে, পক্ষীতে ও মানবে, স্থূলে, সূক্ষ্মে, জলে, স্থলে ও আকাশে হে অনন্তরূপ, তোমার মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাই।

১৭। ভূতেষু সর্ব্বেষু চরাচরেষু
দূরে সমীপে পুরশ্চ পশ্চাৎ
বিলোকয়ামূর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক
হে কৃষ্ণ, তে রূপমনন্তরূপ ॥

চরাচর সর্ব্বভূতে, দূরে, সমীপে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, অধোদেশে ও তির্য্যক দেশে হে অনন্তরূপ কৃষ্ণ, আমি তোমার রূপ দেখিতে পাই।

১৮। অহো নিমগ্নস্তব রূপ-সিন্ধৌ
পশ্যামি নান্তং নচ মধ্যমাদিম্
অবাক্ চ নিস্পন্দতরো বিমূঢ়ঃ
কুত্রাস্মি কোঽস্মীতি ন বেদ্মি, দেব ॥

তোমার রূপসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আমি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখিতে পাই না। আমি অবাক, নিস্পন্দ-শক্তি ও বিমূঢ় হইয়া পড়ি, কোথায় আমি, কে আমি, কিছুই জানিতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে আমরা সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শনের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। সর্ব্বত্র তাঁহার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইত, এবং শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তিনি উন্মত্তের মতো হইয়া পড়িতেন। ঈশ্বরপ্রীতির ও ঈশ্বর দর্শনের এই মহান আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে
প্রণত-ক্লেশ-নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

৪

ব্রহ্ম-সংহিতা গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য দক্ষিণাপথে ভ্রমণকালে প্রাপ্ত হন, এবং বাংলা দেশে লইয়া আসেন। এই গ্রন্থে কৃষ্ণকেই ঈশ্বর বলা হইয়াছে।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ
অনাদিরাদিঃ গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্।

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। তিনিই সর্ব্বকারণের কারণ অনাদি আদিপুরুষ গোবিন্দ।

আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রতিভাবিতাভিঃ
তাভিঃ য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ
গোবিন্দং আদিপুরুষং তমহং ভজামি।

(ব্রহ্ম-সংহিতা)

এই আদিপুরুষ গোবিন্দ আনন্দ ও চিৎস্বরূপ। তিনি আনন্দরস ও চিন্ময়রস। তিনি অবিচ্ছেদ আনন্দ ও চিৎ। তিনি অখিলের আত্মভূত। তিনি স্ব-সদৃশ আনন্দ ও চিদ্রূপী স্বীয় কলা ভক্তগণের সহিত গোলোকে বাস করেন।

এই গোলোকে তাঁহার সহিত চিরকাল বাস করাই বৈষ্ণব সাধুদিগের কাম্য। শ্রীচৈতন্যও তাহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। গোলোকবাসী কৃষ্ণ

"পরিত্রাণায় সাধুনাং
বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়"

যুগে যুগে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য যখন প্রাদুর্ভূত হন, তখন ভক্তিধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায়। নবদ্বীপ বিত্তার মোহে আচ্ছন্ন। সাধু বৈষ্ণবগণ ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ভগবানের আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। সেই প্রার্থনায় আনন্দ-চিন্ময়রূপী গোবিন্দ শচীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই বৈষ্ণবদিগের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের অনুকূল শাস্ত্রবচন আছে—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ।

(মহাভারত, দানধর্ম্ম। ১৪৯)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ যজন্তি হি সুমেধসঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ, ৫ অধ্যায়, সহস্র নাম)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনু যুগং তনু
শুক্ল রক্তস্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮।৯)

স্বর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ দেহ, সুগঠিত-অঙ্গ, চন্দনমাল্য-শোভিত সন্ন্যাসাশ্রম, শমগুণান্বিত, শান্ত ও নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণ তিনি।

তাঁহার মুখে "কৃষ্ণ" এই দুই বর্ণ অবিরাম ধ্বনিত হয়, তাঁহার শরীরবর্ণ অকৃষ্ণ (গৌর), তিনি অঙ্গ-উপাঙ্গরূপ অস্ত্র-পার্ষদ পরিবেষ্টিত। সেই মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করেন।

যুগে যুগে যিনি তনু গ্রহণ করেন, তাঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত— এই তিন বর্ণ। অধুনা তিনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন।

শাস্ত্রের বচন ও শ্রীচৈতন্যের আচরণ দেখিয়া সূক্ষ্মদর্শী ভক্তিমান্ পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যকে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোলোকবাসী আদিপুরুষ সর্ব্বকারণ-কারণ গোবিন্দের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

তাঁহাদের মতে জগৎকে ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ভগবান মূর্ত্তিমতী ভক্তি রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বেদান্তে জগৎ ব্যাপারকে ব্রহ্মের লীলা বলিয়াছেন, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অবতার গ্রহণও সেই লীলার অন্তর্গত।

———

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য

আদিপর্ব্ব

১

জন্ম ও শৈশব

শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা। সন্ধ্যাকাল, চন্দ্র রাহুগ্রস্ত। নবদ্বীপের যাবতীয় নরনারী হরিধ্বনি করিতে করিতে ভাগীরথীতীরে সমাগত। এমন সময়ে জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীদেবী এক অপূর্ব্ব কুমার প্রসব করিলেন। হরিধ্বনির মধ্যে এই বালকের জন্ম, হরিনাম-কীর্ত্তনে তাঁহার জীবন অতিবাহিত এবং হরির বিরহশোকে তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছিল।

মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বালকের শরীরে মহারাজচক্রবর্ত্তী লক্ষণসমুহ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। গৌড়ে বিপ্র রাজা হইবে এমন প্রবাদ ছিল। চক্রবর্ত্তী ভাবিতে লাগিলেন এই বালক দ্বারাই কি সেই প্রবাদ সফল হইবে?

বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। শিশু যখন ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিত, তখন কিছুতেই তাহাকে শান্ত করা যাইত না। অবশেষে ক্রন্দন-নিবারণের এক অসাধারণ উপায় আবিষ্কৃত হইল। দেখা গেল বিষম ক্রন্দনের মধ্যে হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলেই শিশু শান্তভাব ধারণ করে। তদবধি শিশু ক্রন্দন আরম্ভ করিলেই সকলে হরিধ্বনি করিতেন।

ষষ্ঠ মাসে যথাবিধি নামকরণ-সংস্কার অনুষ্ঠিত হইল। মিশ্রদম্পতীর অনেক পুত্রকন্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া পুরস্ত্রীগণ শিশুর নিমাই নাম রাখিলেন। শিশুর জন্মের পরে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহার নাম রাখিলেন "বিশ্বম্ভর"।

ক্রমে নিমাই হাঁটিয়া বেড়াইতে শিখিলেন। সুগোল-মস্তক, চাঁচর-কেশ, কমললোচন, আজানুলম্বিত-বাহু, অরুণাধর, প্রশস্তবক্ষ, গৌর-কান্তি শিশু যখন হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইত, তখন তাহার কন্দর্পবিনিন্দী রূপ দেখিয়া সকলে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া থাকিত, এবং নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্য দিয়া তাহার সন্তোষ-বিধানের চেষ্টা করিত। নারীগণ নিমাইকে দেখিলেই হরিধ্বনি করিত, নিমাই আনন্দে নাচিয়া উঠিতেন, এবং প্রাপ্ত মিষ্টান্নাদি তাহাদিগকে আনিয়া দিতেন।

কিন্তু বালকের দুরন্তপনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অনেক সময় তাঁহার দৌরাত্ম্য মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিত। অন্য শিশু দেখিলেই নিমাই তাহাকে নানা রূপে উত্যক্ত করিতেন এবং সে কাঁদিয়া না উঠা পর্য্যন্ত নিরস্ত হইতেন না। কখনও প্রতিবেশী-গৃহে অলক্ষিতে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ ভোজ্য দ্রব্য সমস্ত খাইয়া আসিতেন, আবার যাহার গৃহে খাবার কিছু মিলিত না, তাহার হাঁড়িকুড়ি সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন, যদি কখনও ধরা পড়িতেন, তখন পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতেন। কিন্তু সমস্ত অত্যাচার প্রতিবেশিগণ নীরবে সহ্য করিত।

২

বিদ্যারম্ভ ও বাল্যক্রীড়া

ক্রমে হাতেখড়ির সময় আগত হইল। জগন্নাথ শুভদিন দেখিয়া নিমাইর হাতেখড়ি দিলেন। হাতে খড়িব সময় সম্মুখে স্থাপিত ধান্য, শ্রীমদ্‌ভাগবত, খড়ি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত পুস্তক গ্রহণ করিয়া শিশু তাঁহার ভাবী জীবনের আভাস দান কবিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ সংস্কাবও অনুষ্ঠিত হইল। নিমাইর অসাধারণ বিদ্যাভ্যাসপটুতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। একবার মাত্র দেখিয়াই তিনি বর্ণমালা আয়ত্ত করিলেন, এবং দুই দিনে সমস্ত ফলা অভ্যাস করিয়া অনববত শ্রীকৃষ্ণনামাবলী লিখিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিদ্যা-শিক্ষাব সহিত বালকের দুরন্তপনা অসম্ভবরূপে বাড়িতে লাগিল। পল্লীর বালকদিগকে লইয়া নিমাই এক দল বাঁধিলেন। এবং দল-বহির্ভূত কোনও বালকের সহিত দেখা হইলেই তাহার সহিত কলহ করিতেন। সদলে গঙ্গাস্নানে যাইয়া বহুক্ষণ জলক্রীড়া করিতেন। স্নানার্থী লোকের গায়ে জল ছিটাইয়া পড়িত, তাহারা বারণ করিলেও গ্রাহ্য করিতেন না। পরন্তু কাহাকেও ছুঁইয়া দিয়া, কাহারও গায়ে কুল্লোল দিয়া বাব বার তাহাদিগকে স্নান করিতে বাধ্য করিতেন।

পুত্রের চপলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া জগন্নাথ চিন্তিত হইলেন। কিন্তু তাহাকে শাসনে রাখিবার ক্ষমতা পিতামাতার ছিল না। নিমাই ভয় করিতেন কেবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে, কিন্তু ঘটনাক্রমে বিশ্বরূপের শাসনও অচিরে অপসারিত হইল। বিশ্বরূপ সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন, বৈষ্ণবদিগের সহিত ভগবৎকথাতেই তাঁহার অধিকাংশ

সময় অতিবাহিত হইত। পুত্রের বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য পিতামাতা তাঁহার বিবাহের আয়োজন করিলেন। বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় একদিন বিশ্বরূপ পিতামাতাকে না বলিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন, এবং শ্রীশঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন।

বিশ্বরূপের সংসার-ত্যাগ পিতামাতাকে শেলের মত বিঁধিল। বালক নিমাইও ভ্রাতার বিরহ-শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কতিপয় দিবস পরে একদিন নিমাই নৈবেদ্যের তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পিতামাতার শুশ্রূষায় চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি যে কাহিনী বর্ণনা করিলেন, তাহাতে সদ্যপুত্রবিচ্ছেদবিধুর জনকজননীর মন আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িল। নিমাই বলিলেন "আমাব মনে হইল বিশ্বরূপ আমাকে এক অপরিচিত স্থানে লইয়া গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম 'আমি বালক, সন্ন্যাসের আমি কিছুই জানি না, ঘরে পিতামাতা রহিয়াছেন, আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে কে তাঁহাদের সেবা করিবে? আমি যদি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পিতামাতার সেবা করি, তাহাতেই লক্ষ্মীনারায়ণ তুষ্ট হইবেন।' এই কথা শুনিয়া বিশ্বরূপ পুনরায় এখানে আনিয়া আমাকে রাখিয়া গেলেন।"

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নিমাইর চপলতা অনেকটা সংযত হইল। পিতামাতার সন্তোষবিধানার্থ তিনি খেলা ছাড়িয়া নিরবধি তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিরতিশয় যত্নের সহিত পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। নিমাইর বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য্য সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল। কিন্তু পুত্রের এই কৃতিত্বে পিতামাতার মনে সন্তোষের উদয় হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা ভাবিলেন

সর্ব্বশাস্ত্র অধিগত করিয়া বিশ্বরূপ যেমন সংসার ত্যাগ করিয়াছিল, বিশ্বম্ভরও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিলে তেমনি সংসার ত্যাগ করিবে। তাঁহারা পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার লেখা পড়া করিয়া কাজ নাই, তুমি যাহা চাহিবে সকলই পাইবে, পড়া ছাড়িয়া আনন্দে গৃহে অবস্থান কর।" নিমাই পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিলেন না, কিন্তু লেখা-পড়া বন্ধ হওয়াতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

লেখাপড়া বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিমাইর চাপল্য ও ঔদ্ধত্য পূর্ব্বেরই মত অসংযত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি গৃহের বাহিরে সঙ্গিগণের সহিত ক্রীড়ায় অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদিন তিনি গৃহসমীপস্থ গর্ত্তে স্থিত এক উচ্ছিষ্ট-পাত্র-স্তূপের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। শচীদেবী নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন, এবং এত দিনেও উচ্ছিষ্টজ্ঞান হইল না বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। চতুর বালক তখন উত্তর করিলেন, "উচ্ছিষ্ট-জ্ঞান, ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান হইবে কোথা হইতে? তোমরা যে আমার লেখা পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছ। আমাকে যদি পড়িতেই না দেও তাহা হইলে আমি আর গৃহে যাইব না।" শচী নিমাইকে ধরিয়া আনিয়া স্নান করাইলেন। জগন্নাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলে প্রতিবেশিগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া নিমাইর পুনরায় পাঠারম্ভ করাইয়া দিলেন।

নিমাই দ্বিগুণ উৎসাহে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হইল। উপনয়নান্তে নিমাই নবদ্বীপের অধ্যাপক-শিরোমণি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্ত্তি হইলেন। অল্প দিনেই গঙ্গাদাস তাঁহার নূতন ছাত্রের প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিমাই যাবতীয় ছাত্রের নায়করূপে পরিগণিত হইলেন। মুরারী গুপ্ত, কমলাকান্ত,

কৃষ্ণানন্দ, মুকুন্দ, সঞ্জয় প্রভৃতি ভক্তগণ এই টোলে নিমাইর সহাধ্যায়ী ছিলেন। প্রতিদিন সতীর্থগণের সহিত নিমাই স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিতেন। অসংখ্য ছাত্র গঙ্গার ঘাটে সমবেত হইত। নিমাই ও তাঁহার সঙ্গিগণের সহিত অন্যান্য টোলের ছাত্রগণের নিরন্তর তর্ক-বিতর্ক হইত। নিমাইর তর্ক-প্রবৃত্তি এত অধিক ছিল, যে এক ঘাটে তর্ক শেষ হইলে, তিনি সন্তরণপূর্ব্বক অন্য ঘাটে গমন করিয়া তত্রস্থ ছাত্রগণের সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দিতেন। এই তর্ক অনেক সময় গালাগালি ও মারামারিতে পরিণত হইত।

পুত্রের বিদ্যাচর্চ্চায় আগ্রহ দেখিয়া মিশ্রদম্পতি আনন্দিত হইতেন। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ-সম্ভাবনা মনোমধ্যে উদিত হইয়া জগন্নাথ মিশ্রকে আতঙ্কে অভিভূত করিয়া ফেলিত। এক দিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, নিমাই শিখামুণ্ডন করিয়া অদ্ভুত সন্ন্যাসীবেশে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে উন্মত্ত ভাবে নৃত্য করিতেছেন, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, তিনি থাকিয়া থাকিয়া বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করতঃ সকলের মস্তকে চরণ প্রদান করিতেছেন, এবং ব্রহ্মা ও মহাদেব "জয় শচীনন্দন" বলিয়া তাঁহার স্তব গান করিতেছেন। অতঃপর লক্ষ লক্ষ লোক সমভিব্যাহারে তিনি নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কোটী-কণ্ঠনিঃসৃত হরিধ্বনি গগনমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অবশেষে সেই বিশাল জনসংঘ লইয়া তিনি নীলাচলে গমন করিলেন। আতঙ্কিত হইয়া জগন্নাথ পত্নীকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। শচী তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, বিদ্যা-রসই আজকাল নিমাইর ধর্ম্মে পরিগণিত হইয়াছে; বিদ্যা ছাড়িয়া নিমাই যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে, ইহা সম্ভবপর নহে।

৩

পিতৃবিয়োগ ও বিদ্যাশিক্ষা

এই রূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, নিমাইর একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পুত্র ও পত্নীকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গারোহণ করিলেন। পিতৃশোকে নিমাই নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। পতিপ্রাণা শচী কেবল নিমাইর মুখ দেখিয়াই স্বামীবিরহ সহ্য করিলেন। এখন পিতৃহীন বালকের সেবা ভিন্ন তাঁহার অন্য কার্য্য রহিল না। নিমাইও এখন হইতে অত্যধিক যত্নের সহিত পতিবিরহ-বিধুরা জননীর সেবা করিতে লাগিলেন, এবং নানা আশার কথা শুনাইয়া তাঁহার ক্ষত হৃদয়ে সান্তনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পিতৃশোকের তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে নিমাইর স্বাভাবিক ক্রোধপ্রবণতা আবার বাড়িতে লাগিল। স্বামীহীনা শচীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু নিমাই যখন যাহা চাহিতেন, তাহা না পাইলে আর রক্ষা থাকিত না। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে জ্ঞানশূন্য হইতেন, ঘরদুয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে যাইতেন। একদিন গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় গঙ্গাপূজার্থ জননীর নিকট মালা ও চন্দন চাহিয়া না পাইয়া গৃহস্থিত যাবতীয় ভাণ্ড লাঠির আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ঘরে যত বস্ত্র ছিল, সমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার ক্রোধোপশম হইল না। লাঠি দিয়া চালের উপর প্রহার করিতে লাগিলেন; জীর্ণ চাল ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন এক গাছের উপর ও তৎপরে ভূমিতলে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভয়ার্ত্ত শচী

সময় অতিবাহিত হইত। পুত্রের বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য পিতামাতা তাঁহার বিবাহের আয়োজন করিলেন। বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় একদিন বিশ্বরূপ পিতামাতাকে না বলিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন, এবং শ্রীশঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন।

বিশ্বরূপের সংসার-ত্যাগ পিতামাতাকে শেলের মত বিঁধিল। বালক নিমাইও ভ্রাতার বিরহ-শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কতিপয় দিবস পরে একদিন নিমাই নৈবেদ্যের তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পিতামাতার শুশ্রূষায় চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি যে কাহিনী বর্ণনা করিলেন, তাহাতে সদ্যপুত্রবিচ্ছেদবিধুর জনকজননীর মন আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িল। নিমাই বলিলেন "আমাব মনে হইল বিশ্বরূপ আমাকে এক অপরিচিত স্থানে লইয়া গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম 'আমি বালক, সন্ন্যাসের আমি কিছুই জানি না, ঘরে পিতামাতা রহিয়াছেন, আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে কে তাঁহাদেব সেবা করিবে? আমি যদি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পিতামাতার সেবা করি, তাহাতেই লক্ষ্মীনারায়ণ তুষ্ট হইবেন।' এই কথা শুনিয়া বিশ্বরূপ পুনরায় এখানে আনিয়া আমাকে রাখিয়া গেলেন।"

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নিমাইর চপলতা অনেকটা সংযত হইল। পিতামাতার সন্তোষবিধানার্থ তিনি খেলা ছাড়িয়া নিরবধি তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিরতিশয় যত্নের সহিত পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। নিমাইর বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য্য সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল। কিন্তু পুত্রের এই কৃতিত্বে পিতামাতার মনে সন্তোষের উদয় হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা ভাবিলেন

সর্ব্বশাস্ত্র অধিগত করিয়া বিশ্বরূপ যেমন সংসার ত্যাগ করিয়াছিল, বিশ্বম্ভরও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিলে তেমনি সংসার ত্যাগ করিবে। তাঁহারা পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার লেখা পড়া করিয়া কাজ নাই, তুমি যাহা চাহিবে সকলই পাইবে, পড়া ছাড়িয়া আনন্দে গৃহে অবস্থান কর।" নিমাই পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিলেন না, কিন্তু লেখা-পড়া বন্ধ হওয়াতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

লেখাপড়া বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিমাইর চাপল্য ও ঔদ্ধত্য পূর্ব্বেরই মত অসংযত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি গৃহের বাহিরে সঙ্গিগণের সহিত ক্রীড়ায় অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদিন তিনি গৃহসমীপস্থ গর্ত্তে স্থিত এক উচ্ছিষ্ট-পাত্র-স্তূপের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। শচীদেবী নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন, এবং এত দিনেও উচ্ছিষ্টজ্ঞান হইল না বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। চতুর বালক তখন উত্তর করিলেন, "উচ্ছিষ্ট-জ্ঞান, ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান হইবে কোথা হইতে? তোমরা যে আমার লেখা পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছ। আমাকে যদি পড়িতেই না দেও তাহা হইলে আমি আর গৃহে যাইব না।" শচী নিমাইকে ধরিয়া আনিয়া স্নান করাইলেন। জগন্নাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলে প্রতিবেশিগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া নিমাইর পুনরায় পাঠারম্ভ করাইয়া দিলেন।

নিমাই দ্বিগুণ উৎসাহে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হইল। উপনয়নান্তে নিমাই নবদ্বীপের অধ্যাপক-শিরোমণি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্ত্তি হইলেন। অল্প দিনেই গঙ্গাদাস তাঁহার নূতন ছাত্রের প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিমাই যাবতীয় ছাত্রের নায়করূপে পরিগণিত হইলেন। মুরারী গুপ্ত, কমলাকান্ত,

কৃষ্ণানন্দ, মুকুন্দ, সঞ্জয় প্রভৃতি ভক্তগণ এই টোলে নিমাইর সহাধ্যায়ী ছিলেন। প্রতিদিন সতীর্থগণের সহিত নিমাই স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিতেন। অসংখ্য ছাত্র গঙ্গার ঘাটে সমবেত হইত। নিমাই ও তাঁহার সঙ্গিগণের সহিত অন্যান্য টোলের ছাত্রগণের নিত্য তর্ক-বিতর্ক হইত। নিমাইর তর্ক-প্রবৃত্তি এত অধিক ছিল, যে এক ঘাটে তর্ক শেষ হইলে, তিনি সত্বরণপূর্ব্বক অন্য ঘাটে গমন করিয়া তত্রস্থ ছাত্রগণের সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দিতেন। এই তর্ক অনেক সময় গালাগালি ও মারামারিতে পরিণত হইত।

পুত্রের বিদ্যাচর্চ্চায় আগ্রহ দেখিয়া মিশ্রদম্পতি আনন্দিত হইতেন। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ-সম্ভাবনা মনোমধ্যে উদিত হইয়া জগন্নাথ মিশ্রকে আতঙ্কে অভিভূত করিয়া ফেলিত। এক দিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, নিমাই শিখামুণ্ডন করিয়া অদ্ভুত সন্ন্যাসীবেশে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে উন্মত্ত ভাবে নৃত্য করিতেছেন, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, তিনি থাকিয়া থাকিয়া বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করতঃ সকলের মস্তকে চরণ প্রদান করিতেছেন, এবং ব্রহ্মা ও মহাদেব "জয় শচীনন্দন" বলিয়া তাঁহার স্তব গান করিতেছেন। অতঃপর লক্ষ লক্ষ লোক সমভিব্যাহারে তিনি নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কোটী-কণ্ঠনিঃসৃত হরিধ্বনি গগনমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অবশেষে সেই বিশাল জনসংঘ লইয়া তিনি নীলাচলে গমন করিলেন। আতঙ্কিত হইয়া জগন্নাথ পত্নীকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। শচী তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, বিদ্যা-রসই আজকাল নিমাইর ধর্ম্মে পরিগণিত হইয়াছে; বিদ্যা ছাড়িয়া নিমাই যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে, ইহা সম্ভবপর নহে।

৩

পিতৃবিয়োগ ও বিদ্যাশিক্ষা

এই রূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, নিমাইর একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পুত্র ও পত্নীকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গারোহণ করিলেন। পিতৃশোকে নিমাই নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। পতিপ্রাণা শচী কেবল নিমাইর মুখ দেখিয়াই স্বামীবিরহ সহ্য করিলেন। এখন পিতৃহীন বালকের সেবা ভিন্ন তাঁহার অন্য কার্য্য রহিল না। নিমাইও এখন হইতে অত্যধিক যত্নের সহিত পতিবিরহ-বিধুরা জননীর সেবা করিতে লাগিলেন, এবং নানা আশার কথা শুনাইয়া তাঁহার ক্ষত হৃদয়ে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পিতৃশোকের তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে নিমাইর স্বাভাবিক ক্রোধপ্রবণতা আবার বাড়িতে লাগিল। স্বামীহীনা শচীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু নিমাই যখন যাহা চাহিতেন, তাহা না পাইলে আর রক্ষা থাকিত না। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে জ্ঞানশূন্য হইতেন, ঘরদুয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে যাইতেন। একদিন গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় গঙ্গাপূজার্থ জননীর নিকট মালা ও চন্দন চাহিয়া না পাইয়া গৃহস্থিত যাবতীয় ভাণ্ড লাঠির আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ঘরে যত বস্ত্র ছিল, সমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার ক্রোধোপশম হইল না। লাঠি দিয়া চালের উপর প্রহার করিতে লাগিলেন; জীর্ণ চাল ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন এক গাছের উপর ও তৎপরে ভূমিতলে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভয়ার্ত্ত শচী

পুত্রের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু ক্রোধে অন্ধ হইয়া শত অত্যাচার করিলেও নিমাই জননীর গাত্রে হস্তস্পর্শ করিতেন না। সমস্ত ভাঙ্গিয়া তিনি অঙ্গনে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে মালা আনিয়া শচী পুত্রকে জাগরিত করিলেন, এবং মালা প্রদান করিয়া নানারূপে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ততক্ষণে ক্রোধ শান্ত হইয়াছে। নিমাই জননীর প্রদত্ত মালা লইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন কালে নিমাই একখানি টিপ্পনি রচনা করেন, তাহা "বিদ্যাসাগরী টীকা" নামে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। নিমাইর প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া অধ্যাপক গঙ্গাদাস স্বীয় ছাত্রদের পড়াইবার ভার তাঁহার উপর দিলেন। মুরারী গুপ্ত নিমাই অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঠ লইতে লজ্জা বোধ করিতেন। কিন্তু কালে নিমাইর প্রতিভার নিকট অবনতমস্তক হইয়া তিনিও তাঁহার নিকট পাঠ-স্বীকার করিয়াছিলেন।

ব্যাকরণের পাঠ শেষ হইলে নিমাই ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এই সময় "ভট্টদীধিতি" প্রণেতা সুবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণিও ন্যায়-শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। রঘুনাথ অদ্বিতীয় প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। অতি শৈশব অবস্থাতেই তাঁহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং পরিণত বয়সে তাঁহার যশ দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অধ্যয়ন-কালে নিমাইর অমানুষী প্রতিভার নিকট রঘুনাথের প্রতিভা মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত আছে, একদিন বৃক্ষতলে বসিয়া রঘুনাথ কোনও জটিল প্রশ্নের সমাধানে নিবিষ্ট চিত্তে ব্যাপৃতছিলেন। বৃক্ষশাখাস্থ পক্ষিগণ তাঁহার গাত্রে মলত্যাগ করিয়াছিল, রঘুনাথ তাহা জানিতে পারেন নাই।

এমন সময় নিমাই গঙ্গাস্নান করিয়া সেই পথে গৃহে ফিরিতেছিলেন। পঙ্কিমলাচ্ছন্নদেহ রঘুনাথকে দেখিয়া নিমাই নিকটে গিয়া স্বীয় আর্দ্রবস্ত্রের দুই চারি ফোঁটা জল তাঁহার পিঠে দিলেন। রঘুনাথের চৈতন্য হইল। তখন নিমাই তাহার চিন্তার বিষয়টী কি জানিতে চাহিলেন। রঘুনাথ প্রথমে অবজ্ঞার সহিত তাঁহার প্রশ্ন উড়াইয়া দিয়াছিলেন; অবশেষে প্রশ্নটী শুনিয়া নিমাই যখন অবলীলাক্রমে তাহার যথাযথ মীমাংসা করিয়া দিলেন, তখন তিনি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন; তদবধি চিরকালই রঘুনাথ নিমাইকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন।

ন্যায়শাস্ত্র সমাপ্ত করিয়া নিমাই ন্যায়ের একখানি টিপ্পনি লিখিলেন। রঘুনাথ শিরোমণিও ঠিক এই সময়েই ন্যায়ের টীকা রচন করিতেছিলেন। কথিত আছে, রঘুনাথ ও নিমাই একদিন একসঙ্গে গঙ্গা পার হইতেছিলেন। কথোপকথনকালে নিমাই-কৃত টীকার বিষয় অবগত হইয়া রঘুনাথ বুঝিতে পারিলেন, নিমাইর টীকার পর তাঁহার টীকার প্রচার পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। রঘুনাথের কাতর মুখচ্ছবি ও হতাশ-উক্তি শুনিয়া নিমাইর করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল, এবং স্বকীয় টীকা তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। তদবধি নিষ্ফল বলিয়া নিমাই ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

৪

বিবাহ ও অধ্যাপনা

বল্লভাচার্য্য নামে নবদ্বীপে এক সুব্রাহ্মণ বাস কবিতেন। লক্ষ্মীনাম্নী তাঁহার এক লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যা ছিল। একদিন স্নানকালে গঙ্গাব ঘাটে লক্ষ্মীকে দেখিয়া নিমাই মনে মনে তাঁহাব প্রতি অনুবক্ত হইয়া পডিলেন। পুত্রবৎসলা শচী নিমাইব অভিপ্রায় বুঝিতে পাবিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে শাস্ত্রবিধিমতে লক্ষ্মীদেবীব সহিত তাঁহাব বিবাহ দিলেন।

বিবাহের পরে নিমাই একটি স্বতন্ত্র টোল খুলিলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল স্থাপিত হইল। প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নিমাই অধ্যাপনার্থ টোলে গমন কবিতেন, মধ্যাহ্নে সশিষ্য গঙ্গাস্নানে যাইতেন, মধ্যাহ্নভোজনান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় টোলে গমন করিতেন, এবং অপরাহ্নে শিষ্যগণ সমভি-ব্যাহারে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। সন্ধ্যাকালে চন্দ্রালোকবিধৌত জাহ্নবীতটে কত শাস্ত্রালাপ ও শাস্ত্রব্যাখ্যান হইত; জ্ঞানদর্পিত নিমাই-পণ্ডিত অৰ্জ্জিত বিদ্যার কতই গর্ব্ব করিতেন; প্রতিদ্বন্দ্বী পাইলেই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে ঠকাইয়া দিতেন। তাঁহার যশ দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল; দলে দলে ছাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। তাহাদেব পাঠকোলাহলে তাঁহার টোলগৃহ মুখর হইয়া উঠিল।

৫

বায়ুঃরোগ না সাত্ত্বিক বিকার

একদিন অকস্মাৎ বায়ুরোগগ্রস্ত রোগীর মত নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে এক অস্বাভাবিক শব্দ নির্গত হইতে লাগিল, এবং মৃত্তিকার উপব লুণ্ঠিত হইয়া তিনি কখনও বিকট হাস্য কখনও বা সম্পূর্ণ উন্মত্তের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন; ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হইয়া উঠিতে লাগিল, পুত্রগতপ্রাণা শচীদেবী আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বন্ধুবান্ধবগণ নিমাইর অবস্থাকে বায়ু-বিকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু এই অবস্থাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রেমভক্তির বাহ্যিক লক্ষণস্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক বন্ধুগণের পরামর্শ অনুসারে বিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল প্রভৃতি নানাবিধ ভৈষজ্য তৈল দ্বারা নিমাইর মস্তক প্রলিপ্ত করা হইল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। নিমাই মাঝে মাঝে হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি সর্ব্বলোকের প্রভু, আমি বিশ্বধারণ করিয়া আছি, তাই আমার নাম বিশ্বম্ভর; আমি সেই, অথচ কেহই আমাকে চেনে না।" নিমাইর উক্তি শুনিয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "ইহার শরীরে দানবের অধিষ্ঠান হইয়াছে।" কেহ বলিল, "ইহা ডাকিনীর কার্য্য।" অন্য উপায়ে ব্যাধির উপশম না হওয়ায় অবশেষে এক তৈলপূর্ণ দ্রোণে নিমাইকে শোয়াইয়া রাখা হইল। এইরূপে কিছুদিন পরে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইলেন।

প্রকৃতিস্থ হইয়া নিমাই পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন, এবং পুনরায় পূর্ব্বেরই মত শিষ্যগণের সহিত নগর ভ্রমণে বাহির হইতে লাগিলেন। নবদ্বীপের সকলেই তাঁহার অনন্যসাধারণ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। যখন নগরভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখন সকলে মুগ্ধ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত। নগরের তন্তুবায়, গন্ধবণিক ও গোপদিগের গৃহে নিমাই গমন করিলে তাহারা কৃতার্থ হইয়া যাইত, এবং মূল্যের নাম মাত্র না করিয়াই তাঁহাকে বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য ও দধিদুগ্ধাদি প্রদান করিত। গোপদিগকে নিমাই মামা সম্বোধন করিতেন, তাহারাও তাঁহার সহিত নানা হাস্য পরিহাস করিত। মালাকরগণ বিনামূল্যে তাঁহাকে মালা পরাইয়া দিত, তাম্বুলী তাম্বুল প্রদান করিত, শঙ্খবণিক দিব্য শঙ্খ উপহার দিত।

৬

শ্রীধরের সহিত কপট কলহ

একদিন নিমাই শ্রীধর নামক এক দরিদ্রের কুটীরে গমন করিলেন। দরিদ্র শ্রীধর খোলা বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু সংসারের দুঃখ কষ্ট তাহাকে কাতর করিতে পারিত না। শ্রীকৃষ্ণে শ্রীধরের অচলা ভক্তি ছিল। তাঁহারই প্রেমে তাহার হৃদয় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। নিমাই শ্রীধরের সহিত নানারূপ কৌতুক করিতেন। আজি তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "শ্রীধর, 'হরি, হরি'ত অনুক্ষণ বলিতেছ, কিন্তু দুঃখ তোমাকে ছাড়ে কই ? লক্ষ্মীকান্তের সেবা করিয়া তোমার অন্নবস্ত্রের ক্লেশ তো গেল না !" বিশ্বাসী শ্রীধর উত্তর করিলেন, "উপবাসত করি না, তবে আর দুঃখ কিসের ? ছোট হউক, বড় হউক, কাপড়ও পরিয়া থাকি।" নিমাই কহিলেন, "বিষহরি ও চণ্ডীর সেবকদিগের কাহারও

তো অন্নবস্ত্রের কষ্ট দেখি না। আর তোমার চালে খড় নাই।" শ্রীধর কহিলেন, "রত্নময় প্রাসাদে রাজা যেরূপ কালাতিপাত করেন, বৃক্ষশাখায় পক্ষিগণও সেইরূপ করিয়া থাকে। সকলেই ভগবানের ইচ্ছায় নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে।" নিমাই তখন কহিলেন, "শ্রীধর, কে বলে তুমি দরিদ্র, তুমি অপর্য্যাপ্ত ধনের অধিকারী, লুকাইযা ধনভোগ কর। একদিন আমি সব প্রকাশ কবিয়া দিব।" শ্রীধর উত্তর করিলেন, "পণ্ডিত, তোমার সহিত আমাব দ্বন্দ্ব সাজে না, তুমি ঘরে যাও।" নিমাই কহিলেন, "সহজে তোমাকে ছাড়িব ? আগে কি দিবে বল ? তখন—

শ্রীধর বলেন আমি খোলা বেচি খাই।
ইহাতে কি দিব, তাহা বলহ গোসাঞি॥ চৈ ভা আদি ৮

প্রভু বলেন—

যে তোমার পোতা ধন আছে।
সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে॥
এবে কলা মূলা থোড় দেহ কড়ি বিনে।
দিলে আমি কোন্দল না করি তোমা সনে॥ চৈ ভা আদি ৮

শ্রীধর তখন ভাবিলেন, "উদ্ধত ব্রাহ্মণ যদি আমাকে প্রহার করে, তাহা হইলেও কিছু করিতে পারিব না। ছলেই হউক বলেই হউক, তবু যে ব্রাহ্মণ লইতেছে, ইহা আমার ভাগ্য," এবং নিমাইকে থোড়, কলা, মূলা, খোলা দিয়া কহিলেন, "লও ঠাকুর, আর আমার সহিত কোন্দল করিও না।"

শ্রীধরের সহিত কৌতুক করিয়া নিমাই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং সন্ধ্যাকালে চন্দ্রালোকপ্লাবিত আকাশতলে বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন এক অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি উত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিল। সে ত্রিভুবনমোহন বংশীরবে শচীদেবী আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্যলাভ করিয়া শচী বুঝিতে পারিলেন, যথায়

নিমাই উপবিষ্ট, তথা হইতে মুরলীরব উত্থিত হইতেছে। গৃহবাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পুত্র বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে উপবিষ্ট, কিন্তু বংশীনাদ আর শোনা গেল না। শচী বিস্মিত হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। ইহার পরেও কত দিন নিশাভাগে নৃত্যগীতধ্বনি শুনিয়া শচী চমকিত হইয়াছেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পান নাই; কতদিন দেখিয়াছেন, হঠাৎ সমগ্র গৃহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে, কারণ খুঁজিয়া পান নাই।

৭
দিগ্বিজয়ি-বিজয়

এই সময়ে কেশব কাশ্মিরী নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভারতবর্ষের নানাস্থানের পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অভিলাষে বহু শিষ্যসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পাণ্ডিত্যে নবদ্বীপ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নবদ্বীপের গৌরব কি এ হেন দিগ্বিজয়ীর নিকট পরাভবে চিরকালের জন্য অস্তমিত হইবে? আশঙ্কায় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ম্রিয়মাণ হইলেন। গর্ব্বোদ্ধত আগন্তুক পণ্ডিত ঘোষণা করিয়া দিলেন, "যদি কাহারও সাহস হয় আমার সহিত বিচারে অগ্রসর হউন। অন্যথা নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া আমাকে জয় পত্র লিখিয়া দিউন।" কেহই দিগ্বিজয়ীর আহ্বানে তাঁহার সহিত তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন না। দিগ্বিজয়ীর আগমনবার্ত্তা নিমাইএর কর্ণগত হইল। তিনি তাঁহার গর্ব্বোদ্ধত আহ্বানের কথা শুনিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণসহ গঙ্গাতীরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শিষ্যগণের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রালোচনা হইতেছে, এমন সময় দিগ্বিজয়ী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমাই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। আসন পরিগ্রহ করিয়া দিগ্বিজয়ী

অবজ্ঞাভরে কহিলেন, "তোমার নাম নিমাই পণ্ডিত? তুমি ব্যাকরণ অধ্যাপনা করিয়া থাক। এই বাল্যশাস্ত্রে তোমার পটুতার কথা শুনিয়াছি।" নিমাই বিনীতভাবে কহিলেন, "ব্যাকরণ অধ্যাপনা করি বলিয়া অভিমান আছে বটে, কিন্তু ব্যাকরণের তাৎপর্য্য যে বুঝি, তাহা বলিতে পারি না। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও প্রবীণ কবি, আমি তো আপনার নিকট নবপাঠার্থী সদৃশ। আপনার কবিত্ব শুনিতে অভিলাষ হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি গঙ্গার মাহাত্ম্য কিছু বর্ণনা করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই।"

তখন দিগ্বিজয়ী সগর্ব্বে গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক একশত শ্লোক রচনা করিয়া পাঠ করিলেন। দ্রুতোচ্চারিত একশত শ্লোক শুনিয়া শিষ্যগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইল। নিমাই অশেষ সাধুবাদ করিয়া কহিলেন আপনার পঠিত কবিতার অর্থ যদি আপনি নিজমুখে বলেন, তাহা হইলে পরম সন্তোষ লাভ করিব। দিগ্বিজয়ী জিজ্ঞাসিলেন, "কোন্ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিব?" নিমাই-পণ্ডিত শত শ্লোকের মধ্যে একটি শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং।
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা॥
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা।
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

গঙ্গার এই মহিমা নিয়ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যে তিনি বিষ্ণুর চরণ কমল হইতে সঞ্জাত হইয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। কি সুর কি নর সকলেই দ্বিতীয় কমলার ন্যায় ইহার চরণ অর্চ্চনা করিয়া থাকে, ইনি ভবানীপতির শীর্ষভাগে অদ্ভুতগুণ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন "ঝঞ্ঝাবাতের মত আমি শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছি। কি প্রকারে তুমি তাহা কণ্ঠস্থ করিলে?" নিমাই কহিলেন, "দেবতার বরে আপনি কবিশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, দেবতার বরে শ্রুতি-

ধরও হওয়া যায়।" দিগ্বিজয়ী সন্তুষ্ট হইয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন। তখন নিমাই কহিলেন, "শ্লোকের মধ্যে কি কি দোষ, কি কি গুণ আছে, তাহা বলুন।" দোষের উল্লেখ শুনিয়া দিগ্বিজয়ীর অভিমান আহত হইল। তিনি অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলেন, "তুমি ব্যাকরণ-ব্যবসায়ী, অলঙ্কার ও কবিত্বের তুমি কি জান?" অতি বিনীত ভাবে নিমাই উত্তর করিলেন, "জানিনা বলিয়াই আপনাকে বুঝাইয়া দিতে বলিতেছি। অলঙ্কার-শাস্ত্র না পড়িলেও, তাহার কিছু কিছু যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, এই শ্লোকে বহু দোষ ও গুণ আছে।" অহংকৃত স্বরে তখন দিগ্বজয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি তুমি, কি দোষ-গুণ ইহাতে আছে"? তখন "আমার উপর রুষ্ট হইবেন না" বলিয়া নিমাই শ্লোকের দুই স্থানে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ, একস্থানে বিরুদ্ধমতি ও অন্য দুই স্থানে যথাক্রমে বিরুদ্ধমাত ও ভগ্নক্রম-দোষের উল্লেখ করিলেন, এবং কোথায় কোন্ দোষ আছে তাহা দেখাইয়া দিলেন। ব্যাকরণীয়ার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইলেন, তাঁহার প্রতিভা স্তম্ভিত হইল, মুখে আর বাক্য-নিঃসরণ হইল না। দিগ্বিজয়ীর পরাভবে নিমাইয়ের শিষ্যগণ হাসিয়া উঠিলেন। তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া নিমাই দিগ্বিজয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি কবিশিরোমণি; আপনার মত কবি আজ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেবের কবিতাতেও দোষাভাস আছে। সুতরাং আপনি বিমর্ষ হইবেন না। আমি আপনার শিষ্যেরও সমান নহি। আমার শৈশব-চাপল্যে রুষ্ট হইবেন না।" এইরূপ মিষ্টকথায় দিগ্বিজয়ীকে প্রবোধ দিয়া নিমাই গৃহে গমন করিলেন।

নিমাইকর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ীর পরাভববৃত্তান্ত সমগ্র নবদ্বীপে প্রচারিত হইয়া পড়িল, এবং তাঁহার যশঃসৌরভে নবদ্বীপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

৮

নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজের অবস্থা

নিমাইর যশঃপ্রভা যখন দেশদেশান্তরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, তখন নবদ্বীপের ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসমাজ মুগ্ধ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তখন জ্ঞানালোচনায় ব্যাপৃত, সাধারণ লোক "ধনপুত্র-রসে" মত্ত ; ভক্তি তখন নবদ্বীপ হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত। মুষ্টিমেয়-বৈষ্ণব নবদ্বীপে ভক্তির আলো প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞানদর্পিত নবদ্বীপ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত।

বৈষ্ণবগণ সংখ্যায় অতি সামান্য ছিলেন। সাধারণের নিকট তাঁহাদের মান, প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না। তাহাতেও তাঁহারা তত ক্ষুণ্ণ হইতেন না, যদি স্বীয় বিশ্বাসানুরূপ সাধনভজন করিয়া তাঁহারা সাধারণের নিকট গঞ্জনার ভাগী না হইতেন। তাঁহারা কীর্ত্তন করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহাদিগকে পরিহাস করিত। কেহ বলিত, "জ্ঞানমার্গ ছাড়িয়া আবার সাধনা কি আছে? উন্মত্তের মত এ বেটারা নাচে কেন?" কেহ বলিত, "ভাগবত ত কতই পড়িয়াছি, কিন্তু তাহাতে তো নৃত্যগীতের ব্যবস্থা নাই?" কেহ বলিত, "ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য হয় না? তবে এ বেটারা নাচিয়া কাঁদিয়া ডাক্ ছাড়ে কেন? এদের অত্যাচারে যে রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া দায় হইল!" এই সমস্ত কথা বৈষ্ণবদ্বেষিগণ পথে ঘাটে বলিয়া বেড়াইত, শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মর্ম্মাহত হইতেন। তাঁহারা আপনাদিগের আরাধ্য দেবতার নিকট মনঃকষ্ট জ্ঞাপন

করিয়া প্রার্থনা করিতেন, "হে ভগবন, তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়াছ। আজি ধর্ম্ম ম্লান, আজি তোমার নামকীর্ত্তন শুনিলে লোকে বিরক্ত হয় এবং নাসিকা কুঞ্চিত করে। আজি মিথ্যা-জ্ঞান ও বিষয় লালসা তোমার প্রতি ভক্তির স্থানে প্রতিষ্ঠিত। হে প্রভু, তুমি আবার আবির্ভূত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম স্থাপন কর।"

শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য্য তখন বৈষ্ণব-সমাজের নেতা ছিলেন। সাধারণের অবজ্ঞা ও পরিহাসের কথা সকল বৈষ্ণবেই তাঁহাকে আসিয়া বলিত। প্রতিবিধানে অক্ষম আচার্য্য অহর্নিশ ভগবানের অবতার-গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিতেন। দুই এক সময়ে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। একদিন সকল বৈষ্ণব মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়া বিদ্বেষিগণের তীব্র পরিহাস ও অবজ্ঞার কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। সেদিন আচার্য্যের ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এবার নবদ্বীপে কি ব্যাপার হয়, সকলে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি যদি কৃষ্ণের দাস হই, যদি আমার নাম অদ্বৈত হয়, তবে কৃষ্ণকে তোমাদের সকলেরই নয়নগোচর করাইব। ভাই সব, দিন কয়েক মাত্র আর অপেক্ষা কর, নবদ্বীপেই শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা প্রত্যক্ষ করিবে।"

ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণবসমাজের দুঃখ দূর করিবেন, ক্ষুদ্র সমাজ কর্ত্তৃক অবলম্বিত ধর্ম্মকে দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত করিবেন, প্রত্যেক বৈষ্ণবের ইহা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। প্রত্যেকেই সোৎসুক মনে ভগবানের অবতার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আচার্য্যের কথায় তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল, ঔৎসুক্য বর্দ্ধিত হইল।

নিমাইর বাহ্যিক ব্যবহারে ভক্তিপ্রবণতার লেশমাত্র ও লক্ষিত হইত না। তাঁহার পাণ্ডিত্যগর্ব্ব বৈষ্ণবদিগকে ব্যথিত করিত। তাঁহার সহিত

যাহার দেখা হইত, তাহারই সহিত তাঁহার তর্ক বাধিয়া যাইত। কৃষ্ণ-প্রেমবিহ্বল সংসার-বিরাগী বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর কিছুই পছন্দ করিতেন না। কিন্তু বৈষ্ণব দেখিতে পাইলেই নিমাই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং তাঁহারা উত্তর দিতে না পারিলে উপহাস করিতেন। এইজন্য বৈষ্ণবগণ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই পলায়ন করিতেন। তবু তাঁহারা সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপকান্তি দূর হইতে দর্শন করিতে ভাল বাসিতেন। কোন্ এক অদৃশ্য সূত্রদ্বারা নিমাই তাঁহাদের আশা ও প্রীতির সহিত আবদ্ধ ছিলেন, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। নিমাইর কৃষ্ণভক্তির অভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইতেন, কেহ কেহ তাঁহার সম্মুখে যাইয়াই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "হায়, হায়! বিদ্যামোহে অন্ধ হইয়া বৃথাই জীবন অতিবাহিত করিলে!" নির্জনে সকলে প্রার্থনা করিতেন, "হে কৃষ্ণ, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রকে তোমার প্রেমে উন্মত্ত কর; তোমার রসে সে নিরবধি নিমগ্ন হইয়া থাকুক; তাহার দুর্লভ সঙ্গ আমাদিগকে দান কর।"

কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবার কোনও লক্ষণই দৃষ্ট হয় নাই। বৈষ্ণবসঙ্গলাভের জন্য নিমাইর বিন্দুমাত্র স্পৃহাও পরিলক্ষিত হয় নাই।

এই সময়ে নানাদেশ হইতে ছাত্রগণ পাঠের জন্য নবদ্বীপে আগমন করিতেন। অনেকে গঙ্গাবাসের জন্যও তথায় আসিতেন। চট্টগ্রামের অনেকগুলি লোক তখন নবদ্বীপে বাস করিতেন; তাঁহারা সকলেই সংসারবিরক্ত ও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণবগণের প্রিয় মুকুন্দ দত্ত নামক একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। মুকুন্দ নবদ্বীপে এক টোলে অধ্যয়ন করিতেন। নিমাই মুকুন্দকে দেখিয়াছিলেন, এবং প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহাকে

ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিতেন। মুকুন্দ দূর হইতে নিমাইকে দেখিতে পাইলেই পলায়ন করিতেন। নিমাই তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাস্য করিতেন। একদিন মুকুন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় নিমাই অলক্ষিতে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "প্রত্যহ আমাকে দেখিয়াই পলায়ন কর, আজি আমার সহিত শাস্ত্রালোচনা না করিয়া কেমন যাও দেখিব।" মুকুন্দও পাণ্ডিত্যে হীন ছিলেন না। নিরুপায় হইয়া ভাবিলেন, নিমাই তো ব্যাকরণের পণ্ডিত, অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আজি ইহাকে এমনি ঠকাইব যে, আর কখনও তর্ক করিতে আসিবেন না। তখন দুই পণ্ডিতে ঘোর রণ বাধিয়া গেল। নিমাই অলঙ্কারশাস্ত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া মুকুন্দকে পরাস্ত করিলেন। মুকুন্দ নিমাইর চরণধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন, এবং যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন "এই অমানুষী প্রতিভার অধিকারী যদি কখনও কৃষ্ণভক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গ কখনও ছাড়িব না।"

একদিন বৈষ্ণব গদাধর পণ্ডিতকে পথে দেখিতে পাইয়া নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, মুক্তি কাহাকে বলে বল দেখি?" গদাধর করিলেন, "আত্যন্তিক দুঃখনাশের নাম মুক্তি।" নিমাই তর্কের তূণীর উন্মুক্ত করিয়া গদাধরের সিদ্ধান্তকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন, এবং গদাধর মনে মনে পালাইবার সংকল্প করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

৯

ঈশ্বর পুরীর নবদ্বীপে আগমন

কিন্তু কিছুদিন পরে এক মহাপুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিলে তাঁহাকে দেখিয়া নিমাইর তর্কপ্রবৃত্তি স্বতঃই সঙ্কোচ লাভ করিল। এই মহাপুরুষ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী। তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে উপনীত হইলে ভক্তচূড়ামণি আচার্য্য তাঁহার সামান্য বেশ সত্ত্বেও তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং পরম সমাদরে তাঁহার সৎকার করিলেন। সুকণ্ঠ মুকুন্দ তখনই কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক সুধাবর্ষী সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিলেন। ঈশ্বরপুরী তাহা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নজলে মৃত্তিকা সিক্ত হইতে লাগিল।

একদিন পথিমধ্যে নিমাইর সিদ্ধপুরুষোচিত কলেবর দেখিতে পাইয়া ঈশ্বরপুরী অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ-কাল পরে তাঁহার পরিচয় পাইয়া পুরী কহিলেন, "তুমিই সেই!" নিমাই তাঁহাকে পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন, এবং নিরতিশয় যত্নের সহিত অতিথিসৎকার করিলেন। পুরী কতিপয় মাস গোপানাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিলেন। নিমাই তথায় প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। একদিন পুরী নিমাইকে কহিলেন, "তুমি পরম পণ্ডিত, আমি কৃষ্ণবিষয়ক এক খানা পুস্তক রচনা করিয়াছি, তুমি তাহা শুনিয়া তাহাতে যে যে দোষ আছে, আমাকে বল।" নিমাই কহিলেন "ভক্তরচিত কৃষ্ণচরিত্রে যে দোষ দর্শন করে, সে পাপী।

ভক্তের কবিত্ব যে-তে মতে কেন নয়,
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি, তাহাতে নিশ্চয় ॥
মূর্খে বলে 'বিষ্ণায়,' 'বিষ্ণবে' বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর ॥
"মূর্খো বদতি বিষ্ণায়, ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥" চৈ.ভা.-আদি

পুরীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নিমাই তাঁহার সহিত পুস্তকের দোষগুণের আলোচনা করিয়াছিলেন।

১০

বঙ্গদেশ গমন, পত্নী-বিয়োগ ও দ্বিতীয়বার বিবাহ।

নিমাইর পৈতৃক বাসস্থান শ্রীহট্ট জেলায়। পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান দেখিবার অভিলাষেই হউক, অথবা অন্য কারণবশতঃই হউক, নিমাই বঙ্গদেশভ্রমণে অভিলাষ করিলেন, এবং জননীর অনুমতি লইয়া কয়েক জন শিষ্য সহ বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া নিমাই প্রথমে যশোহর জেলার তালখড়িগ্রামে লোকনাথ গোস্বামীর গৃহে উপনীত হইলেন। তথা হইতে পদ্মাতীরে উপনীত হইয়া পদ্মার তরঙ্গ-শোভাদর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিলেন। পদ্মাতীরে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া নিমাই বঙ্গদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিলেন। বঙ্গদেশে ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার যশ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার কৃত টীপ্পনি বঙ্গদেশের অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছিল। অনেক ছাত্র তাঁহার

নিকট অধ্যয়নার্থ নবদ্বীপে যাইবার আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় তিনি স্বয়ং বঙ্গদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া, দলে দলে বিদ্যার্থিগণ তাঁহার নিকট সমাগত হইতে লাগিল। গৃহস্থগণ নানাবিধ উপায়ন সহ দলে দলে তাঁহার দর্শনার্থ উপস্থিত হইল। তাঁহার বিদ্যা ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। নিমাইর অধ্যাপনার এমনি সুন্দর রীতি ছিল যে, দুই মাসের মধ্যেই এই সমস্ত শিষ্যের অনেকে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিল। অনেকে তাঁহার নিকট উপাধি লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। নিমাই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার আয়োজন করিতেছেন এমন সময় তপন মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। ব্রাহ্মণ সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের কোনও মীমাংসা করিতে না পারিয়া বড়ই অশান্তিতে কালক্ষেপ করিতেছিলেন। একদিন স্বপ্নে নিমাই পণ্ডিতের শরণ গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়া, তিনি আসিয়া নিমাইর শরণাপন্ন হইলেন। নিমাই নামযজ্ঞ দ্বারা তাঁহাকে কৃষ্ণের আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন এবং বারাণসী গমন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন। তপন মিশ্র প্রেমপুলকিত দেহে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অচিরেই নিমাইও শিষ্য ও অনুগত জনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

নিমাইর অনুপস্থিতিকালে পতিবিরহবিধুরা লক্ষ্মী দেবী এক দিন সর্পদষ্টা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এ সংবাদ নিমাই জানিতে পারেন নাই। গৃহে প্রত্যাগত হইবামাত্র জননীর কাতর ক্রন্দন শুনিয়া নিমাই বুঝিতে পারিলেন, কি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সমস্ত অবগত হইয়া জননীকে প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন—

"কস্য কে পতিপুত্রাদ্যাঃ মোহ এব হি কারণম্।"

পুত্রের সান্ত্বনায় শচী দেবী শোক সংবরণ করিতে সক্ষম হইলেন।

পুনরায় নিমাই অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন, পুনরায় মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহ তাঁহার ছাত্রগণের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। তথায় দলে দলে নূতন ছাত্রের সমাগম হইতে লাগিল। নিমাই শিষ্যগণকে শাস্ত্রবিধি পালন করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেন, এবং কেহ তাঁহার উপদেশ লঙ্ঘন করিলে তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতেন। তিলক ধারণ না করিয়া যদি কেহ বিদ্যালয়ে আসিত, তাহা হইলে তাহাকে এমন লজ্জা দিতেন যে, আর কখনও সে সেরূপ করিতে সাহসী হইত না।

বালসুলভ চপলতা তখনও নিমাইকে পরিত্যাগ করে নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তিনি তদ্দেশ-প্রচলিত কথনভঙ্গী শিখিয়া আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপে পূর্ব্ববঙ্গবাসী কাহারও সাক্ষাৎ পাইলেই, তদ্দেশীয় কথা বলিয়া নিমাই তাঁহাকে উপহাস করিতেন। শ্রীহট্টবাসী দেখিলে তাঁহার পরিহাসের আর সীমা থাকিত না। ক্রুদ্ধ শ্রীহট্টবাসিগণ তখন তাঁহার পৈতৃক বাস-স্থানের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "তুমি কোন্ দেশী, কও তো ? তোমার বাপ মা কার জন্ম শ্রীঅট্টে নয় ? তোমার হৌদ্দ পুরুষ শ্রীঅট্টবাসী।" নিমাই তাহাদিগকে না চটাইয়া ক্ষান্ত হইতেন না। অবশেষে যখন তাহারা গালি দিতে দিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত, তখন নিরস্ত হইতেন। এ হেন চপল নিমাই স্ত্রীলোকের সহিত কখনও পরিহাস করেন নাই।

এদিকে পুত্রবৎসলা শচীদেবী পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য উৎসুক হইলেন। নবদ্বীপে সনাতন পণ্ডিত নামক একজন সম্ভ্রান্ত বিষয়ী ছিলেন। তাঁহার পদবী ছিল রাজপণ্ডিত। তিনি সচ্চরিত্র, কুটুম্ব পরি-পোষক, সরলস্বভাব, উদার, বিষ্ণুভক্ত ও আতিথেয় ছিলেন। তাঁহার বংশগৌরব প্রসিদ্ধ ছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া নামে তাঁহার একটী কন্যা ছিলেন। কন্যাটি পরমা সুন্দরী, বিনীতা ও মধুরপ্রকৃতি ছিল। গঙ্গার ঘাটে

বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিয়া, শচী তাঁহার সহিত নিমাইর বিবাহ দিতে উৎসুক হইলেন। কাশীনাথ মিশ্র ঘটক হইয়া সনাতন মিশ্রের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে সনাতন সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। বুদ্ধিমন্ত খান নামে নিমাইর হিতৈষী একব্যক্তি একাকীই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। শুভদিনে শুভলগ্নে পরম সমারোহের সহিত নিমাইর দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্পন্ন হইল। নবপরিণীতা ভার্য্যাসহ নিমাই গৃহে প্রত্যাগত হইয়া জননীর চরণ বন্দনা করিলেন।

১১

গয়া-গমন ও ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ

শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, নিমাই যেন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হন। এতদিনে তাঁহাদের প্রার্থনা ফলবতী হইবার উপক্রম হইল।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণের পর দুই বৎসর যাবৎ নিমাই নিজের টোলে অধ্যাপনা করিলেন। দুই বৎসর পর একবিংশ বৎসর বয়সে জননীর অনুমতি লইয়া পিতৃকার্য্য সম্পাদনার্থে গয়া গমন করিলেন। এই গয়া-গমনে নিমাইএর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, জ্ঞানদর্পিত যুবক তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ভক্তির যাজন আরম্ভ করিলেন।

নিমাই দেখিলেন গয়ায় বিপ্রগণবেষ্টিত পাদপদ্মের উপরিভাগে ভক্তদত্ত মালারাশি পর্ব্বতপ্রমাণ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহার উপরে কত

গন্ধপুষ্প ধূপদীপ, বস্ত্রালঙ্কার শোভা পাইতেছে। দিব্যপরিচ্ছদধারী বিপ্রগণ পাদপদ্ম-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া উচ্চরবে গান করিতেছেন—

কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিল যে চরণ
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন।
বলিশিরে আবির্ভাব হইল যে চরণ,
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥ চৈ. ভা-আদি ১২

নিমাইর ভাবস্রোত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যুগযুগান্তর ধরিয়া সহস্র সহস্র যোজন দূর হইতে আগত কোটী কোটী লোক যে চরণ দেখিয়া ও অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে তাহা দেখিতে পাইয়া নিমাই বিমুগ্ধহইয়া পড়িলেন, তাঁহার বক্ষ ভাসাইয়া প্রবল বেগে অশ্রুধারা ছুটিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাঁহার এই ভক্তিবিহ্বল অবস্থায় বিধাতার ইচ্ছায় ভক্তচূড়ামণি ঈশ্বরপুরী তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়াই নিমাই ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন। পুরীও প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিমাই অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আমার দেহ-মন আজি হইতে সমস্তই আপনার পদে সমর্পণ করিলাম। আমাকে কৃষ্ণপ্রেমে অভিষিক্ত করিয়া দিন।" পুরী কহিলেন, "তোমাকে দেখিয়া কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের সুখ লাভ হয়। নবদ্বীপে সেই দেখা অবধি আমি তোমাকে এক মূহুর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারি নাই।" বহুক্ষণ পুরীর সহিত প্রেমালাপের পরে, নিমাই তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধাদি করিতে প্রস্থান করিলেন।

পিতৃকার্য্য সম্পন্ন হইল; কিন্তু নিমাইর মন বিষম চঞ্চল হইয়া উঠিল। একদিন ঈশ্বরপুরী তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলে, তিনি মন্ত্রদীক্ষা যাচঞা করিলেন। পুরী আগ্রহের সহিত তাঁহাকে দশাক্ষর মন্ত্র দান করিলেন। দীক্ষা গ্রহণান্তর গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিমাই কহিলেন, "আমার দেহ

মন সমস্তই আপনাকে উৎসর্গ করিলাম। আমাকে কৃষ্ণপ্রেমরসে অভিষিক্ত করুন।" পুরী প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ের শরীর উভয়ের অশ্রুতে সিক্ত হইল।

দীক্ষার পর নিমাই কিছুদিন গয়াধামে অবস্থিতি করিলেন। তখন তিনি কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর, ও দিবানিশি ইষ্টদেবতার ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। বিদ্যাগৌরব বিলুপ্ত হইল,চপলতা অন্তর্হিত হইল। তিনি ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিয়া উঠিতেন, এবং কখনও "কৃষ্ণরে. বাপরে" বলিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেন। শিষ্যগণ শঙ্কিত হইয়া নানাবিধ প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া নিমাই কহিলেন, 'তোমরা গৃহে প্রত্যাগমন কর; আমি আর সংসারে ফিরিব না, আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণের অন্বেষণে আমি মথুরা যাইব।' শিষ্যগণ অতি কষ্টে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। কিন্তু ইহার পরে একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি মথুরার পথে প্রস্থান করিলেন। "কৃষ্ণরে বাপরে মোর পাইমু কোথায়" বলিয়া সকরুণ রবে রোদন করিতে করিতে নিমাই মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে এক দৈববাণী তাঁহাকে মথুরা যাইতে নিষেধ করিল এবং নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিল। নিমাই আবাসে প্রত্যাগত হইলেন, এবং কিছুদিন পরে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন।

১২

টোলভঙ্গ ও কীৰ্ত্তনারম্ভ

নিমাই গৃহে প্রত্যাগত হইলে সকলেই তাঁহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব-স্ফীত যুবকের সে বিদ্যার অভিমান আর নাই। তাঁহার বিনীত ব্যবহারে বন্ধুবান্ধব সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিলেন। বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল, নিমাই সকলেরই সহিত যথাযোগ্য আলাপ করিলেন। আর সকলে প্রস্থান করিলে কতিপয় বিষ্ণুভক্ত গয়ার বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনিতে চাহিলেন। গয়াধামের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া নিমাই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরাম ধারা বহিতে লাগিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল ও থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তিনি কেবল "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শচীদেবী পুত্রের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া অমঙ্গলাশঙ্কায় গৃহদেবতা গোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন।

দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপস্থ বৈষ্ণবগণের মধ্যে নিমাইর ভাবাবেশের কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল, শুনিয়া সকলেই পরম হৃষ্ট হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রার্থনা করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ আমাদের গোত্রবৃদ্ধি করুন।" পরদিন বৈষ্ণবগণ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে সমবেত হইলে, নিমাই তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণবদর্শনে তাঁহার ভক্তি উদ্বেল হইয়া উঠিল, এবং তিনি "হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণের

তখন প্রেমের বন্যা ছুটিল, সকলে নিমাইর সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। নিমাইর ক্ষণে মূর্চ্ছা, ক্ষণে চেতনা হইতে লাগিল. ক্ষণে ক্ষণে তিনি কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "নন্দগোপনন্দনকে আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।"

এইভাবে কিছুদিন গেলে নিমাইর অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাইকে পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিলেন। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহে অধ্যাপনার্থ গমন করিলেন। কিন্তু অধ্যাপনা করিবে কে? অধ্যাপক নিমাই গয়াধামেই অন্তহিত হইয়াছিলেন। এ যে ভক্তিপাগল নিমাই—ইহার মুখে যে কৃষ্ণ ভিন্ন কথা নাই, মনে যে কৃষ্ণ ভিন্ন চিন্তা নাই। শিষ্যগণ পুঁথি খুলিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পাঠ লইবার সময় অধ্যাপকের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, 'হরি' নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়াই নিমাইর সংজ্ঞা লোপ হইল। সংজ্ঞা লাভ করিয়া পাঠ ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিমাই হরিগুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন, আবার ক্ষণকাল পরেই লজ্জিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?" দিবসান্তে নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন সে দিন তিনি কিরূপ পাঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিষ্যগণ উত্তর করিলেন, "আজি আপনার মুখে কৃষ্ণনাম ভিন্ন আর কিছুই স্ফুরিত হয় নাই।" পরদিন টোলে গিয়া নিমাই পূর্ব্বেরই মত কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, অধ্যাপনা হইল না। এক দিন "সিদ্ধবর্ণসমাম্নায়" সূত্রের অর্থ জিজ্ঞাসিত হইয়া নিমাই উত্তর করিলেন "নারায়ণ সর্ব্ববর্ণে সিদ্ধ।" শিষ্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বর্ণ কিরূপে সিদ্ধ হইল?". নিমাই উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণদৃষ্টিপাত-বশতঃ"। তখন

শিষ্যবলে "পণ্ডিত উচিত ব্যাখ্যা কর"।
প্রভু বলে "সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর" ॥
কৃষ্ণের ভজন কহি সম্যক আম্নায়।
আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণ-ভজন বুঝায় ॥ চৈ ভা-মধ্য ১

শিষ্যগণ ভাবিলেন, নিমাইর বায়ুরোগ হইয়াছে ; তাঁহারা পুস্তক বন্ধ করিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট যাইয়া সবিশেষ বর্ণনা করিলেন, এবং তাঁহার উপদেশ মত নিমাইকে তাঁহার নিকট লইয়া আসিলেন। অধ্যাপকের নির্ব্বন্ধতাতিশয্যে নিমাই ভাল রূপ পড়াইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

নিমাই টোলে যাইয়া পূর্ব্বেরই মত গর্ব্বের সহিত অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। শিষ্যগণ আশান্বিত হইল এবং নবোৎসাহে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। পাঠ দেওয়া শেষ হইলে, বিদ্যাহীন ভট্টাচার্য্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিমাই বলিতে লাগিলেন, "যাহাদের সন্ধিজ্ঞান নাই, কলিযুগে তাহারাই ভট্টাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত, যাহাদের শব্দ-জ্ঞান নাই, তাহারা তর্ক করে। আমার খণ্ডন ও স্থাপনের অন্যথা করিতে পারে, নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত কে আছে?" এই গর্ব্বিত বচন সম্পূর্ণ উচ্চারিত হইতে না হইতেই নিমাই শুনিতে পাইলেন, অদূরে রত্নগর্ভ আচার্য্য পাঠ করিতেছেন—

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতু-প্রবাল-নটবেশমনুব্রতাংশে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক-কপোল মুখাব্জহাসং ॥"

অমনি দেখিতে পাইলেন, বনমালা-শিখিপুচ্ছ-ধাতু-প্রবাল-শোভিত-নটবেশধারী উৎপলশোভিত-শ্রবণযুগল, কুঞ্চিতালক-কপোল, পীতাম্বর, শ্যামসুন্দর এক হস্ত সহচর-স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া দ্বিতীয় হস্তে লীলাকমল সঞ্চালন করিতেছেন, তাঁহার বদনকমল সুমধুর হাস্যে প্রদীপ্ত হইয়া

উঠিয়াছে। এই ভুবনমনোহরমূর্ত্তি মানসচক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিয়া নিমাই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন শিষ্যগণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্ষণেক পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া নিমাই "বোল বোল" বলিয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নজলে ভূমিতল প্লাবিত হইল। তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। রত্নগর্ভ আচার্য্য এই দৃশ্য দূর হইতে দেখিয়া ভাগবতের আরও শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। নিমাই ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রভু বোলে "বোল, বোল," বোলে বিপ্রবর।
উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণসুখ মনোহব।
লোচনের জলে হইল পৃথিবী সিঞ্চিত।
অশ্রুকম্প পুলক সকল সুবিদিত॥ চৈ ভা-মধ্য ১

ক্ষণেক পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া নিমাই শিষ্যগণকে কহিলেন "আমি কি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?" তখন শিষ্যগণ সঙ্গে ভ্রমণার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া নিমাই পুনরায় পড়াইতে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই বাহির হইল না।

পড়ুয়া সকল বোলে "ধাতু" সংজ্ঞা কার?
প্রভু বোলে "শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার।" চৈ ভা-মধ্য১

এইরূপ কৃষ্ণ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল, শিষ্যগণ মুগ্ধ হইয়া একমনে শুনিতে লাগিল, অবশেষে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিরূপ ধাতুসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছি?" শিষ্যগণ উত্তর করিলেন "যাহা বলিলেন সবই সত্য। তবে আমাদের যে উদ্দেশ্যে পড়া তদনুরূপ অর্থ হয় নাই।" তখন নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কি মনে হয় আমাকে বায়ুরোগে ধরিয়াছে?"

শিষ্যগণ উত্তর করিলেন, "এক হরিনাম ভিন্ন আপনার মুখে আর কিছুই উচ্চারিত হইতেছে না। সূত্র, বৃত্তি, টীকা সর্ব্বত্রই কেবল কৃষ্ণনামই আপনি ব্যাখ্যা করিতেছেন; আমরা ত আপনার ব্যাখ্যার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই দশদিন আমাদের পড়াশুনা কিছুই হয় নাই"। তখন

প্রভু বোলে ভাই সব কহিলা সুসত্য।
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য।
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখো তাই ভাই বোলো সর্ব্বথায়।
যত শুনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণ নাম।
সকল ভুবন দেখো গোবিন্দের ধাম॥
তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি থেকে আর পাঠ নাহিক আমার॥
তোমা সভাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।
তার ঠাঁই পড় আমি দিলাম নির্ভয়॥ চৈ, ভা মধ্য ১

সাশ্রুনয়নে এই বলিয়া নিমাই পুঁথিতে ডোর বাঁধিলেন। শিষ্যগণ রোদন করিতে করিতে বলিলেন "আপনার কাছে যাহা পাইয়াছি তাহা আর কোথায় পাইব ? আর কাহাকেও আমরা গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না।" এই বলিয়া শিষ্যগণও পুঁথিতে ডোর দিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। নিমাই সকলকে কোলে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হউক। তোমরা শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ কর। কৃষ্ণ তোমাদের সকলের ধনপ্রাণ স্বরূপ হউন।" নিমাই আবার কহিলেন, "ভাই সব, তোমরা আমার জন্মজন্মান্তরের বান্ধব! আমরা সকলে এক ঠাঁই মিলিয়া কৃষ্ণনাম করিব।" গুরুর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ শ্রবণকরিয়া শিষ্যগণের নয়ন অশ্রুতে

ভরিয়া উঠিল। নিমাই পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমরা এতদিন কেবল পাঠই করিয়াছি। এস, এখন শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন আরম্ভ করি।" শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংকীর্ত্তন কিরূপ ?" তখন সুমধুর কণ্ঠে

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"

এই পদ গাহিতে গাহিতে নিমাই হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই মতো নাচিতে লাগিল; ভাবাতিশয্যবশতঃ নিমাই ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার মুখ হইতে কেবল "বোল, বোল" ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল। কীর্ত্তনের রোল নবদ্বীপের জনকোলাহল ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। দলে দলে লোক ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সমাগত হইল। আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সকলে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল। তাহারা দেখিতে পাইল, উদ্ধতের শিরোমণি, পরম চঞ্চল, দাম্ভিক নিমাই-পণ্ডিত অতি দীন ও কাতর ভাবে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুজলে ভূমিতল সিক্ত হইয়া গিয়াছে।

১৩

ভক্তি-বিকার

বৈষ্ণবগণ নিমাইর ভক্তির প্রাবল্য দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। গঙ্গার ঘাটে অনেক বৈষ্ণবের সহিত নিমাইর দেখা হইত, নিমাই সকলকেই ভক্তির সহিত নমস্কার করিতেন। "কৃষ্ণের প্রতি তোমার অচলা ভক্তি হউক" বলিয়া শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া নিমাইর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত।

ভক্তগণের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া তাঁহার মন বিষাদে আকুল হইয়া উঠিত। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া এই দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিতেন।

এক দিন গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া নিমাই হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। শচীদেবী দৌড়াইয়া গিয়া দেখিলেন, নিমাই এক বার হাস্য করিতেছেন, পরক্ষণেই ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছেন। কখনও বা "সব সংহার করিব" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছেন, কখনও বা "মুঁই সেই, মুঁই সেই" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। মহা ব্যাকুল হইয়া শচী প্রতিবেশিগণকে পুত্রের আচরণের কথা জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন,

> বিধাতায় স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ,
> অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন।
> তাহারও কিরূপ মতি বুঝন না যায়।
> ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥

আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বলে ছিণ্ডো ছিণ্ডো পাষণ্ডীর মাথা॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে।
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে॥
দন্ত কড়মড়ি করে মালসাট মারে।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে॥ চৈ ভা মধ্য-১

প্রতিবেশিগণের কেহ কেহ নিমাইর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বায়ু-ব্যাধি হইয়াছে বলিলেন, এবং তাঁহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া রাখিতে পরামর্শ দিলেন। কেহ কেহ শিবাঘৃত, কেহ বা নানাবিধ পাকতৈলের ব্যবস্থা করিলেন। স্নেহময়ী জননী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করিলেন।

প্রতিবেশিগণের উপদেশ ও জননীর মলিন মুখ দেখিয়া নিমাই বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহার গৃহে আগমন করিলে নিমাই কহিলেন,"শ্রীবাস, সকলেই বলিতেছে আমার বায়ুব্যাধি হইয়াছে, তুমি কি মনে কর?" শ্রীবাস হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তোমার যদি বায়ুরোগ হইয়া থাকে, তবে ভগবান করুন আমারও যেন এই রোগ হয়। তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিপুল কৃপা দেখিতে পাইতেছি। তোমার শরীরে মহাভক্তিযোগ লক্ষিত হইতেছে।" নিমাই আনন্দাপ্লুত হইয়া শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,"তুমিযদি আমার বায়ুরোগ বলিতে তাহা হইলে আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতাম।" শ্রীবাস কহিলেন,"পাষণ্ডীগণ যাহাই বলুক না কেন, আমরা সকলে মিলিয়া একত্র কীর্ত্তন করিব।" অতঃপর শচীদেবীকে পুত্রের প্রকৃত অবস্থা অবগত করিয়া শ্রীবাস গৃহে গমন করিলেন।

১৪

অদ্বৈত মিলন

ইহার কিছুদিন পরে পরমভক্ত গদাধরকে সঙ্গে লইয়া নিমাই অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত তখন তুলসীবৃক্ষে জলসেচন করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে বাহু তুলিয়া হরি বলিতেছিলেন।

সাত আট বৎসর বয়সে অগ্রজ বিশ্বরূপকে ডাকিবার জন্য নিমাই মাঝে মাঝে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিতেন। তখন অদ্বৈতাচার্য্য বালকের অলোকসামান্য রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিবার পরে নিমাইর পরিবারের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে। অদ্বৈতের সহিত নিমাইর ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত হইবার কোনও কারণ এতদিন হয় নাই। গয়া হইতে নিমাই প্রত্যাগত হইবার পরে তাঁহার প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন-সংবাদ অদ্বৈতাচার্য্য শ্রুত হইয়াছিলেন, নিমাইর কৃষ্ণোন্মাদ-সংবাদে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে স্থানবিশেষের অর্থ ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া আচার্য্য একদিন মনোদুঃখে উপবাস করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে সেই স্থানের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া বলিতেছেন, "আচার্য্য, শীঘ্র উঠিয়া ভোজন কর। তুমি যাহার জন্য এতদিন অপেক্ষা করিয়া আছ, যাঁহাকে আনিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন। এখন দেশে দেশে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে কীর্ত্তন শ্রুত হইবে। শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে বৈষ্ণবগণ দেবদুর্ল্লভ দৃশ্য দর্শন করিবে। এখন আমি চলিলাম, আবার আসিব।"

নয়ন উন্মীলন করিবামাত্র নিমাইর গৌরমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন সমীপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অচিরেই সে মূর্ত্তি বাতাসে মিলাইয়া গেল। আচার্য্য বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

স্বপ্নের কথা অদ্বৈতাচার্য্য যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন নিমাইর প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তবে কি তাঁহার প্রার্থনা এতদিনে ভগবৎচরণে স্থান পাইয়াছে? ভক্তের দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া ভক্তবৎসলের আসন কি টলিয়াছে, ধর্ম্ম ম্লান দেখিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনেচ্ছা কি এতদিন পরে তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে? ইত্যাদি কত চিন্তাই তাঁহার মন আন্দোলিত করিতে লাগিল। আশা ও সংশয়ে তাঁহার মন অনবরত আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র—শৈশবেই যে তাঁহাকে দেখিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাঁহার মন পরিপূর্ণ হইয়াছিল—সেই কি তাঁহার প্রাণেশ্বর? কিন্তু অদ্বৈত যে অতি ক্ষুদ্র, অতি হীন। অদ্বৈতের প্রার্থনায় রাজরাজেশ্বর অবতীর্ণ হইবেন? এও কি সম্ভবপর? কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও অদ্বৈত যে তাঁহারই কিঙ্কর, ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্যই ত অদ্বৈত তাঁহাকে এতদিন ধরিয়া ডাকিয়াছে। ভক্তবৎসল তিনি, ভক্তের নিঃস্বার্থ প্রার্থনা তিনি ত যুগে যুগেই পূর্ণ করিয়াছেন। তবে অদ্বৈতের প্রার্থনা কেন পূর্ণ হইবে না? এবম্বিধ চিন্তায় অদ্বৈত সময়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। কিন্তু স্বীয় মানসিক অবস্থা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। নানা জনে আসিয়া তাঁহাকে নিমাইর অদ্ভুত কাহিনী শুনাইত। তিনি স্বীয় ভাব গোপন করিয়া বলিতেন, "নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র ও জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের ত ভক্তিমান্ হওয়াই উচিত।"

আজ নিমাই স্বয়ং তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। আচার্য্যকে

দেখিয়াই নিমাই মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন আচার্য্য পাদ্য, অর্ঘ প্রভৃতি লইয়া নিমাইর পূজা করিলেন এবং

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার নয়নজলে নিমাইর চরণ সিক্ত হইয়া গেল। গদাধর শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আচার্য্য, বালকের প্রতি এতাদৃশ আচরণ যুক্তিযুক্ত নহে।" অদ্বৈত ভক্তিগদগদস্বরে উত্তর করিলেন, "এ কেমন বালক, দিন কতক পরে জানিতে পারিবে।" নিমাই চৈতন্যলাভ করিয়া নানাভাবে তাঁহার স্তুতি করিলেন। বহুক্ষণ আনন্দে কাটিয়া গেল। অবশেষে সর্ব্বদা তাঁহার দর্শনলাভেচ্ছা ব্যক্ত করিয়া এবং তদর্থে তাঁহার প্রতিশ্রুতি লইয়া আচার্য্য নিমাইকে বিদায় দিলেন।

নিমাই প্রস্থান করিলে অদ্বৈতাচার্য্য মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "সত্যই যদি ইনি আমার প্রভু হন, তাহা হইলে আমি যেখানে থাকি, ইনি আমাকে নিশ্চয়ই আপনার পাশে লইয়া আসিবেন," এবং নিমাইকে পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুরস্থ স্বকীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন।

১৫

কৃষ্ণ-বিরহ কাতরতা

অতঃপর নিমাই প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনকালে তাঁহার অশ্রু, কম্প, পুলক, হুঙ্কার, ক্ষণে স্তম্ভাকৃতি শরীর, ক্ষণে নবনীত কোমল দেহ দেখিয়া ভাগবতগণ নানা কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "ইনি অংশাবতার," কেহ বলিলেন, "ইহার শরীর শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থল।" আবার কেহ কেহ তাঁহাকে শুক, প্রহ্লাদ অথবা নারদের অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ভাগবতগৃহিণীগণ বলিতে লাগিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন।" কীর্ত্তনকালে মূর্চ্ছান্তে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া নিমাই সকলের গলা ধরিয়া অতি করুণভাবে রোদন করিতেন। একদিন বন্ধুগণ এই কাতর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নিমাই কহিলেন,

"কানাইর নাটশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হইতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান॥
তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুণ্ডল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বংশী পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥

নীলস্তম্ভ জিনি ভুজে রত্ন অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীতধটির পরিধান।
মকর কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইল কোন্ ভিতে॥ চৈ ভা মধ্য-১

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নিমাই যখন রোদন করিতেন, তখন তাঁহার আর্তি দেখিয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। একদিন

"গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা,
কোথা কৃষ্ণ আমার শ্যামল পীতবাসা?"

গদাধর কহিলেন "কৃষ্ণ তো নিরবধি তোমার হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া নিমাই নখ দ্বারা স্বীয় হৃদয় বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। গদাধর অতি কষ্টে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপের সকল ভক্ত নিমাইর গৃহে আগমন করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ দত্ত ভক্তিরসাল শ্লোক পাঠ করিয়া তখন নিমাইর চিত্তবিনোদন করিতেন। মুকুন্দের কণ্ঠধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই নিমাই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। কীর্ত্তন ও নৃত্যে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল।

১৬

নবদ্বীপে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ

কীর্ত্তন "প্রকাশে" একদল লোক বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। গভীর রাত্রিতে কীর্ত্তনের শব্দে তাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইত। তাহারা পথে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্র নানা কথা বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কেহ কেহ প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল "যবনরাজা নদীয়ায় কীর্ত্তনের কথা শুনিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে সপরিবারে বাঁধিয়া লইয়া যাইবার জন্য দুই খানা নৌকা বোঝাই লোক পাঠাইয়াছেন।" কিন্তু নিন্দা, ভয়-প্রদর্শন, কিছুতেই কোনও ফল হইল না। ভক্তগণ ভক্তবৎসলের নাম করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। নিমাই পূর্ব্বেরই মত নিঃশঙ্কচিত্তে নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবদ্বেষিগণ বলাবলি করিতে লাগিল, "এরা যে রাজাকেও ভয় করে না। রাজার লোক আসিতেছে শুনিয়াও রাজপুত্রের মত নির্ভয়ে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে।" অতি বুদ্ধিমান একজন কহিলেন, "এই নির্ভয়তা৲ ভাণ পলাইবার ফিকির বই আর কিছুই নহে।" শ্রীবাস-গৃহে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেন। অনেকে রঙ্গ দেখিবার জন্য গিয়া রুদ্ধ দ্বার দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইত। ইহাতেও অনেকে বৈষ্ণবগণের উপর ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য নানারূপ উপায় খুঁজিতে লাগিল। একদিন চাপাল গোপাল নামক এক দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ

রাত্রিকালে শ্রীবাসের দ্বারসম্মুখস্থ স্থান উত্তমরূপে লেপিয়া তথায় হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন, মদ্যভাণ্ড প্রভৃতি ভবানীপূজার দ্রব্যজাত রাখিয়া আসিল। শ্রীবাস প্রাতঃকালে সমস্ত দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া পাষণ্ডগণের কাণ্ড দেখাইলেন।

১৭

আত্মপ্রকাশ

তটশালিনী ভাগীরথীর তীরে দলে দলে গাভীগণ বিচরণ করিতে-ছিল। নিমাই ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন। গাভীদল দেখিয়া তাঁহার বৃন্দাবন ভ্রম হইল, এবংভাবাবিষ্ট হইয়া "মুঁই সেই, মুঁই সেই" বলিতে বলিতে তিনি দৌড়াইয়া শ্রীবাসের গৃহে উপনীত হইলেন। শ্রীবাস গৃহমধ্যে নৃসিংহদেব আরাধনায় নিরত ছিলেন। দ্বারে পদাঘাত করিয়া নিমাই কহিলেন, "শ্রীবাসিয়া, যাহাকে পূজা কচ্ছিস্ দেখিয়া যা সে সশরীরে উপস্থিত।" শ্রীবাসের ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীবাস দেখিতে পাইলেন, নিমাই চতুর্ভুজ হইয়া বীরাসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম ধারণ করিয়া মত্ত সিংহের মত গর্জ্জন করিতেছেন। শ্রীবাস স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। নিমাই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শ্রীবাস, এতদিনেও তুমি আমার প্রকাশ বুঝিলে না! কোথায় তোমার চীৎকারে ও নাড়ার হুঙ্কারে আমি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া আসিলাম; তুমি কি না নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছ? আর নাড়া আমাকে ছাড়িয়া শান্তিপুরে চলিয়া গেল। সাধুর উদ্ধার ও দুষ্টের বিনাশের জন্য আমি আসিয়াছি। আর চিন্তা নাই শ্রীবাস, এখন আমার স্তব পাঠ কর।" প্রেমপুলকিত শ্রীবাস তখন পড়িলেন,

"নৌমীড্য, তেহভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়।
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছলসম্মুখায় ॥
বন্যস্রজে কবলবেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষ্ম-শ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥*

নিমাই প্রীত হইয়া কহিলেন, "শ্রীবাস, স্ত্রী-পুত্র সকলকে আনিয়া আমার রূপ দর্শন কর ও পূজা কর, এবং অভিলাষিত বর প্রার্থনা কর।" তখন সস্ত্রীক শ্রীবাস বিষ্ণুপূজার্থ আহৃত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ দ্বারা নিমাইর পূজা করিলেন। নিমাই, শ্রীবাস ও তাহার পরিবারস্থ সকলের মস্তকে চরণার্পণ করিয়া কহিলেন, "শ্রীবাস, তোমাকে ধরিতে যবন রাজা নৌকা পাঠ'ইয়াছে, শুনিয়া কি ভয় পাইয়াছ? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে তোমাকে ধরিবে, শ্রীবাস? যদি সত্যই নৌকা আসে সর্ব্বাগ্রে আমি গিয়া তাহাতে আরোহণ ক'ব এবং আমিই সর্ব্বাগ্রে গিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইব। আমাকে দেখিয়া কি রাজা সিংহাসনে বসিয়া থাকিতে পারিবে? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বলিব, 'হে রাজা, তোমার কাজীদিগকে বল, তোমার শাস্ত্র পাঠ করিয়া তোমার হস্তী, অশ্ব ও পশুপক্ষীদিগকে কাঁদাক।' কাজীর সাধ্য নাই যে পশুপক্ষী কাঁদায়। তাহারা যখন হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া থাকিবে, তখন আমি রাজাকে বলিব, এই কাজীদিগের কথায় তুমি সংকীর্ত্তন নিষেধ করিয়াছ? আমার শক্তি দর্শন কর।' তখন "শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া আমি যাবতীয় পশু-পক্ষী কাঁদাইব, রাজাকে কাঁদাইব, তাহার পারিষদদিগকে কাঁদাইব। আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হইতেছে না, শ্রীবাস? প্রমাণ চাও? তবে এখনই দেখ।"

* হে পূজ্য, মেঘকান্তি উজ্জ্বল (পীত)-উজ্জ্বল বসন গুঞ্জামালা-পরিবেষ্টিত ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত-শির বনমালী বেত্র-বিষাণ-বেণু-চিহ্নিত-শ্রী ধীরগতি গোপাল-নন্দন তোমাকে নমস্কার।

এই বলিয়া শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীনাম্নী বালিকাকে সম্বোধন করিয়া নিমাই কহিলেন, "নারায়ণী, কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ তো।" চারি বৎসর-বয়স্কা নারায়ণী তখন "হা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার অঙ্গ বহিয়া নয়নজল ভূমিতল প্লাবিত করিল। নিমাই আবার কহিলেন "কেমন শ্রীবাস, এখন বিশ্বাস হইতেছে, আর তো ভয় নাই ?" শ্রীবাস বিগত-ভয় হইয়া নিমাইর স্তব করিতে লাগিলেন। তদবধি শ্রীবাসের গৃহ গৌরের নিত্য বিহারস্থল হইল।

একদিন বরাহাবতারের স্তোত্রপাঠ শুনিতে শুনিতে নিমাই বরাহভাবে আবিষ্ট হইলেন, এবং বরাহের মত গর্জ্জন করিতে করিতে মুরারী গুপ্তের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিমাই মুরারীকে মনে মনে বড় ভাল বাসিতেন। মুরারী তাঁহাকে স্বগৃহে প্রাপ্ত হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। নিমাই বিষ্ণুগৃহাভিমুখে চলিলেন, এবং এক জলপূর্ণ ভাণ্ড সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বরাহের মত দন্ত দ্বারা তাহা উত্তোলন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মানুষমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল এবং চতুষ্পদ যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। মুরারী ভীত হইয়া স্তব করিতে করিতে বলিলেন, "হে বরাহরূপী নারায়ণ, বেদেও যখন তোমার তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত নহে, তখন ক্ষুদ্র আমি তোমাকে কি বুঝিব ? তুমি আপনিই আপনাকে জান এবং তুমি যাহাকে কৃপা কর, সেই কথঞ্চিৎ তোমাকে জানিতে পারে। বরাহমূর্ত্তি তখন বেদ নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদ মোরে করে এই মত বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥

বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥
সর্ব্ব যজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥ চৈ-ভা মধ্য-২

ভক্তিবিহ্বল মুরারী রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ একে-একে নিমাইর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন। ভয় বিদূরিত হইল। হাটে ঘাটে সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম ধ্বনিত হইতে লাগিল।

১৮

নিত্যানন্দ মিলন

রাঢ় প্রদেশে একচাকা গ্রামে হাঁড়াই পণ্ডিত নামক একজন পর-দুঃখকাতর সংসারবিরাগী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নিত্যানন্দ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। নিত্যানন্দের জননীর নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ শৈশব অতি-ক্রম করিবার পূর্ব্বেই নিমাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমাই যে মুহূর্ত্তে ভূমিষ্ঠ হন, তখন নিত্যানন্দ এক ভীষণ হুঙ্কার করিয়া গ্রামবাসিগণকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। বাল্যকালে পল্লীস্থ বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণলীলার ও রামলীলার অভিনয় করিতেন। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে এক সন্ন্যাসী তাঁহার পিতৃগৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হন। হাঁড়াই পণ্ডিত পরম সমাদরে অতিথিসৎকার করেন। গমনকালে

সন্ন্যাসী হাঁড়াই পণ্ডিতকে কহিলেন, "আমার সঙ্গে ভাল ব্রাহ্মণ না থাকায় তীর্থপর্য্যটনে আমাকে বহু ক্লেশ পাইতে হয়। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমার সঙ্গে দেও, আমি তাহাকে পরম যত্নে রক্ষা করিব।" পুত্রবৎসল পিতা ব্রাহ্মণের নিষ্ঠুর প্রার্থনায় মর্ম্মাহত হইলেন, জননীও পুত্রবিচ্ছেদা-শঙ্কায় আকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অতিথির প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে অক্ষম হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণদম্পতি সন্ন্যাসীর হস্তে নিত্যানন্দকে সমর্পণ করিলেন।

নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সহিত বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং একাকী দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে একদিন কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মাধবেন্দ্র পুরীর দর্শন লাভ করিলেন। কিছুদিন মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত অবস্থানের পর তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, বিজয়নগর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন এবং জগন্নাথ দর্শন করিয়া কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করিলেন। অনন্তর তথা হইতে গঙ্গাসাগর দেখিয়া মথুরায় গমন করিলেন।

নিত্যানন্দ মথুরায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে নবদ্বীপে গৌরের আবির্ভাব-সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি অচিরেই মথুরা ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, এবং নন্দন আচার্য্য নামক এক পরম ভাগবতের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দের আগমনের কয়েক দিন পূর্ব্বে নিমাই বন্ধুদিগকে বলিয়া ছিলেন যে, দুই তিন দিনের মধ্যে এক মহাপুরুষের আগমন হইবে। নিত্যানন্দের আগমনের দিন কহিলেন, "গতরাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছি, দ্বারদেশে এক তালধ্বজ রথ, পশ্চাতে এক বিশালকায় পুরুষ, তাঁহার স্কন্ধে এক বিপুল স্তম্ভ, বাম হস্তে বেতবাঁধা এক কাণা

কুম্ভ; পরিধানে নীলবসন, মস্তকে নীলবস্ত্রের আবরণ, বাম কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল, গতি চঞ্চল; দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'এই বাড়ী কি নিমাই পণ্ডিতের? আমি সেই ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, 'আমি তোমার ভাই, কাল আমাদের পরিচয় হইবে।" এই কথা বলিতে বলিতে নিমাইর ভাবান্তর লক্ষিত হইল। তিনি হলধর ভাবে আবিষ্ট হইয়া "মদ আন, মদ আন" বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন। তখন

আর্য্যা তর্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সংকর্ষণ॥

প্রকৃতিস্থ হইয়া নিমাই সকলকে কহিলেন, "নিশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন। হরিদাস ও শ্রীবাস, তোমরা গিয়া দেখিয়া আইস। হরিদাস ও শ্রীবাস সমস্ত নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া কাহারও উদ্দেশ না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন নিমাই ভক্তগণসহ বহির্গত হইলেন, এবং একেবারে নন্দনাচার্য্যের গৃহে গিয়া তথায় নিত্যানন্দের দর্শন লাভ করিলেন। নিমাই ও নিত্যানন্দ পরস্পরের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তখন শ্রীবাস ভাগবত হইতে আবৃত্তি করিলেন।

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং।
বিভ্রদ্‌বাসঃ কণককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং॥
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ॥

মস্তকে "ময়ুরপুচ্ছরচিত চূড়া, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার কুসুম, কণককপিশবস্ত্র ও বক্ষে বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করিয়া, নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ অধরসুধা

দ্বারা বেণুবন্ধ্র পরিপূর্ণ করিতে করিতে গোপগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া স্বকীয় চরণ-চিহ্নশোভিত বৃন্দারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।" শ্লোক শুনিয়া নিত্যানন্দের মূর্চ্ছা হইল। নিমাই "পড় পড়" বলিয়া শ্রীবাসকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মূর্চ্ছান্তে নিতাই সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন, এবং তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ ভয়সন্ত্রস্ত ভাবে "রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। গৌরের গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা ছুটিল। নিত্যানন্দের ভাবাবেশ সহজে অবগত হইবার নয়।

গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে,
কলেবর পূর্ণ হইল নয়নের জলে॥
বিশ্বম্ভর মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তরে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহা হাস॥
ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে গড়ি ক্ষণে বাহুতাল
ক্ষণে জোড়ে জোড়ে লাফ দেই দেখি ভাল॥

চৈ: ভা: ৫ অ:।

অবশেষে সেই উন্মাদবপু নিমাই স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিলে, নিতাই নিশ্চেষ্ট হইয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে নিতাই বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলে নিমাই কহিলেন, "এই কম্প, এই অশ্রু ও এই গর্জন কথনও ঈশ্বরশক্তি ভিন্ন সম্ভাবিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি সদয় হইয়া তোমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। এখন কোন্ দেশ হইতে তোমার আগমন হইয়াছে, ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।" নিত্যানন্দ কহিলেন, আমি তীর্থভ্রমণ করিতেছিলাম; কৃষ্ণের পদরেণুপূত বহু স্থান দর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও কৃষ্ণকে দেখিতে পাই নাই। অবশেষে এক মহাত্মাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত তীর্থ পর্য্যটন

করিয়াও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম না, তিনি কোথায় গিয়াছেন ?' তখন তিনি বলিলেন কৃষ্ণ গৌড়দেশে গমন করিয়াছেন। তারপরে অনেকে আমাকে বলিয়াছে, নদীয়ায় নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কত পাতকী এখানে আসিয়া ত্রাণ লাভ করিতেছে। আমিও পরিত্রাণ-লাভের আশায় এখানে আসিয়াছি।

কিছু ক্ষণ এইরূপে প্রেমানন্দে অতিবাহিত হইলে নিমাই কহিলেন, "শ্রীপাদ গোঁসাই, আগামী কল্য ব্যাসপূজার দিন। আপনার ব্যাসপূজা কোথায় হইবে ?" নিত্যানন্দ শ্রীবাসের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণের ঘরে আমার ব্যাসপূজা হইবে।" অনন্তর সকলে শ্রীবাসের গৃহে গমন করিলেন এবং গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্যাসপূজার অধি-বাসের উল্লাস কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত নিমাই ও নিতাই নৃত্য করিতে করিতে কখনও হুঙ্কার, কখনও রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়ের শরীর স্বেদ, কম্প ও পুলকের লীলাস্থানে পরিণত হইল। কখনও পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া উভয়ে রোদন করিলেন, কখনও বা পরস্পরের চরণধারণের চেষ্টা করিলেন, কখনও বা ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, বসন খসিয়া পড়িল। অচিরেই গাত্রোত্থান করিয়া উভয়ে পুনরায় বিপুল উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নিমাই অকস্মাৎ লম্ফ দিয়া খট্টার উপর উপবিষ্ট হইয়া "মদ আন, মদ আন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং নিত্যানন্দকে কহি-লেন, "শীঘ্র আমাকে হল-মুষল প্রদান কর।" নিতাই নিমাইর হস্তের উপর স্বীয় হস্ত পাতিয়া দিলেন। কেহ কেহ তখন নিমাইর হস্তে হল-মুষল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতঃপর নিমাই "বারুণী, বারুণী" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। নিমাইর উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া সকলে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে সকলে পরামর্শ করিয়া এক ঘটি

গঙ্গাজল লইয়া গেলে, নিমাই তাহা পান করিয়া "নাড়া, নাড়া" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে ডাকিতেছ, প্রভু, আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন নিমাই কহিলেন, "আর কাহাকে ডাকিব ? যাহার আহ্বানে আমি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সেই নাড়া অদ্বৈত আচার্য্য আমাকে ছাড়িয়া গিয়া এখন হরিদাসের সহিত নিশ্চিন্ত মনে কাল কাটাইতেছে।

সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহর অবতার।
ঘরে ঘরে করিব কীর্ত্তন পরচার॥
বিদ্যা-ধন-কুল-মদ-তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত স্থানে যার অপরাধ আছে॥
সে অধম সভারে না দিমু প্রেমযোগ।
নাগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ।" চৈ ভাঃ ৫

নিমাই ক্ষণকাল পরেই প্রকৃতিস্থ হইলেন; এবং লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি ?" কিন্তু নিত্যানন্দের আবেশ-ভঙ্গ হইল না। তাঁহার দণ্ড-কমণ্ডলু কোথায় চলিয়া গেল, বসন কোথায় বিক্ষিপ্ত হইল, কিছুই ঠিকানা রহিল না। নিমাই তাঁহাকে ধরিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন, এবং তাঁহাকে শ্রীবাস-গৃহে রাখিয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

রাত্রি-কালে নিতাই স্বীয় দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রাতঃ-কালে এই সংবাদ পাইয়া নিমাই শ্রীবাস-গৃহে আসিয়া দেখিলেন, নিতাই অনবরত হাস্য করিতেছেন। অনন্তর ভক্তগণসহ নিতাইকে লইয়া নিমাই গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন, এবং স্বহস্তে নিতাইর ভগ্ন দণ্ড গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিলেন। গঙ্গা দেখিয়া নিতাইর আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি কখনও বালকের মত নানা ভাবে সন্তরণ করিতে লাগিলেন, কখনও বা

কুম্ভীর দেখিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন সেই প্রৌঢ়-শিশুকে ব্যাস-পূজার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া নিমাই তাহার সহিত শ্রীবাস-গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। শ্রীবাস-গৃহে সুমধুর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সেই সংকীর্ত্তনানন্দের মধ্যে নিতাই ব্যাসপূজার সুগন্ধি মাল্য নিমাইর গল-দেশে অর্পণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নিমাইর মানুষ মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। ভক্তগণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হল-মুষলধারী ষড়ভূজ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়-ব্যস্ত ভাবে "রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ" বলিয়া উঠিলেন। নিতাই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। অতঃপর নিমাই সেই অমানুষ রূপ সংবরণ করিয়া নিতাইর অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহার চৈতন্যবিধান করিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ ধ্বনি সমুত্থিত হইল! ভক্তগণের বিহ্বল নৃত্যে দিবা অবসান হইল। নিমাই প্রদোষে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

নিতাই শ্রীবাস-গৃহেই রহিয়া গেলেন। শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী দেবী নিতাইকে দেখিয়া অবধিই তাঁহাকে অপত্যবৎ স্নেহ করিতেছিলেন। নিতাই মালিনী দেবীকে মাতৃসম্বোধন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সহিত শিশুর মতই আচরণ আরম্ভ করিলেন। মালিনী দেবী খাওয়াইয়া না দিলে তাঁহার খাওয়া হইত না; খাইবার সময় অন্ন ছড়াইয়া ফেলা তাঁহার নিত্য অভ্যাসে পরিণত হইল। পল্লীস্থ বালকবৃন্দ তাঁহার খেলার সাথী হইল। তাহাদের সহিত গঙ্গায় যাইয়া তিনি তাহাদেরই মত সন্তরণ করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত হাস্যপরিহাসে তিনি অনেক সময় কাটাইতেন। তাঁহার বালকবৎ উৎপাত অনেক সময় মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিত, কিন্তু কেহই তাঁহার উপর বিরক্ত হইতেন না। শ্রীবাসকেই নিতাইর অত্যাচার অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হইত, কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার মনে তজ্জন্য বিন্দুমাত্র বিরক্তির সঞ্চার হয় নাই। এক দিন তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নিমাই কহিলেন, "শ্রীবাস, এই অবধূতের জাতি-কুলের

ঠিকানা নাই, যদি জাতি রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সত্বর ইহাকে বিদায় করিয়া দেও।” শ্রীবাস বিনীত ভাবে কহিলেন, “প্রভু, আমাকে পরীক্ষা করিতে চাও! তবে শোন। নিত্যানন্দ যদি মদিরা ও যবনী গ্রহণও করেন, যদি তিনি আমার জাতি, প্রাণ, ধন সমস্তই নষ্ট করেন, তবুও তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি শিথিল হইবে না।” নিমাই প্রীত হইয়া কহিলেন, “শ্রীবাস, তোমার এই অচলা ভক্তির জন্য আমি এই বর দিতেছি, যে তোমার গৃহে দারিদ্র্য কখনও প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না।”

ইহার কিছুদিন পরে শচীদেবী এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন। নিমাই ও নিতাই পাঁচ বৎসরের শিশু হইয়া মারামারি করিতে করিতে দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং মন্দির হইতে কৃষ্ণ ও বলরামের বিগ্রহ বাহির করিয়া আনিলেন। নিমাইর হাতে বলরাম ও নিতাইর হাতে কৃষ্ণ। তখন বিগ্রহদ্বয় নিমাই ও নিতাইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “এই সমস্ত দধি, দুগ্ধ, ঘরবাড়ী আমাদের, তোরা দুই ডাকাইত কেরে?” নিতাই বলিলেন, “এখন আর গোয়ালার অধিকার নাই, এখন ব্রাহ্মণের অধিকার আরব্ধ হইয়াছে; দধি-দুগ্ধ লুঠিয়া খাইবার কাল আর নাই। এখন যদি অবস্থা বুঝিয়া চলিতে না পার, যদি এই সমস্ত উপহারে তোমাদের পূরাতন স্বত্ব ত্যাগ না কর, তাহা হইলে মার খাইবে।” এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং কৃষ্ণের দোহাই দিয়া নিমাই ও নিতাইকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। নিতাই কহিলেন, “কৃষ্ণের দোহাই আর দিতে হইবে না। এখন আর কৃষ্ণের ভয় কে করে? বিশ্বম্ভর গৌরচন্দ্র আমার প্রত্যক্ষ ঈশ্বর।” তখন চারি জনের মধ্যে মারামারি ও নৈবেদ্য কাড়াকাড়ি আরব্ধ হইল। সকলে পরস্পরের হাত ও মুখ হইতে কাড়িয়া খাইতে লাগিলেন। তখন নিতাই

শচীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে খাইতে দাও।" অমনি শচীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রাতঃকালে শচী নিমাইকে ডাকিয়া তাঁহার নিকটে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে, নিমাই হাসিয়া কহিলেন, "মা, আমাদের গৃহদেবতা বড়ই জাগ্রত। আমি অনেক বার লক্ষ্য করিয়াছি, নৈবেদ্যের অর্দ্ধেক অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমার সন্দেহ হইয়াছিল, তোমার বৌ বুঝি নৈবেদ্য চুরি করিয়া খায়। কিন্তু তোমার স্বপ্নের কথা শুনিয়া আমার সে সন্দেহ দূর হইল।" অন্তরাল হইতে স্বামীর পরিহাস শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হাসিতে লাগিলেন। অনন্তর নিমাই মাতার আদেশক্রমে নিতাইকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ কালে নিতাইকে সাবধান করিয়া নিমাই কহিলেন, "নিতাই, তোমাকে নিমন্ত্রণ তো করিলাম, কিন্তু কোনও রূপ চঞ্চলতা করিতে পাইবে না।" নিতাই মহা গম্ভীর হইয়া বিষ্ণু-স্মরণ করিলেন, এবং কহিলেন, "আমি কি তোমার মত পাগল?" যথাক্রমে নিতাই ও নিমাই ভোজনে উপবেশন করিলেন। শচীদেবী পরিবেশন-কালে একবার রান্নাঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, পাঁচ বৎসর-বয়স্ক দুই শিশু ভোজন করিতেছে, তন্মধ্যে একজন শুক্লবর্ণ, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ, উভয়েই চতুর্ভুজ, উভয়েই দিগম্বর, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ শিশুর অঙ্কে স্বীয় পুত্রবধূ বিরাজমানা। এই অপরূপ দৃশ্যে শচী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

নিত্যানন্দ সর্ব্বদাই বাল্যভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। স্নেহশীলা মালিনী দেবী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। নিতাই ক্রমে তাঁহার স্তন্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন। মালিনী দেবী অসহায় শিশুর মত সদা সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতেন। নিতাই বালকের মত সকলের সহিত কলহ করিয়া বেড়াইতেন।

নিতাইকে গৌর এমনি শ্রদ্ধা করিতেন, যে এক দিন নিতাইয়ের নিকট হইতে তাঁহার একখানা কৌপীন লইয়া শত খণ্ড করিয়া ভক্তগণ মধ্যে বিতরণ করিলেন, এবং ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করিতে এবং নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিতে সকলকে উপদেশ দিলেন।

শ্রীবাসের গৃহে সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। প্রত্যহ যাবতীয় ভক্ত সমাগত হইতেন এবং গৌর ও নিত্যানন্দকে বেষ্টন করিয়া উন্মত্ত ভাবে কীর্ত্তন করিতেন। এক দিন সংকীর্ত্তন-কালে নিমাই হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, এবং শ্রীবাসের ভ্রাতা রামাঞি পণ্ডিতকে ডাকিয়া কহিলেন, "রামাঞি, তুমি শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতকে বল, 'যাহার জন্য বিস্তর আরাধনা করিয়াছিলে, যাহার জন্য কত না ক্রন্দন করিয়াছিলে, যাহার জন্য কত উপবাস করিয়াছিলে তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন। তোমারই জন্য তিনি ভক্তিযোগ-বিতরণের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমি শীঘ্র আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাও।' নিত্যানন্দের আগমনবার্ত্তাও তাঁহাকে জানাইবে এবং তাঁহাকে সস্ত্রীক আসিতে অনুরোধ করিবে।" রামাঞি কাল বিলম্ব না করিয়া, শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে গিয়া সমস্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। শুনিয়া আচার্য্য আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে রামাঞির বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন,

> "কোথায় গোসাঞি আইলা মানুষ ভিতরে।
> কোন্ শাস্ত্রে বলে নদীয়ায় অবতরে॥" চৈ-ভা—৬

কিন্তু পর ক্ষণেই আবার রামাঞিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বল, বল রামাঞি, কেন তুমি আচম্বিতে আমার গৃহে আগমন করিলে?" তখন রোদন করিতে করিতে রামাঞি বলিলেন, "আমি আর কি বলিব? তুমি ত সকলই জান?"

যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্ত্তন॥ চৈ-ভা-৬

তখন আচার্য্য উর্দ্ধবাহু হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং উদ্বেলিত আনন্দবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া "প্রভুকে আমিই আনিয়াছি" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং "আমারই জন্য আমার প্রাণনাথ বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসিয়াছেন," বলিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আচার্য্য বলিলেন, "রামাঞি, যদি তিনি আমারই প্রভু হন, তাহা হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য তিনি আমাকে নিশ্চয়ই দেখাইবেন। তাহা যদি দেখিতে পাই, আমার মস্তকে যদি তিনি চরণ তুলিয়া দেন, তবে জানিব তিনিই আমার প্রাণনাথ।" এই বলিয়া পূজার উপকরণ সহ সপত্নীক রামাঞির সহিত নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে কি ভাবিয়া রামাঞিকে বলিলেন, "আমি নন্দন আচার্য্যের গৃহে গিয়া লুকাইয়া থাকিব; তুমি গিয়া প্রভুকে বলিবে অদ্বৈত আসিল না।" এই বলিয়া অদ্বৈত নন্দন আচার্য্যের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীবাসগৃহে গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সহ বসিয়া আছেন। অকস্মাৎ হুঙ্কার করিয়া বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিলেন, এবং "নাড়া আসিতেছে, নাড়া আসিতেছে, নাড়া আমার ঠাকুরালি দেখিতে চাহিতেছে" বলিতে লাগিলেন। তখন নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন, গদাধর

তাম্বুল-কর্পূর প্রদান করিলেন, ভক্তগণ যুক্ত-করে স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। এমন সময় রামাঞি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামাঞি কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই গৌরচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নাড়া তোমাকে পাঠাইয়াছে। নন্দন আচার্য্যের ঘরে লুকাইয়া থাকিয়া আমার পরীক্ষার জন্য তোমাকে পাঠাইয়াছে। তুমি এখন ফিরিয়া গিয়া তাহাকে লইয়া আইস"। রামাঞি তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতকে আনিতে ছুটিলেন। অদ্বৈত সমস্ত শুনিয়া আনন্দিত চিত্তে শ্রীবাসগৃহে আগমন করিলেন, এবং দূর হইতে স্তবপাঠ করিতে করিতে সপত্নীক গৌরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বাক্‌রোধ হইল; দেখিলেন জ্যোতির্ম্ময়দেহ বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, দেবগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন, অনন্ত তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়া আছেন। স্তম্ভিত আচার্যকে সম্বোধন করিয়া গৌর জিজ্ঞাসিলেন, "কি দেখিতেছ আচার্য্য! তোমারই কাতর রোদনে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি।" তখন অদ্বৈত নানাভাবে গৌরের স্তব করিয়া সস্ত্রীক তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। ভক্তবৎসল গৌরও অদ্বৈতের মস্তকে চরণ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। তখন সেই ভক্তগণ-মধ্যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইল। সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া সকলেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য শেষ হইলে আপনার মালা অদ্বৈতের গলায় অর্পণ করিয়া গৌর কহিলেন, "আচার্য্য, তোমার অভিমত বর প্রার্থনা কর।" তখন নিষ্কামযোগী ভক্তরাজ অদ্বৈতাচার্য্য কহিলেন, "আর কি বর চাহিব? যাহা চাহিয়াছি, সকলই পাইয়াছি।

তোমারে সাক্ষাতে করি আপনে নাচিনু।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকলি পাইনু॥

কি চাহিমু প্রভু, কিবা শেষ আছে আর।
সাক্ষাতে দেখিনু প্রভু তোর অবতার।
কি চাহিমু কি বা নাহি জানহ আপনে।
কি বা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে॥

ক্ষণকাল পরে পুনরায়—

অদ্বৈত বোলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি, যে যে জনে বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা॥ চৈ-ভা- ৬

১৯

পুণ্ডরীক মিলন

একদিন সংকীর্ত্তনান্তে উপবিষ্ট হইয়া গৌর "পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি" বলিয়া অবিরাম রোদন করিতে লাগিলেন। পুণ্ডরীক শ্রীকৃষ্ণের নাম। ভক্তগণ প্রথমে ভাবিলেন, বুঝি বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই গৌর রোদন করিতেছেন, কিন্তু বিদ্যানিধি উপাধি শুনিয়া সংশয় হইল। গৌর প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "পুণ্ডরীক চট্টগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বাহ্যিক বিষয়ীর আচার পালন করেন, কিন্তু অন্তরে তাঁহার মত ভক্ত দুর্লভ। তাঁহার অদর্শনে আমি বড় কষ্ট ভোগ করিতেছি।"

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বহুসংখ্যক দাস-দাসী সঙ্গে নবদ্বীপে সমাগত হইলেন। মুকুন্দ দত্তের নিবাস ছিল চট্টগ্রামে। তিনি বিদ্যানিধিকে জানিতেন। একদিন প্রিয়বন্ধু গদাধরের সহিত মুকুন্দ বিদ্যানিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। গদাধর দেখিলেন, বিদ্যানিধি রাজপুত্রের ন্যায় মহামূল্য চন্দ্রাতপ-তলে বিচিত্র আস্তরণশোভিত খট্টার উপর উপবিষ্ট আছেন। দুই জন ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত পাখা দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। বিদ্যানিধির ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্য দেখিয়া গদাধরের মনে অবজ্ঞার উদয় হইল। তখন মুকুন্দ ভাগবত হইতে আবৃত্তি করিলেন

"অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥"

"অসাধ্বী রাক্ষসী পুতনা যাহার বধেচ্ছায় কালকূটসম্পৃক্ত স্তন তাহাকে পান করাইয়াও তাহার নিকটে তাহার ধাত্রীর উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছিল, তদপেক্ষা দয়ালু আর কে আছে, যাহার শরণ লইব।"

এই শ্লোক পঠিত হইবামাত্র বিদ্যানিধির নয়নে বন্যা ছুটিল। তিনি প্রেমে পুলকিত হইয়া "বোল বোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল এবং তিনি উন্মত্তের মত "কৃষ্ণরে বাপরে" বলিয়া করুণ কণ্ঠে অবিরাম রোদন করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া গদাধর বিস্মিত হইলেন, এবং ঈদৃশ ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা বোধ করিয়াছেন বলিয়া নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

বিদ্যানিধি পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। দীক্ষার দিন স্থির করিয়া গদাধর মুকুন্দের সহিত প্রস্থান করিলেন।

সেই দিন রাত্রিকালে বিদ্যানিধি গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে অলক্ষিত ভাবে শ্রীবাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু গৌরের দর্শন লাভ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া "কৃষ্ণরে বাপরে" বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার কাতর ক্রন্দনে সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর অগ্রসর হইয়া বিদ্যানিধিকে কোলে তুলিয়া লইলেন, এবং "বাপ পুণ্ডরীক, আজি তোমাকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম," বলিয়া হৃদয়ের আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। গৌরের নয়নজলে বিদ্যানিধির দেহ সিক্ত হইল। গৌর বলিলেন, "প্রেমভক্তি বিতরণ করিতে ইঁহার জন্ম। আজি হইতে ইহার নাম হইল পুণ্ডরীক প্রেমনিধি।"

যথাকালে গদাধর প্রেমনিধির নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

২০
হরিদাস

অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গে আর এক জন মহাপুরুষ আসিয়া গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার নাম হরিদাস। হরিদাসের জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, তিনি বূঢ়ন গ্রামে এক যবনের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান, তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ব্রহ্ম, তাঁহার জন্মের ছয় মাস পরে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করেন, এবং এক

সন্তানবৎসল মুসলমান তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করেন। হরিদাস যবনসন্তানই হউন, অথবা ব্রাহ্মণবংশোদ্ভবই হউন, তিনি যে শৈশবে যবন-গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। যবনগৃহে প্রতিপালিত হইয়াও হরিদাস পরম হরিভক্তি-পরায়ণ হইয়া উঠেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতিপালক (অথবা পিতা) প্রথমতঃ ইসলাম ধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করেন। কিন্তু অবশেষে চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। গৃহতাড়িত হরিদাস বেনাপোল নামক স্থানের গভীর অরণ্যের মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই নির্জ্জন গৃহে তিনি অধিকাংশ সময়ই ভজনে অতিবাহিত করিতেন। রাত্রি দিনে তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। নিকটস্থ গ্রামবাসিগণ তাঁহার নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই অযাচিত সম্মান হরিদাসের তপোবিঘ্নের কারণ হইল। তত্রত্য জমিদার রামচন্দ্র খাঁ পরম অত্যাচারী ও বৈষ্ণববিদ্বেষী ছিলেন। ভক্ত হরিদাসের প্রতি সাধারণের ভক্তি লক্ষ্য করিয়া রামচন্দ্র ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে অপমানিত করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন দুর্বৃত্ত এক পরম রূপবতী বারাঙ্গনাকে সাধুর তপোভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিল। কুলটা নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া হরিদাসের কুটীরে গিয়া তাঁহার প্রণয় ভিক্ষা করিল। হরিদাস শান্তস্বরে কহিলেন, "এখনও আমার তিন লক্ষ নাম জপ সম্পূর্ণ হয় নাই ; নাম সংখ্যা পূর্ণ হইলেই তোমার সহিত আলাপ করিব, ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর।" রমণী বসিয়া রহিল, কিন্তু হরিদাসের নামসংখ্যা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

রমণী প্রস্থান করিল ; কিন্তু পুনরায় পর রজনীতে আসিয়া উপস্থিত

হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিদাস কহিলেন, "গত রজনীতে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছ। তজ্জন্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না, আজি আমার কীর্ত্তন শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। আজি তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" তখন সেই পতিতা রমণী গত রজনীর মতো দ্বারদেশে উপবেশন করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে দুই একবার তাহার মুখেও হরিনাম স্ফুরিত হইয়া উঠিল। হরিদাসের নামকীর্ত্তনে নিশা অতিবাহিত হইয়া গেল। রমণী বিফল-মনোরথ হইয়া সেদিনও প্রস্থান করিল। তৃতীয় রাত্রিতেও যথাসময়ে রমণী আসিয়া হরিদাসের কুটীরদ্বারে সমাগত হইল এবং দ্বারে বসিয়া ভক্তকণ্ঠোচ্চারিত হরিনাম শুনিতে লাগিল। নাম শুনিতে শুনিতে পতিতার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহার কণ্ঠে হরিনাম বারংবার ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অনুতপ্ত হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে সে সাধুর চরণতলে পতিত হইয়া রামচন্দ্র খাঁর দুর্বৃত্ততার কাহিনী বিবৃত করিল, এবং স্বকীয় পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিল। হরিদাস কহিলেন, "আমি সমস্তই অবগত আছি; কিন্তু রামচন্দ্র খাঁ নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ যে পাপ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহার উপর আমার ক্রোধ হয় না। আমি তোমারই জন্য এ তিন দিন এখানে অপেক্ষা করিতেছি। তুমি যথাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া আমারই এই কুটীরে বসিয়া একমনে হরিনাম জপ এবং তুলসীর সেবা কর, অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন।" রমণী তাহাই করিল। সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে একবস্ত্রা হইয়া সে প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতে লাগিল। তাহার ইন্দ্রিয় দমিত হইল, প্রেম প্রকাশিত হইল। দেশবিদেশে পরম বৈষ্ণবী বলিয়া তাহার খ্যাতি প্রচারিত হইল।

সেই অরণ্য হইতে হরিদাস চাঁদপুরে চলিয়া গেলেন এবং তথায় বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বলরাম সপ্ত-গ্রামের ধর্ম্মশীল জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাসের পুরোহিত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন হরিদাসের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সেই গ্রামে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন। হিরণ্যের পুত্র বালক রঘুনাথ এই স্থানে হরিদাসের দর্শন লাভ করিয়া পরম ভক্তিমান্ হইয়া উঠিলেন।

কিছুকাল চাঁদপুরে অবস্থান করিয়া হরিদাস ফুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই স্থানীয় সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তথাকার মুসলমান কাজী তাঁহাকে নানাপ্রকারে উৎ-পীড়িত করিতে লাগিল, এবং অবশেষে বাদশাহের নিকট তাঁহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিল, যে তিনি মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বাদশাহ লোক পাঠাইয়া হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে হরিদাস বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ তাঁহাকে বন্দিশালায় প্রেরণ করিলেন। তথায় অনেক বড় বড় লোক আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা সাধু দেখিয়া প্রণাম করিলে, হরিদাস কহিলেন, "যেরূপ আছ তেমনি থাক। বন্দিগণ আশীর্ব্বাদচ্ছলে এই অভিসম্পাত শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন। তখন হরিদাস কহিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদই করিয়াছি। এই বন্দিশালায় হিংসা নাই, প্রজার পীড়ন নাই, এখানে আছে কেবল বিপন্নের শরণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ভিক্ষা। আমি আশীর্ব্বাদ করিয়াছি এই বন্দী অবস্থায় তোমরা যেরূপ একান্ত মনে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ,—বন্ধনমুক্ত হইয়াও তোমরা তদ্রূপই একান্ত ভাবে হরিচরণ ভজনা কর।"

পর দিন হরিদাস বাদশাহ দরবারে নীত হইলে, বাদশাহ প্রথমতঃ তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন এবং অতি মিষ্ট বচনে কৃষ্ণনাম

ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হরিদাস বাদশাহের বচন শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন, "অহো বিষ্ণুমায়া।" অনন্তর হিন্দু ও মুসলমানের যে একই ঈশ্বর, এবং সেই ঈশ্বরের প্রেরণাতে যে তিনি হরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন, বাদশাহকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। বাদশাহ হরিদাসের কথা শুনিয়া প্রথমে কতকটা শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মান্ধ কাজীর প্ররোচনায় অবশেষে কহিলেন, ইস্‌লামানুমোদিত আচরণ অবলম্বন না করিলে তিনি তাহার শাস্তি-বিধান করিবেন। হরিদাস নির্ভীক ভাবে উত্তর করিলেন, "ঈশ্বর যাহা করাইতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি।

খণ্ড খণ্ড হয় দেহ, যদি যায় প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

তখন বাদশাহের আদেশে পাইকগণ হরিদাসকে ধরিয়া বাজারে বাজারে প্রকাশ্য ভাবে নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু হরিদাস নির্ব্বিকার; যে সকল হতভাগ্য তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিল, কেবল তাহাদের জন্যই তাঁহার প্রাণ মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন, "হে কৃষ্ণ, দুর্ভাগ্য রাজভৃত্য-দিগকে দয়া কর, আমার উপর যে দ্রোহাচরণ করিতেছে, তজ্জন্য যেন ইহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে না হয়।" অবশেষে তিনি ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। পাইকগণ তাঁহার নিশ্চেষ্ট দেহ লইয়া বাদশাহসমীপে উপস্থাপিত করিল। বাদশাহ সেই দেহ কবরস্থ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু কাজীগণ প্রতিবাদী হইয়া বলিয়া উঠিল, "পাপিষ্ঠ মুসলমান হইয়া হিন্দুর আচরণ অবলম্বন করিয়াছিল; উহার দেহ কবরস্থ করা সঙ্গত নহে। নদীতে লইয়া উহাকে ফেলিয়া দেও।" হরিদাস গঙ্গাবক্ষে

নিক্ষিপ্ত হইলেন। ভাগীরথীর তরঙ্গচঞ্চল বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে হরিদাসের ধ্যানভঙ্গ হইল। তখন তিনি সন্তরণপূর্ব্বক তীরে উঠিয়া বাদশাহ-দরবারে গমন করিলেন। বাদশাহ স্তম্ভিত হইলেন। সভাসদ্‌গণ নির্ব্বাক হইয়া চিত্রার্পিতবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

বাদশাহ-দরবার পরিত্যাগ করিয়া হরিদাস ফুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন, এবং তথায় গঙ্গাতীরে এক গোফা নির্ম্মাণ করিয়া সাধন-ভজনে নিমগ্ন রহিলেন।

জাতি কুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥
এ সকল বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥" চৈঃ ভাঃ আদি ১১

ফুলিয়া হইতে হরিদাস শান্তিপুরে গমন করিলেন। অদ্বৈতাশ্রমে হরিদাস উপস্থিত হইবামাত্র আচার্য্য তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সাধনভজনার্থ গঙ্গাতীরে তাঁহার জন্য এক গোফা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

হরিদাস যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত কৃষ্ণকথালাপে কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন গৌরচন্দ্র অল্পে অল্পে নবদ্বীপে আত্ম-প্রকাশ করিতেছিলেন। গৌরকর্ত্তৃক আহূত হইয়া আচার্য্য নবদ্বীপে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। হরিদাসও অচিরে তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

২১

মহাপ্রকাশ

সাত প্রহরিয়া ভাব

প্রতি নিশায় শ্রীবাসগৃহে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কোনও কোনও রাত্রিতে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহেও হইত। অদ্বৈত, শ্রীবাস, বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস, গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন, জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খান, নারায়ণ, কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়, গোবিন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্, শ্রীধর, সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর, ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম, সঞ্জয় প্রভৃতি কত ভক্তই কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। ভক্তকণ্ঠোত্থিত হরিধ্বনি নৈশ আকাশে সমুত্থিত হইত; পাষণ্ডগণ তাহা শুনিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। তাহারা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল, "বৈষ্ণবগণ মধুমতী সিদ্ধিলাভ করিয়া মন্ত্রবলে পঞ্চকন্যা আনয়ন করে এবং নিশাকালে তাহাদের সহিত আমোদপ্রমোদ করে।" বিদ্বেষ্টাদিগের নিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনে রত রহিলেন।

কীর্ত্তন আরব্ধ হইলেই গৌর ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তাঁহার চরণ শিথিল হইয়া পড়িত, এবং সময় সময় এমন ভাবে ভূপতিত হইতেন, যে তাহা দেখিয়া শচীদেবী আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, কীর্ত্তনের প্রগাঢ়তাও ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে বিবিধ কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। শ্রীবাস, মুকুন্দ, গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি অনেকে অনেক সম্প্রদায় গঠন করিলেন। কীর্ত্তন-কালে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হইত, তাহা বর্ণনাতীত। দলে দলে লোক তাহা

দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিত, কিন্তু গৃহের দ্বার রুদ্ধ থাকায় প্রবেশ করিতে পারিত না। "পাষণ্ডী"গণও কীর্ত্তন শুনিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না। কিন্তু প্রবেশ করিতে না পাইয়া বিষম রুষ্ট হইয়া উঠিত।

গভীর নিশায় এক দিন কীর্ত্তন হইতেছে। ভক্তগণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। খোল করতাল ও কীর্ত্তনের রব নবদ্বীপের নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মুক্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এমন সময় ভক্তমণ্ডলী ভেদ করিয়া গৌরচন্দ্র বিষ্ণুখট্টার দিকে ধাবিত হইলেন। খোল করতাল নীরব হইল, ভক্তগণ বিস্ময়স্তিমিত লোচনে চাহিয়া দেখিলেন, গৌর বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া শালগ্রামশিলা অঙ্কে ধারণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া গৌর বলিতে লাগিলেন—

"কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ,
আমি সেই ভগবান দেবকীনন্দন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটী মাঝে আমি নাথ,
যত গাও সেই আমি, তোরা মোর দাস।
তোমা সবা লাগিয়া আমার অবতার,
তোরা যেই দেহ, সেই আহার আমার॥"

চৈঃ ভাঃ ৮ অঃ

তখন প্রভুকে ভোজন করাইবার জন্য ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাশি রাশি ভোজ্য দ্রব্য আনীত হইয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত হইল। গৌর সমস্তই ভোজন করিলেন।

ইহার কতিপয় দিবস পরে প্রাতঃকালে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের সহিত শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। একে একে যাবতীয় ভক্ত আসিয়া সমাগত হইলেন। গৌর ভাবাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত

করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভক্তগণ উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন-কালে গৌর প্রায়ই দাস্য-ভাবে আবিষ্ট হইতেন, কখনও কখনও ঈশ্বর-ভাবে বিভোর হইয়া বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করিলেও, অচিরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া যেন অজ্ঞানাবস্থায় না জানিয়া তথায় উপবেশন করিয়াছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। কিন্তু আজি নাচিতে নাচিতে তিনি বিষ্ণুখট্টায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং সাত প্রহর যাবৎ তথায় বসিয়া রহিলেন। ভক্তগণ যুক্তকরে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। গৌর আদেশ কবিলেন, "আমার অভিষেক-সঙ্গীত গান কর।" ভক্তগণ 'সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ' মন্ত্রে গঙ্গাজল দ্বারা তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন করিলেন এবং নূতন বস্ত্র পরিধান কবাইয়া তাঁহার দেহ চন্দনচর্চ্চিত করিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাব মস্তকোপবি এক সুন্দর ছত্র ধারণ করিলেন, অন্য এক ভক্ত চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। অনন্তব পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমনীয় দ্বারা যথাবিধি পূজা শেষ করিয়া ভক্তগণ স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। ভক্তদত্ত নানাবিধ সুমিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া, গৌর শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস, মনে পড়ে এক দিন দেবানন্দের টোলে প্রেমরসময় ভাগবত শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইয়া তুমি ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিয়াছিলে। দেবানন্দের মূর্খ ছাত্রগণ ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিবক্ত হইয়া তোমাকে টানিতে টানিতে বাহির দুয়ারে লইয়া গিয়াছিল, দেবানন্দ দেখিয়াও শিষ্যগণকে নিবারণ করেন নাই। তুমি মনে বড় দুঃখ পাইয়া আবার নির্জ্জনে ভাগবত শুনিতে চাহিয়াছিলে। তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলাম, এবং প্রেমযোগ দিয়া তোমাকে আবার কাঁদাইয়াছিলাম। সে কথা কি মনে আছে শ্রীবাস?' পূর্ব্বকথার স্মরণ হওয়ায় শ্রীবাস কাঁদিয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন।

কোনও ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া গৌর বলিলেন, "অমুক রাত্রিতে বিপ্ররূপে আসিয়া আমি তোমাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলাম ; সে কথা মনে হয় কি ?" প্রভুর দয়ার প্রমাণ পাইয়া ভক্ত আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন।

গঙ্গাদাসকে ডাকিয়া গৌর কহিলেন, "গঙ্গাদাস, রাজার ভয়ে সপরিবারে যে দিন তুমি পলায়ন করিয়াছিলে, সে দিনের কথা মনে আছে কি ? খেয়াঘাটে নৌকা না দেখিতে পাইয়া তুমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলে। তখন আমিই খেয়ারীরূপে নৌকা লইয়া আসিয়া তোমাকে পার করিয়াছিলাম।" গঙ্গাদাস উদ্বেলিত ভাবাবেগে সংজ্ঞা-হীন হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর গৌর কহিলেন, "শীঘ্র একজন গিয়া শ্রীধরকে আমার নিকট লইয়া আইস।" খোলা বেচিয়া শ্রীধর জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। খোলা বেচা হইতে যে আয় হইত, তাহার অর্দ্ধেক দ্বারা শ্রীধর কোনও রূপে দুটী অন্নের সংস্থান করিতেন। সকলে তাঁহাকে খোলাবেচা শ্রীধর বলিয়া ডাকিত। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শ্রীধর কৃষ্ণনাম জপ করিতেন। আজি নিজগৃহে শ্রীধর হরিনামে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। ত্বরিতপদে কয়েকজন ভৃত্য তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রভুর আদেশ তাঁহাকে শোনাইল। শ্রীধর আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার পদযুগল অচল হইয়া পড়িল। ভৃত্যগণ ধরাধরি করিয়া তাহাকে গৌরের সমীপে আনিয়া উপস্থিত করিল। শ্রীধরকে দেখিতে পাইয়া গৌর পরম স্নেহে তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "শ্রীধর, আমাকে চিন্তা করিয়া তুমি বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়াছ ; এজন্মেও প্রচুর খোলা, মূলা, থোড় তুমি আমাকে দিয়াছ। আজি আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর।"

তখন-

মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥
হাতে বংশী মোহন, দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিগুমান॥ চৈঃ ভাঃ ৯ অঃ

দেখিয়া শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীধর সংজ্ঞা লাভ করিলে গৌর কহিলেন, "শ্রীধর, তোমার ডাকে আমি চিরদিন মুগ্ধ; তুমি আমার স্তব কর, শুনি।" বিদ্যালেশহীন শ্রীধর তখন অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্তোত্র রচনা করিয়া প্রভুর বন্দনা পাঠ করিলেন। অনন্তর গৌর কহিলেন, "শ্রীধর, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, তোমাকে আমি অষ্ট সিদ্ধি দিব; তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" শ্রীধর কহিলেন, "প্রভু, আর আমাকে ভাঁড়াইও না, আর ভাঁড়াইতে পারিবে না।" গৌর কহিলেন, "না শ্রীধর, তোমাকে বর মাগিতেই হইবে।" তখন শ্রীধর বলিলেন, যদি একান্তই বর দিবে তবে প্রভু বর দেও—

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা' পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সাথে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তার চরণযুগল"॥

চৈঃ ভাঃ ৯ অঃ

বলিতে বলিতে শ্রীধরের প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, উর্দ্ধবাহু হইয়া তিনি কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। গৌর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "শ্রীধর তোমাকে আমি এক বিপুল সাম্রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিতে চাই।" শ্রীধর কহিলেন, "আমি কিছুই চাই না প্রভু, আমি কিছুই চাই না, আমি চাই কেবল তোমার নাম করিতে। তাহারই অধিকার কেবল তুমি আমাকে দেও।" গৌর কহিলেন,

"প্রাণাধিক শ্রীধর, আমার প্রিয় ভৃত্য শ্রীধর. অষ্ট সিদ্ধি, বিপুল সাম্রাজ্য, কত কি আমি দিতে চাহিলাম, তুমি কিছুই চাও না, তুমি কেবল চাও আমাকে। নিষ্কাম ভক্ত, আমি আজি তোমাকে বেদ-গোপ্য ভক্তি-যোগ প্রদান করিলাম।"

কলামূলা-বেচা যাহার উপজীবিকা, ধনহীন, বিদ্যালেশহীন সেই শ্রীধর যাহা পাইল, কোটীশ্বর কোটী জন্মেও তাহা কেহ প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীধরকে বর দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে গৌর কহিলেন, "আচার্য্য, বর প্রার্থনা কর।" আচার্য্য বলিলেন, "যাহা চাহিয়াছিলাম সকলই পাইয়াছি, আর কিছুরই প্রয়োজন নাই।" তখন গৌর মুরারিকে কহিলেন, "মুবারি, তোমার অভিলষিত রূপ দর্শন কর।" মুরারি দেখিলেন, দূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র বীরাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার এক দিকে লক্ষ্মণ, অন্যদিকে সীতা দণ্ডায়মান; বানরগণ যুক্তকরে স্তব পাঠ করিতেছে। দেখিয়া মুরারি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন।

অনন্তর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া গৌর কহিলেন, "হরিদাস, আমার প্রাণ হইতেও তুমি আমার প্রিয়তর। তোমার যে জাতি, আমারও তাই। যবনগণ তোমায় বড় দুঃখ দিয়াছিল। নগরে নগরে তোমায় মারিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল। অত্যাচারকারিগণের শাস্তি বিধান করিতে আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু কি করিব, দেখিলাম যাহারা তোমাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিতেছে, মনে মনে তুমি তাহাদেরই মঙ্গল কামনা করিতেছ। দুর্ব্বৃত্তগণ তোমাকে যে প্রহার করিয়াছিল, তাহা আমারই পৃষ্ঠে পড়িয়াছিল; এই দেখ এখনও তাহার দাগ রহিয়াছে। তোমার দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া আমি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হইয়াছি। তোমাকে আমি অক্ষয় ভক্তি-ভাণ্ডার দান করিলাম।" হরিদাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অতঃপর অদ্বৈতাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া গৌর কহিলেন, "আচার্য্য এক দিন নিশাভাগে তোমাকে ভোজন করাইয়াছিলাম মনে পড়ে? তুমি গীতার শ্লোকবিশেষে ভক্তিযোগ না পাইয়া উপবাস করিয়া ঘুমাইয়াছিলে, স্বপ্নে আমি তোমাকে ঐ শ্লোকের ভক্তিসূচক অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। কত দিন কত শ্লোকের অর্থ আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিয়াছি, তাহা কি তোমার মনে আছে?" অনন্তর সেই সমস্ত শ্লোক একে একে আবৃত্তি করিয়া অদ্বৈতকে স্তম্ভিত করিয়া গৌর কহিলেন, "আচার্য, সকল পাঠই তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেবল এক পাঠ বলি নেই; এখন তাহা শোন। গীতার ১৩ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকের যথার্থ পাঠ এই:

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

আচার্য্য আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন গৌর যাবতীয় ভক্তগণকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। অদ্বৈত কহিলেন, "প্রভু, আমি কেবল এই চাহি যে, তুমি মুর্খ, নীচ ও দরিদ্রগণকে কৃপা কর।" কেহ কহিলেন, "আমার পিতা তোমার নিকট আসিতে দিতে চাহেন না; তাঁহার সুমতি বিধান কর।" যিনি যাহা চাহিলেন, ভক্তবৎসল গৌর তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিলেন।

কত জনকে ডাকিয়া গৌর কত মিষ্ট কথা কহিলেন, কত জনকে বর দিলেন, কিন্তু মুকুন্দ দত্তের নাম একবারও উচ্চারণ করিলেন না। মুকুন্দ প্রকোষ্ঠান্তরে মনোদুঃখে কাল কাটাইতেছিলেন। শ্রীবাস গৌরকে কহিলেন, "প্রভু, মুকুন্দ যদি অপরাধ করিয়া থাকে, নিজ হস্তে তাহার দণ্ডবিধান কর, কিন্তু তাহাকে দূরে ফেলিয়া রাখিও না।" গৌর কহিলেন, "মুকুন্দ অন্য সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশিয়া ভক্তিকে তুচ্ছ

করে। ভক্তি হইতে বড় কিছু আছে এ কথা যে বলে সে আমাকে নিদারুণ পীড়া দেয়। ভক্তিস্থানে কৃতাপরাধ মুকুন্দ আমাকে দেখিতে পাইবে না।" মুকুন্দ অন্তরাল হইতে সমস্ত শুনিয়া শ্রীবাসকে কহিলেন, "ঠাকুর, একবার প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, এ জন্মে ত তাঁহার দর্শন-লাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না, কখনও ঘটিবে কি?" তাহার প্রার্থনা শ্রীবাস গৌরের নিকট নিবেদন করিলে গৌর কহিলেন, "কোটী জন্ম পরে মুকুন্দ নিশ্চয় আমার দর্শন লাভ করিতে পারিবে।" "কোটী জন্ম পরে হউক, এক দিন ত পাইব" ভাবিয়া মুকুন্দ আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং "পাইব, পাইব" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দূর হইতে তাহার নৃত্য দেখিয়া গৌর হাসিয়া উঠিলেন এবং স্নেহভরে নিকটে আসিতে আদেশ করিয়া কহিলেন, "মুকুন্দ, তুমি অপরাধমুক্ত হইয়াছ, প্রসাদ গ্রহণ কর।" অপ্রার্থিত অনুগ্রহ পাইয়া মুকুন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন গৌর স্বীয় গলদেশ হইতে মালা খুলিয়া ভক্তগণ মধ্যে বিতরণ করিলেন এবং চর্ব্বিত তাম্বুল সকলকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। ভোজনের অবশিষ্ট যাহা ছিল শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীকে গৌর তাহা দান করিলেন। তদবধি বৈষ্ণবসমাজে 'গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র' বলিয়া নারায়ণী বিখ্যাত হইয়াছেন। এই নারায়ণীর গর্ভে চৈতন্য ভাগবত-প্রণেতা পরমভক্ত বৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

২২

জগাই-মাধাই উদ্ধার

এক দিন ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আজ হইতে তোমরা বাড়ী বাড়ী যাইয়া কৃষ্ণনাম প্রচার কর; প্রতি গৃহস্থের গৃহে যাইয়া কৃষ্ণভজনা করিতে ও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে ও কৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা করিতে উপদেশ কর। দিনাবসানে আমার নিকট আসিয়া প্রতিদিনের সংবাদ দিয়া যাইবে।"

প্রচারের আদেশ শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন। দুই জনে ঘরে ঘরে যাইয়া কৃষ্ণনাম বিলাইতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীদ্বয় গৃহস্থের দ্বারে উপনীত হইলে গৃহস্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভিক্ষা দিতে আসিত। তাঁহারা বলিতেন, "আমরা আর কিছু চাই না, আমাদের একমাত্র ভিক্ষা তোমরা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনা কর, শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর ও কৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা কর।" অনেকে প্রীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিতে অঙ্গীকার করিত। কেহ কেহ বলিত, "ইহারা দুইজন পাগল হইয়াছে, আমাদিগকেও পাগল করিতে আসিয়াছে।" যাহারা শ্রীবাস-গৃহে কীর্ত্তনকালে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের গৃহে গেলে তাহারা মারিতে আসিত, এবং বলিত, "ইহারা চোরের চর। ঘুরিয়া ফিরিয়া চুরির সুবিধা লক্ষ্য করিতেছে। আর একবার আসিলেই ধরিয়া দেয়ানে লইয়া যাইব।"

এই সময়ে নবদ্বীপে দুই জন দুর্দ্দান্ত দস্যু ছিল। তাহারা ব্রাহ্মণ-

বংশোদ্ভব, কিন্তু তাহাদের অকার্য্য দুষ্কর্ম্ম কিছুই ছিল না। মদ্যপান, গোমাংসভক্ষণ, গৃহদাহন, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি তাহাদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। সারাদিন মাতাল অবস্থায় তাহারা রাস্তায় বেড়াইত, এবং পথিক দেখিতে পাইলেই ধরিয়া প্রহার করিত। নিত্যানন্দ ও হরিদাস নামপ্রচারে বহির্গত হইয়া একদিন দস্যুদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন, এবং পথপার্শ্বস্থ কয়েক জন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের পরিচয় অবগত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া নিত্যানন্দের হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হইল। তিনি মনে মনে তাহাদের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন পাপীর উদ্ধারের জন্যই গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু এমন পাতকী আর কোথায় আছে? প্রভু লোকচক্ষুর অন্তরালে মুষ্টিমেয় ভক্তের নিকট আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, কিন্তু বাহিরের লোকে তাঁহার প্রভাবের কোন পরিচয় না পাইয়া উপহাস করিতেছে। এই দুই পাপী যদি তাঁহার কৃপায় উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সকলে তাঁহার প্রভাবের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইবে।

তবে হও নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়ে করে যদি চৈতন্য প্রকাশ॥
এখনে যে মদে মত্ত আপনা না জানে।
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
"মোর প্রভু" বলি যদি কাঁদে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥

চৈঃ ভাঃ ১৩ অঃ

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতাই প্রকাশ্যে হরিদাসকে কহিলেন, "হরিদাস, এই হতভাগ্য মানব দুইটার দুর্ভাগ্য দেখিতে পাইয়াছ?

ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়াও ইহারা যেরূপ পাপকার্য্যে লিপ্ত আছে, তাহাতে ইহাদের পরিত্রাণের আর উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। হে কারুণিক, যবনগণ তোমাকে প্রাণান্তক ভাবে প্রহার করিলেও তুমি তাহাদের ইষ্টচিন্তাই করিয়াছিলে, এই দুর্ভাগ্যদ্বয়ের শুভানুসন্ধান করিবে না কি? প্রভু নিজ মুখে বলিয়াছেন তোমার সঙ্কল্পের তিনি অন্যথা করেন না। তুমি একবার ইচ্ছা করিলেই ইহারা উদ্ধার পায়।" হরিদাস কহিলেন, "তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন ইহাদের উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই। প্রভুর ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার কখন পরিপন্থী হয় না।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "প্রভুর আদেশ সকলেই কৃষ্ণভজনা করিবে। পাপীদের প্রতি তাঁহার আদেশ বিশেষরূপে প্রযোজ্য। আমরা কৃষ্ণনাম বিলাইবার ভার পাইয়াছি, ফল আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। চল, আমরা গিয়া দস্যুদিগকে কৃষ্ণনাম প্রদান করি। তাহারা যদি সে নাম গ্রহণ না করে, তাহাতে আমাদের অপরাধ নাই।" অনন্তর উভয়ে দস্যুদ্বয়ের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে দস্যুদিগের নিকট যাইতে দেখিয়া নিকটস্থ লোকেরা বিশেষরূপে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সে নিষেধ উপেক্ষা করিয়া ভক্তদ্বয় দস্যুদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

> "বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
> কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥
> তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
> হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥"
>
> চৈঃ ভাঃ ১৩ অঃ

শুনিয়া দস্যুদ্বয় আরক্ত লোচনে তাহাদিগের দিকে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে ধরিবার জন্য ধাববান হইল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস

বেগতিক দেখিয়া পলায়নপর হইলেন। দস্যুদ্বয় বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গেল। অবশেষে মদের নেশায় পরস্পর মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হইল। দস্যুভয়মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভক্তগণ-বেষ্টিত গৌরচন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং সমস্ত ঘটনা সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। দস্যুদ্বয়ের পরিচয় পাইয়া গৌর কহিলেন, "বেটারা এখানে আসিলে আমি তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিব।" শুনিয়া নিত্যানন্দ কহিলেন, "তা ইচ্ছা হয়, তুমি তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড কর, কিন্তু আমি বলিয়া রাখিতেছি, আমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। ইহারাই যদি গোবিন্দ না বলিল, তবে তোমার আর বড়াই কিসের? ধার্ম্মিক যে, সে ত স্বভাবতঃই কৃষ্ণনাম করে, ইহাদিগকে যদি ভক্তিদান করিয়া উদ্ধার কর, তবে তো বুঝি তুমি বাস্তবিকই পতিতপাবন। আমাকে তারণ করিয়া তোমার মহিমা যতটা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে।" গৌর হাসিয়া বলিলেন, "তোমার দর্শন যখন তাহারা পাইয়াছে, তখনই তাহাদের উদ্ধার হইয়াছে। তুমি যখন তাহাদের মঙ্গল বিশেষভাবে কামনা করিতেছ, তখন জানিও কৃষ্ণ অচিরাৎ তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন।"

ইহার কয়েক দিন পরে নগর-ভ্রমণান্তে নিত্যানন্দ রাত্রিকালে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় "কে রে, কে রে" বলিয়া জগাই মাধাই তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। নিত্যানন্দ পলায়ন করিলেন না। বলিলেন, "আমি অবধূত, প্রভুর বাড়ী যাইতেছি।" অমনি মাধাই সক্রোধে সমীপস্থ একখণ্ড কলসীভাঙ্গা মুটকী লইয়া সবলে নিত্যানন্দের মস্তকে নিক্ষেপ করিল। নিত্যানন্দের আহত মস্তক হইতে রক্তধারা ছুটিল। তিনি তখনও পলায়ন করিলেন না, স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া গোবিন্দ-নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। মাধাই এক হস্তে তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া দ্বিতীয়

হস্তে তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্ত আবার মুটকী কুড়াইয়া লইল, কিন্তু অবধূতের মস্তকগলিত অবিরল শোণিতধারা দেখিয়া জগাই শিহরিয়া উঠিল। অকস্মাৎ অজ্ঞাতপূর্ব্ব করুণার বেদনায় তাহার হৃদয় পীড়িত হইয়া উঠিল। মাধাইয়ের দুই হস্ত জড়াইয়া ধরিয়া জগাই বলিল, "আর মারিস না মাধাই, কেন তুই এমন নিষ্ঠুর কাজ করলি? এই দেশান্তরী অবধূতকে মারিয়া তোর কি লাভ হ'বে?" পথের ধারে লোক ছিল, দৌড়িয়া গিয়া নিত্যানন্দের দুরবস্থার কথা গৌরকে জানাইল। ভক্তগণ-সহ গৌর আসিয়া দেখিলেন, রক্তাক্তকলেবর নিত্যানন্দ হাস্ত করিতেছেন। নিত্যানন্দের শরীরে রক্ত দেখিয়া গৌরের রোষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। "চক্র চক্র" বলিয়া তিনি হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে দিব্য সুদর্শনচক্র তাঁহার হস্তসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাগবতগণ মহা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ ভয়-ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "স্থির হও, স্থির হও, প্রভু, রোষ সংবরণ কর। মাধাই আমাকে মারিয়াছে সত্য, কিন্তু জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে। আমার যে রক্তপাত হইয়াছে, তাহাতে আমার কষ্ট হয় নাই। এই দুই-জনের শরীর আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। দয়াময়, দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।" জগাই নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়াছে, শুনিয়া গৌর প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "জগাই, তুমি আমাকে কিনিয়া রাখিলে। কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন। তুমি আজি হইতে প্রেমভক্তি লাভ কর।" জগাই এই কথা শুনিয়া প্রেমাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ভক্তগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন—

প্রভু বোলে, "জগাই, উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেম ভক্তি দান দিল তোরে॥"

জগাই দেখিতে পাইল, গৌর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হইয়া চতুর্ভুজরূপে

বিরাজ করিতেছেন। দেখিয়া আবার সে মূর্চ্ছিত হইল। গৌর তাঁহার বক্ষে চরণ অর্পণ করিলেন।

মাধাই নিকটে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল; দেখিতে দেখিতে তাহার চিত্তের মলিনতা ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইয়া গেল। নিত্যানন্দের বসন ত্যাগ করিয়া সে দৌড়িয়া গিয়া গৌরের চরণ ধারণ করিয়া কহিল, "প্রভু, দুইজনেই একসঙ্গে পাপ করিয়াছি, জগাইকে তুমি কৃপা করিলে, আমি কি তোমার কৃপায় বঞ্চিত থাকিব?" গৌর কহিলেন, "তুই নিত্যানন্দের রক্তপাত করিয়াছিস্; তোর পরিত্রাণ আমি দেখিতে পাইতেছি না।" মাধাই চরণ ধরিয়া পড়িয়া রহিল, এবং কাতর ভাবে বার বার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তখন সদয় হইয়া গৌর কহিলেন, "তুমি নিত্যানন্দের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।" মাধাই নিত্যানন্দের পাদমূলে পতিত হইল। নিত্যানন্দকে সম্বোধন করিয়া গৌর কহিলেন, "নিতাই, তোমার রক্তপাত করিয়া মাধাই এখন তোমারই চরণে প্রণত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে তুমি মাধাইকে ক্ষমা করিতে পার।" নিতাই কহিলেন, "প্রভু, আমার নিকট মাধাই যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার জন্য তোমায় ভাবিতে হইবে না। তোমার ভৃত্য যে কৃপা করে, সে তোমারই কৃপা। আমার যদি কোন জন্মগত কিছুমাত্রও সুকৃতি থাকে, সব আমি মাধাইকে দান করিলাম। মাধাই তোমারই। মায়াময়, মায়া ত্যাগ করিয়া এখন মাধাইকে কৃপা কর।" গৌর কহিলেন, "যদি ক্ষমাই করিলে, তবে তাহাকে আলিঙ্গন কর।" নিত্যানন্দ প্রেমভরে মাধাইকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। নূতন জন্ম লাভ করিয়া জগাই মাধাই গৌরের স্তব করিতে লাগিল। গৌর কহিলেন, "আর কখন পাপ করিও না। কোটী জন্মে তোমরা যে পাপ করিয়াছ, যদি আর পাপ না কর তবে সে পাপের ভার আমি গ্রহণ

করিলাম।" জগাই মাধাই আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গৌরের আদেশে ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া উভয়কে গৌরের গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় গৌর কহিলেন, "পূর্ব্বে ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে লোকে অশুচি-বোধে গঙ্গাস্নান করিত। আমি ইহাদিগকে এত সাধু করিয়া তুলিব, যে ইহাদের স্পর্শে গঙ্গাস্নান-ফল লাভ হইবে। ইহারা আর মদ্যপ নহে ইহারা আমার সেবক। ভক্তগণ, সকলে ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর" ভক্তগণ জগাই-মাধাইকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তদবধি জগাই-মাধাই পরম ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল। তাহারা প্রত্যহ প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করিতে লাগিল। পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ করিয়া তাঁহারা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া অহর্নিশি রোদন করিত। পূর্ব্বের হিংস্র ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহাদের হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইত। কেবল গৌর ও নিত্যানন্দের কৃপা মনে হইলে তাহাদের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইত। ভোজনে তাহাদিগের রুচি রহিল না। জীবনের লালসা অন্তর্হিত হইল। গৌর নিজে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। অনুতাপজর্জ্জরিত মাধাই একদিন নিত্যানন্দকে একাকী দেখিতে পাইয়া তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং অশ্রুজলে চরণ ধৌত করিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তোমার পবিত্র অঙ্গে আঘাত করিয়াছি। তোমার রক্তপাত করিয়াছি। আমায় মার্জ্জনা কর।" নিতাই নানারূপ প্রবোধবাক্যে মাধাইকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তুমি গঙ্গার ঘাট সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। লোকে সুখে গঙ্গাস্নান করিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবে। যাহাকে দেখিবে, অতি বিনীত ভাবে তাহাকেই নমস্কার করিবে।" নিত্যানন্দের উপদেশ মাধাই অতি যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিল। যাহাকে দেখিতে পাইত, তাহাকেই

প্রণাম করিয়া মাধাই বলিত, "জ্ঞানে অজ্ঞানে তোমার নিকট যত অপরাধ করিয়াছি, সকল ক্ষমা কর।" গঙ্গার ঘাট ত্যাগ করিয়া মাধাই কোথাও যাইত না। তাহার স্বহস্তরচিত ঘাট "মাধাইয়ের ঘাট" বলিয়া নবদ্বীপে বিখ্যাত হইয়া উঠিল। তাহার কঠোর তপস্যায় লোক তাহাকে ব্রহ্মচারী আখ্যা প্রদান করিল।

জগাই মাধাইয়ের এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনকাহিনী দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। স্ত্রীহন্তা, নরহন্তা, গোব্রাহ্মণহন্তা পরম দুর্ব্বৃত্ত দস্যু গৌরের কৃপায় পরম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। গৌর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া সকলের ধারণা জন্মিল।

২৩

সত্যাগ্রহ

নগর-কীর্ত্তন ও কাজীদমন

রাত্রিকালে রুদ্ধদ্বার গৃহে ভক্তগণ সহ গৌর সংকীর্ত্তন করিতেন, ইচ্ছা থাকিলেও সকলে তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু দিবা-ভাগে দলে দলে লোক নানাবিধ উপায়ন সহ তাঁহার দর্শনার্থ উপস্থিত হইত। গৌর সকলকেই পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণভক্তির উপদেশ দিতেন।

"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥

এই মন্ত্র জপ করিতে সকলকেই উপদেশ দিয়া গৌর কহিতেন, "তোমরা দশ পাঁচ জনে মিলিয়া স্বীয় গৃহের দ্বারে বসিয়া হাততালি দিতে দিতে কীর্ত্তন করিবে,

'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'

"স্বামীস্ত্রী, পিতাপুত্র মিলিয়া ঘরে ঘরে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ কর।" গৌরের উপদেশ-মতো পল্লীতে পল্লীতে কীর্ত্তন আবদ্ধ হইল। ঘরে ঘরে দুর্গোৎসবের সময় ব্যবহারার্থ যে সমস্ত মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ ছিল, কীর্ত্তনের সময় তাহা ধ্বনিত হইতে লাগিল।

হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।
এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥

সমগ্র নবদ্বীপ কীর্ত্তনের শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। এক দিন নবদ্বীপের কাজী নগরভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। রুষ্ট হইয়া ধর্ম্মান্ধ কাজী কীর্ত্তনকারিগণকে ধরিয়া আনিবার জন্য অনুচরগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। নাগরিকগণ ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। তদবধি কাজী প্রত্যহ নগরে বহির্গত হইয়া যেখানে কীর্ত্তন শুনিতে পাইতেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইতেন, এবং জোর করিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিতেন। বৈষ্ণবদ্বেষিগণ পরম আহ্লাদিত হইল এবং বৈষ্ণবদিগকে লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ পরিহাস করিতে লাগিল। এক দিন বহুসংখ্যক লোক গৌরের নিকট গমন করিয়া কাজীর অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিলেন। ভক্তের দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া গৌরের ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি নাগরিকগণকে কহিলেন, "যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়া মনের সুখে কীর্ত্তন আরম্ভ কর। আজি সমগ্র নবদ্বীপে আমি কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব, কাজীর

ক্ষমতা থাকে, তাহার প্রতিরোধ করুক। আজ সন্ধ্যাকালে যেন নবদ্বীপের যাবতীয় গৃহ আলোকমালায় বিভূষিত হয় এবং সকলেই যেন আমার সহিত কীর্ত্তনে বহির্গত হয়।" ভক্তগণ মহোল্লাসে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সন্ধ্যাকালে গৌর কীর্ত্তনকারিগণকে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া অদ্বৈত ও শ্রীবাসকে তুই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দান করিলেন এবং নিত্যানন্দ সহ স্বয়ং তৃতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক মশাল হস্তে রাস্তায় বাহির হইল। দীপালোক-সমুজ্জ্বল নবদ্বীপ তখন স্বর্গীয় শোভায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। উন্মুক্ত রাজপথে গৌর ও তদীয় ভক্তগণের প্রেমপুলকোজ্জ্বল কান্তি ও নৃত্য দর্শন করিয়া সমগ্র নবদ্বীপ বিমোহিত হইল; কাজীর ভয় আর রহিল না। লক্ষ কণ্ঠের হরিধ্বনি আকাশমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

"তুয়া মন লাগহুঁ রে, শারঙ্গধর,
তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে॥"

গায়িতে গায়িতে ভক্তগণ গৌরচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইলেন। গৌর বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই বিপুল জনসঙ্ঘ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবদ্বেষিগণ সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

জনকোলাহল দূর হইতে কাজীর কর্ণে পৌঁছিল। কাজী ভৃত্যমুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। জনকোলাহল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সেই বিপুল জনশ্রেণী অবশেষে তাহার দ্বারে সমাগত হইল। তিনি গৃহমধ্যে পলায়ন করিলেন। উন্মুক্ত নাগরিকগণ পুষ্পোদ্যান ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল। গৌর দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইয়া জনৈক ভক্ত দ্বারা কাজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাজী বাহিরে আসিয়া সসম্মানে গৌরকে নমস্কার করিলেন। গৌর তাঁহাকে সম্মানের

সহিত নিজ পার্শ্বে বসাইয়া পরিহাসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "অভ্যাগত আমাকে দেখিয়া তুমি পলায়ন করিলে, এ তোমার কিরূপ ধর্ম্ম বল দেখি" ?

কাজী কহিলেন, "তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ দেখিয়া তোমাকে শান্ত করিবার জন্য আমি লুকাইয়াছিলাম।"

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ-সম্বন্ধ হইতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥

তখন বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে নানা কথার আলোচনা হইল।

অবশেষে গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, তোমার আদেশে নবদ্বীপে কত মৃদঙ্গভঙ্গ হইয়াছে, তোমার অনুচরগণ কত দিন জোর করিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিয়াছে, আজি তুমি কীর্ত্তনে বাধা দিতেছ না, ইহার কারণ কি বল দেখি ?"

তখন কাজী বলিতে লাগিলেন "সে বড় নিগূঢ় কথা। যে দিন আমি হিন্দুর গৃহে গৃহে মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিয়া কীর্ত্তন নিষেধ করিয়াছিলাম, সেই দিন রাত্রিতে এক ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্ত্তি গর্জ্জন করিতে করিতে লম্ফ দিয়া আমার দেহোপরি উপবিষ্ট হইয়া অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিল, এবং আমার বক্ষস্থলে নখ স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল, 'তোমাকে শিক্ষা দিবার জন্যই আমি আবির্ভূত হইয়াছি। বৈষ্ণবগণের উপর তোমার উৎপাত মাত্রাধিক হয় নাই, তাই তোমাকে ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু যদি ভবিষ্যতে পুনরায় ওরূপ আচরণ কর, তবে সবংশে নিহত হইবে ?"

গৌর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কাজী, তুমি পুণ্যবান, তাই শ্রীকৃষ্ণে তোমার ভক্তি হইয়াছে।" গৌরের সদয় বচনে কাজীর দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গৌর তখন কাজীকে কহিলেন, "তোমার নিকট আমার এক অনুরোধ আছে। নদীয়ায় যেন সংকীর্ত্তনের প্রতিবন্ধকতা না হয়।"

কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন বাধিতে॥

বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে "হরি" "হরি" করিয়া উঠিলেন। তখন কাজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভক্তগণ সহ গৌর বহির্গত হইলেন।

২৪

লীলা

এক

শ্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তন হইত। গৌরের অনুমতি বিনা কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। শ্রীবাসের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর এক দিন কীর্ত্তন শুনিবার ও ভক্তগণের নৃত্য দেখিবার সাধ হইল। নৃত্য ও কীর্ত্তন আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীবাস পরিবারবর্গকে গৃহান্তরে যাইবার আদেশ করিতেন। ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় শ্রীবাসের শাশুড়ী এক দিন পূর্ব্বাহ্নে এক ডোলের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিলেন। যথাকালে নৃত্য ও কীর্ত্তন আরব্ধ হইল। কিন্তু নাচিতে নাচিতে গৌর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, "আজি নৃত্যে আমার তাদৃশ আনন্দ হইতেছে না কেন? বোধ হয়, কে কোথায় লুকাইয়া আছে।" শ্রীবাস

অঙ্গনোপরিস্থ সমস্ত ঘর খুঁজিয়া আসিয়া বলিলেন,"কই, বাজে কেহইত্তো নাই।" . গৌর তখন পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু ক্ষণিক পরে বিরত হইয়া বলিলেন, "না, আজি নৃত্যে সুখ নাই ; কৃষ্ণ আজি আমার প্রতি বিরূপ।" গৌরের সুখের ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া শ্রীবাস পরম উদ্বিগ্ন চিত্তে তন্ন তন্ন করিয়া ঘব খুঁজিতে লাগিলেন, পরিশেষে স্বীয়-শাশুড়ীকে ডোলের পশ্চাতে লুক্কায়িত দেখিতে পাইয়া অন্য এক জন দ্বারা সবলে তাঁহাকে আনয়ন করাইলেন। তখন উল্লসিত চিত্তে গৌর নৃত্য করিতে লাগিলেন।

দুই

প্রকৃতিস্থ অবস্থায় গৌর কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না। বরং ভক্ত দেখিলেই সসম্ভ্রমে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন। ইহাতে ভক্তগণ মনে মনে বিশেষ দুঃখিত হইতেন গৌর যখন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন, তখন মনের সাধে তাঁহারা তাঁহার চরণ-সেবা করিতেন। এক দিন নৃত্য করিতে করিতে গৌর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, অদ্বৈত তাঁহার চরণধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। মূর্চ্ছান্তে গৌর পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন কিন্তু অচিরেই নৃত্য হইতে বিরত হইয়া বলিলেন, "কেন আজ কৃষ্ণ আমার চিত্তে প্রকাশিত হইতেছেন না ? কাহার অপরাধে আমার মনে উল্লাস আসিতেছে না ? কেহ কি আমার পদধূলি লইয়াছে ?" গৌরের বচন শুনিয়া ভক্তগণ ভয়ে মৌন হইয়া রহিলেন। অবশেষে অদ্বৈতাচার্য্য যুক্তকরে কহিলেন, "লোভের বস্তু প্রকাশ্যে না পাইলেই লোকে চুরি করে। আমি চুরি করিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর। তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও, তাহা হইলে আর তোমার পদধূলি লইব না।" গৌর বিষম রুষ্ট হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন "যে তোমার নিকট

কৃতার্থ হইতে আসে, তাহার চরণ ধরিয়া তুমি তাহার সর্ব্বনাশ কর। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ভক্তির অধিকারী হইয়াও তুমি মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির ভক্তির প্রতি লোভ সংবরণ করিতে পার না। তুমি মহাচোর, মহাদস্যু; আমি কিন্তু আজ চোরের উপর বাট্‌পাড়ি করিব।” এই বলিয়া সবলে অদ্বৈতকে ধরিয়া গৌর আপনার মস্তকে তাঁহার চরণ স্থাপন করিলেন। তখন কীর্ত্তন ও নৃত্যে শ্রীবাস-গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।

তিন

এক দিন নৃত্য আরব্ধ হইলে থাকিয়া থাকিয়া গৌর বলিতে লাগিলেন, “কই, আজি তো প্রেমানুভব হইতেছে না। তোমাদের নিকট কি আমার কিছু অপরাধ হইয়াছে?” তখন অদ্বৈতাচার্য্য ভ্রুকুটী করিয়া কহিলেন, “প্রেম আসিবে কোথা হইতে? নাড়া সব শুষিয়া লইয়াছে। আমি প্রেম পাই না, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রেম পান না, কিন্তু তিলি-মালির সঙ্গে অনবরত প্রেমবিলাস চলিতেছে। শ্রীবাস ও আমি কেহই তোমার প্রেমের অধিকারী হইলাম না, আর কোথা হইতে এক অবধুত আসিয়া তোমার প্রেমের ভাণ্ডারী হইয়া দাঁড়াইল। আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিতেছি, আমাকে প্রেমযোগ দান না করিলে আমি তোমার সকল প্রেম শুষিয়া লইব।”

গৌর কোনও প্রত্যুত্তর করিলেন না, কিন্তু ত্বরিতপদে দ্বার উন্মোচন করিয়া গঙ্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং “প্রেমহীন শরীর রাখিয়া কি কাজ” বলিয়া গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিলেন। গৌর কহিলেন, “কেন আমাকে টানিয়া তুলিলে?”

নিতাই কহিলেন, "মরিতে চাহ কেন ?"

গৌর—তুমি ত সব জান।

নিতাই—প্রভু ক্ষমা কর। যাহাকে স্বহস্তে শাস্তি দিতে পার, তাহার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে চাও ? ভৃত্য যদি অভিমানবশতঃ কিছু বলিয়া থাকে, তজ্জন্য প্রাণবিসর্জ্জন দিয়া কি ভৃত্যের প্রাণদণ্ড করিবে ?

বলিয়া নিত্যানন্দ কাঁদিতে লাগিলেন। তখন গৌর নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে বলিলেন, "আমার কথা কাহাকেও বলিও না; কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, আমার সহিত তোমাদের দেখা হয় নাই। আমার আজ্ঞায় এই কথা বলিও। আজি আমি কোথাও লুকাইয়া থাকিব।" তখন নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া গৌর লুকাইয়া রহিলেন। এ দিকে ভক্তগণ প্রভুর সন্ধান না পাইয়া শোকে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈত মহা অপ্রতিভ হইয়া গৌব-বিরহে উপবাসী রহিলেন।

সমস্ত রাত্রি নন্দনাচার্য্যের গৃহে অতিবাহিত করিয়া প্রত্যূষে গৌর শ্রীবাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং শ্রীবাসের নিকট অদ্বৈতের সংবাদ পাইয়া গিয়া দেখিলেন, অদ্বৈত মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া গৌব কহিলেন "আচার্য্য, উঠিয়া দেখ আমি আসিয়াছি।" আচার্য্য সংজ্ঞা লাভ করিলেন। কিন্তু লজ্জায় তাঁহার বাক-স্ফুর্ত্তি হইল না। গৌর কহিলেন, "আচার্য্য, কষ্ট করিও না, উঠিয়া স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন কর। অপরাধ দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ যাহার শাস্তি বিধান করেন, সে তাঁহার জন্ম জন্ম দাস। এই পরম তত্ত্ব আজি তোমাকে আমি কহিলাম। এখন গাত্রোত্থান করিয়া স্নান ও আরাধনাদি কর।"

চার

এক দিন গৌরের নাট্যাভিনয় করিবার ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা ব্যক্ত হইবামাত্র পরম-ভক্ত বুদ্ধিমন্ত খান নাট্যের সাজসজ্জার আয়োজনের ভার

গ্রহণ করিলেন; চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বিস্তৃত অঙ্গন রঙ্গভূমি নিরূপিত হইল। অভিনয়ের আয়োজন সমস্ত শেষ হইলে গৌর বৈষ্ণব দিগকে কহিলেন, "আজি আমি প্রকৃতিরূপে নৃত্য করিব। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সে নৃত্য দেখিবার অধিকাব নাই। ইন্দ্রিয়-ধারণে যাঁহারা সক্ষম তাঁহারাই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবেন।" গৌরের লক্ষ্মীবেশে নৃত্য দর্শনাশায় ভক্তগণ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন; কিন্তু গৌরের কথায় সকলেই চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই আচার্য্য কহিলেন, ইন্দ্রিয়-ধারণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমি এখনও লাভ কবিতে পারি নাই; আমি রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিব না" শ্রীবাস পণ্ডিত কহিলেন, "আমারও সেই কথা।" একে একে সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "আমারও ঐ কথা।" তখন গৌর হাসিয়া কহিলেন, "তোমরা না গেলে কাহাকে লইয়া নৃত্য হইবে? কিন্তু চিন্তা নাই; আজি সকলেই তোমরা মহাযোগেশ্বর হইবে; আমাকে দেখিয়া কেহই মুগ্ধ হইবে না।" অনন্তর চন্দ্রশেখর আচার্যের অঙ্গনে নাট্যাভিনয় সম্পন্ন হইল। শচীদেবী পুত্র-বধূসহ পুত্রের নৃত্য দেখিতে আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের গৃহলক্ষ্মীগণ সকলেই শচীমাতার সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন।

সে দিন রুক্মিণীর পাঠ গ্রহণ করিয়া গৌব যে অভিনয় করিয়াছিলেন, দর্শকগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা দর্শন করিয়াছিলেন।

পাঁচ

গৌর যখন প্রকৃতিস্থ থাকিতেন, তখন অদ্বৈতাচার্য্যকে বিশেষ সম্মান করিতেন। অদ্বৈত ইহাতে মনে মনে বড় অসুখী ছিলেন। এক দিন আচার্য্য মনে মনে চিন্তা করিলেন, "প্রভু আমাকে বড়ই বিড়ম্বিত করিতেছেন; তিনি বলপূর্ব্বক আমার চরণ ধারণ করেন।

শারীরিক বলে আমি তাঁহার সমকক্ষ নহি, কিন্তু ভক্তিবল আমার আছে। দেখি, ভক্তির জোরে তাঁহার মায়া আমি চূর্ণ করিতে পারি কি না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া আচার্য্য এক দিন হরিদাস ঠাকুরের সহিত শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন, এবং তথায় স্বীয় আবাসে বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ পাঠ ও ভক্তির উপর জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। হরিদাস দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কয়েক দিন যাইতে না যাইতে নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া গৌর অদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত তখন জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ক্রোধে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গৌর জিজ্ঞাসিলেন, "নাড়া, বলতো, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কে বড়?" অদ্বৈত তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "জ্ঞান তো সর্ব্বকালেই গরীয়ান্। যাহার জ্ঞান নাই, ভক্তিতে তাহার কি করিবে?" অদ্বৈতের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই গৌব তাঁহাকে সবলে ধারণ করিয়া অঙ্গনে টানিয়া আনিলেন, এবং নির্ম্মম ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতগৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গৌর রোষকম্পিতস্বরে কহিলেন, "এই জন্যই কি আমাকে প্রকাশিত করিয়াছ? আমাকে বৈকুণ্ঠ হইতে টানিয়া আনিয়া এখন জ্ঞান ব্যাখ্যা হচ্ছে?" গৌরের প্রহারে কৃতার্থ হইয়া অদ্বৈত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিলেন, কেমন, বড় যে আমার স্তুতি করিয়াছিলে, তাহা এখন কোথায় গেল? আমি দুর্ব্বাসা নহি যে, আমার অবশেষান্ন অঙ্গে মাখিবে; আমি ভৃগু নহি যে আমার পদধূলি অঙ্গে ধারণ করিয়া শ্রীবৎসলাঞ্ছন হইবে।

"মোর নাম অদ্বৈত, তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্ট মোর গ্রাস।"

চৈঃ ভা ১৯ অ

শাস্তিবিধানই যদি করিলে, তবে এখন পদছায়া দেও।" এই বলিয়া আচার্য্য গৌরের পদ মস্তকে ধারণ করিলেন। সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া গৌর রোদন করিতে লাগিলেন।

ছয়

এক দিন গৌর ও নিতাই বসিয়া আছেন, এমন সময় মুরারি গুপ্ত আসিয়া প্রথমে গৌরকে পরে নিতাইকে প্রণাম করিলেন। তজ্জন্য গৌর মুকুন্দকে তিরস্কার করিলে মুকুন্দ কহিলেন, "তুমি যাহা করাও, আমি তাই করি, আমার দোষ কি ?" তখন গৌর কহিলেন, "কাল জানিতে পারিবে।" সেই রাত্রিতে মুরারি স্বপ্নে দেখিলেন, "মল্লবেশে নিত্যানন্দ ধাবমান, তাঁহার মস্তকে শেষ নাগ ফণা তুলিয়া গর্জ্জন করিতেছেন, হস্তে হল ও মুষল শোভা পাইতেছে। শিখিপুচ্ছশোভিত বিশ্বম্ভর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। মুরারিকে দর্শন করিয়া গৌর কহিলেন, "মুরারি! নিতাই জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ।" স্বপ্নভঙ্গে মুরারি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং প্রত্যূষে গৌর-নিতাই সমীপে গমন করিয়া অগ্রে নিতাইকে প্রণাম করিলেন। প্রীত হইয়া গৌর মুরারিকে অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন। আনন্দে বিহ্বল মুরারি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যখন ভোজনে বসিলেন, তখন পত্নী-প্রদত্ত যাবতীয় অন্ন ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া কেবল "খাও খাও" বলিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গৌর মুরারির গৃহে গমন করিয়া কহিলেন, "মুরারি! কাল তোমার অন্ন খাইয়া আমার অজীর্ণ হইয়াছে। তোমার জল খাইয়া সে অজীর্ণ দূর করিতে হইবে।" এই বলিয়া মুরারির জলপাত্র লইয়া গৌর জলপান করিলেন। মুরারি রোদন করিয়া উঠিলেন।

সাত

একদিন শ্রীবাসগৃহে গৌর "গরুড়, গরুড়" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন। ঠিক সেই সময়ে আবিষ্ট ভাবে মুরারিও তথায় প্রবেশ করিলেন, এবং "আমিই তোমার গরুড়" বলিয়া যুক্তকরে গৌর-সমীপে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৌর মুরারির স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

আট

দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। ভাগবতের অধ্যাপক বলিয়া দেবানন্দের যথেষ্ট খ্যাতি থাকিলেও, ভক্তির অভাবে ভাগবতের গূঢ়ার্থ তাঁহার বোধগম্য হইত না। গৌর নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া দেবানন্দকে ভাগবত পাঠ করিতে শুনিলেন। শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও লোকটা কোনও জন্মেই ভাগবতের অর্থ বুঝিতে পারে নাই, ভাগবত-পাঠে উহার অধিকার নাই, আমি উহার পুঁথি ছিঁড়িয়া ফেলিব।" বলিয়া ক্রোধবশে দেবানন্দের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সঙ্গিগণ বহু কষ্টে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন।

নয়

শ্রীবাসের সহিত গৌর নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। পথিপার্শ্বস্থ মদের দোকান হইতে গন্ধ আসিয়া তাঁহার নাসিকায় প্রবিষ্ট হইল। মদ্য গন্ধে বারুণী-স্মরণ হওয়ায় গৌর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, এবং হুঙ্কার করিতে করিতে দোকানের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীবাস চরণে ধরিয়া নিষেধ করিলেন, কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া গৌর কহিলেন, "আমারও কি বিধিনিষেধ আছে?" শ্রীবাস কহিলেন, "জগতের পিতা

হইয়া তুমি যদি ধর্ম্মনাশ কর, তবে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? তোমার লীলা কেহ বুঝিতে পারিবে না, অনেকে এই মদের দোকানে প্রবেশ জন্য তোমার নিন্দা করিয়া নাশ প্রাপ্ত হইবে। তুমি যদি এই দোকানে প্রবেশ কর, আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।" গৌর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

যাইতে যাইতে দেবানন্দ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেবানন্দকে দেখিয়া শ্রীবাসের প্রতি তাহার ও তদীয় শিষ্যগণের ব্যবহার গৌরের স্মরণ হইল। তিনি কহিলেন, "ওহে দেবানন্দ, তুমি না ভাগবত পড়াও, তবে কোন্ অপরাধে মহাভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিতকে শিষ্য দ্বারা টানিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়াছিলে?" দেবানন্দ লজ্জিত হইয়া অধোবদনে রহিলেন।

দশ

বিশ্বরূপ যখন সংসার ত্যাগ করিয়া যান, তখন মর্ম্মান্তিক মনোদুঃখে শচীমাতা বলিয়াছিলেন, "অদ্বৈতাচার্য্যই আমার পুত্রকে গৃহের বাহির করিয়া দিলেন।" গয়া হইতে প্রত্যাগমনান্তে গৌর যখন সংসারে অনাসক্ত হইয়া পড়িলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া নিরবধি অদ্বৈতাচার্য্যের সহবাসে কাল কাটাইতে লাগিলেন, তখন মাতা আবার বলিয়াছিলেন, "চন্দ্রের মত আমার এক পুত্রকে আমার কোলছাড়া করিয়াও আচার্য্যের তৃপ্তি হয় নাই। বিশ্বম্ভরকেও ঘরের বাহির করিবার আয়োজন করিতেছেন। অনাথিনী আমার উপর কাহারও দয়া হয় না। জগতের সকলের কাছেই আচার্য্য "অদ্বৈত," কেবল আমারই নিকট দ্বৈত মায়া।"

এক দিন আবিষ্ট ভাবে গৌর বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিয়া আছেন এবং সকলকেই অভিমত বর দান করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীবাস

কহিলেন, "প্রভু, আইকে ভক্তিদান কর।" গৌর কহিলেন, "বৈষ্ণবের স্থানে যাঁহার অপরাধ আছে, তাঁহাকে আমি ভক্তি দান করিতে পারি না।" শ্রীবাস কহিলেন, যাঁহার পুণ্যগর্ভে তুমি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাঁহার ভক্তিযোগে অধিকার নাই, এমন কথা উচ্চারণ করিও না, প্রভু! যদিই মাতার কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, তাহার খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ কর।" গৌর কহিলেন, "বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি শুধু খণ্ডনের উপায় বলিতে পারি। অদ্বৈতের চরণ-ধুলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার ক্ষমালাভ করিতে পারিলেই, তিনি প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিবেন।" শুনিয়া অদ্বৈত ভয়াভিভূত হইয়া পড়িলেন; বিশ্বম্ভরের জননী, যাবতীয় বৈষ্ণবের জননীস্বরূপিণী শচী দেবীকে পদধুলি দানের কথায় তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। শচী দেবীর মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে আচার্য্য বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে তাঁহার চরণধুলি গ্রহণ করিয়া শচী দেবী অপরাধমুক্ত হইলেন।

এগার

নবদ্বীপে এক পরম সাধু তপস্বী বাস করিতেন। কেবল মাত্র পয়ঃ-পান করিয়া তিনি জীবন ধারণ করিতেন। গৌরের নৃত্য দেখিতে অভিলাষী হইয়া তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে ধরিয়া বসিলেন। ব্রহ্মচারীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শ্রীবাস একদিন তাঁহাকে লইয়া গৃহমধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। যথা সময়ে বিশ্বম্ভর নাচিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্ষণ-কাল পরেই বিরত হইয়া কহিলেন, "আজ কেন আমার প্রেমোদয় হইতেছে না? অনধিকারী কেহ কি লুকাইয়া আমার নৃত্য দেখিতেছে?" ভীত শ্রীবাস তখন সমস্ত ব্যক্ত করতঃ ব্রহ্মচারীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া কহিলেন, "এ হেন নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারীর কি তোমার নৃত্য দেখিবার অধিকার নাই, প্রভু?"

শুনি ক্রোধাবেশে বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ঝাট্ ঝাট্ বাড়ীর বাহির নিঞা কর॥
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোহে হয় ভক্তি॥
দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলি দেখায়।
"পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥
চণ্ডালেই মোহের শরণ যদি লয়।
সেহো মোর, মুঞি তার, জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ।
সেহো মোর নহে, সত্য বলিলু বচন॥

চৈঃ ভা ২৩অ

তখন ভীত হইয়া ব্রহ্মচারী বাটীর বাহির হইয়া গেলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যাহা কিছু দেখিতে পাইলাম, সেই আমার ভাগ্য। যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার অনুরূপ শাস্তি পাইলাম। অদ্ভুত নৃত্য, অদ্ভুত ক্রন্দনও যেমন দেখিলাম, স্বীয় অপরাধানুরূপ তর্জ্জন গর্জ্জনও তেমনি দেখিয়াছি। আমি তাঁহার সেবক। যে দণ্ড তিনি বিধান করিবেন, তাহা নত শিরে আমি গ্রহণ করিব।" করুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র তাঁহার তদানীন্তন মানসিক ভাব জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার মস্তকে চরণার্পণ করিয়া কহিলেন, তপস্যা করিয়া অহঙ্কার করিও না। বিষ্ণুভক্তি সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মচারী সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন।

২৫

ভক্ত-বাৎসল্য

এক

শুক্লাম্বরনামা এক নিষ্ঠাবান সুশান্ত ব্রহ্মচারী নবদ্বীপে বাস করিতেন। সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তিনি যে কিছু তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেন সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণকে তাহা নিবেদন করিয়া নিজে গ্রহণ করিতেন। কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারে অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িত। গৌর তাহাকে শ্রীবাস গৃহে নিজ নৃত্য দেখিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। একদিন গৌরের নৃত্য দেখিতে দেখিতে শুক্লাম্বর ঝুলি কাঁধে নিজেও নাচিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণ-কাল পরে গৌরের ঈশ্বরাবেশ হইল। তখন শুক্লাম্বরকে ডাকিয়া গৌর কহিলেন, "হে আমার জন্মজন্মান্তরের দরিদ্র সেবক, তুমি তোমার সমস্ত আমাকে অর্পণ করিয়া নিজে ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ। অনুক্ষণ তোমার দ্রব্য আমি কামনা করি। তুমি না দিলেও বলপূর্ব্বক আমি তাহা গ্রহণ করি। হে ভক্ত! দ্বারকায় আমি তোমার খুদ কাড়িয়া খাইয়া-ছিলাম, তাহা তোমার স্মরণ হয় কি?" এই বলিয়া শুক্লাম্বরের ঝুলির মধ্যে হস্ত নিবেশিত করিয়া মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া গৌর চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আমার তণ্ডুলে বিস্তর খুদকণা আছে, তাহা গ্রহণ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চাও প্রভু!" গৌর কহিলেন, "তোর খুদকণাই আমি চাই। ভক্তিহীন অমৃত দান করিলেও আমি তাহার দিকে ফিরিয়া

চাই না। হে ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর, সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে আমি বিরাজমান আছি। তোমার ভোজনেই আমার ভোজন, তোমার পর্য্যটনেই আমার পর্য্যটন। জন্মে জন্ম তুমি আমার সেবা করিয়াছ, তোমাকে আমি প্রেমভক্তি দান কবিলাম।" ভক্ত প্রতি প্রভুর অপার করুণার পরিচয় পাইয়া ভক্তগণ রোদন করিতে লাগিলেন।

দুই

মুরারি একদিন মনে মনে চিন্তা করিলেন, "ঈশ্বরলীলা মানববুদ্ধির অগম্য। যে সীতার জন্য রামচন্দ্র রাক্ষসবংশ ধ্বংশ করিলেন. তাঁহাকে পাইয়াই আবার বর্জ্জন করিলেন। যে যাদবগণকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রাণের মত দেখিতেন, তাঁহারই সম্মুখে সেই যাদবগণ নিহত হইল। গৌরও কখন অন্তর্হিত হইবেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। অতএব তিনি পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই আমাকে দেহত্যাগ করিতে হইবে।" মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই রাত্রিতেই দেহত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে এক শাণিত ছুরিকা আনিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু অচিরেই গৌর তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মুরারি, আমার একটী কথা রক্ষা করিতে হইবে।" মুরারি কহিলেন, "কি আদেশ প্রভু? আমার এ দেহ তোমারি"। গৌর কহিলেন, "সত্য বলিতেছ?" মুরারি বলিলেন, নিশ্চয়।" তখন গৌর কহিলেন, "মুরারি, ছুরিকাখানি আমাকে দান কর।" অনন্তর গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গৌর নিজেই গুপ্তস্থান হইতে ছুরিকাখানি বাহির করিয়া আনিলেন।

প্রভু বলে "গুপ্ত, এই তোমার ব্যভার?
কোন্ দোষে আমা ছাড়ি চাহ যাইবার?

তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা।
হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা॥

* * *

মোর মাথা খাও গুপ্ত মোর মাথা খাও।
যদি আর বার দেহ ছাড়িবারে চাও॥"

মুরারি প্রেমাশ্রুতে গৌরের চরণ অভিষিক্ত করিলেন।

চৈঃ ভাঃ ২০অ

তিন

একদিন শ্রীধরের কুটীরে উপস্থিত হইয়া গৌর দেখিলেন, জীর্ণ কুটীরের দ্বারদেশে এক অতি পুরাতন বহু তালিযুক্ত জলপূর্ণ ঘটী রহিয়াছে। ঘটী হস্তে লইয়া গৌর সেই জল পান করিলেন। 'মরিলাম, মরিলাম' বলিয়া শ্রীধর চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং "আমার সর্ব্বনাশ করিতে আমার ঘরে আসিয়াছ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গৌর কহিলেন, "শ্রীধরের জল পান করিয়া আমার কলেবর শুদ্ধ হইল, আজি আমি কৃষ্ণভক্তি লাভ করিলাম", বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

চার

নৃত্য করিতে করিতে আচার্য্য হঠাৎ ভূলুণ্ঠিত হইলেন। ভক্তগণ কিছুতেই তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলেন না। গৌর তাঁহার হাত ধরিয়া বিষ্ণুগৃহে লইয়া গেলেন, এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, তুমি কি চাও, আমায় খুলিয়া বল।" আচার্য্য কহিলেন, "তোমাকেই চাই, আর কি চাহিব?" গৌর কহিলেন, "আমিতো

তোমার সম্মুখেই আছি।" তখন অদ্বৈত কহিলেন, "পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে যে রূপ দেখাইয়াছিলে, তাহাই আমাকে দেখাইতে হইবে।"

বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিকে সৈন্য দেখে মহাযুদ্ধপথ॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে দেখে সেইক্ষণে।
চন্দ্র সূর্য্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে॥
কোটী চক্ষু বাহু মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন॥

চৈঃ ভাঃ ২৪অঃ

ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া অদ্বৈত নমস্কার করিলেন। এমন সময় দ্বার সমীপে ভয়ানক গর্জ্জন শ্রুত হইল। দ্বার উন্মুক্ত হইল। নিত্যানন্দ প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইল।

পাঁচ

নৃত্যান্তে গৌর প্রত্যহ স্নান করিতেন। শ্রীবাসের দুঃখী-নাম্নী দাসী তাঁহার স্নানার্থ গঙ্গাজল লইয়া আসিত। গৌর যখন নৃত্য করিতেন, দুঃখী মুগ্ধ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত; পরক্ষণই জল আনিতে ছুটিত। স্নানকালে প্রত্যহই গৌর দেখিতে পাইতেন, সারি সারি পূর্ণ কুম্ভ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এক দিন শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে প্রত্যহ আমার জন্য গঙ্গাজল বহিয়া আনে।" শ্রীবাস দুঃখীর নাম করিলে গৌর কহিলেন, "আর তাহাকে দুঃখী বলিও না। আজি হইতে তাহার নাম হইল সুখী।"

ছয়

শ্রীবাসগৃহে নৃত্য হইতেছে, এমন সময় তাঁহার অন্তঃপুরে আকুল ক্রন্দন শ্রুত হইল। দ্রুতগতিতে গমন করিয়া শ্রীবাস দেখিলেন, তাঁহার ব্যাধিগ্রস্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীবাস স্ত্রীলোকদিগকে নানারূপে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "অন্তিমকালে যাঁহার নাম একবার শ্রবণ করিলে অতি বড় পাতকীও বৈকুণ্ঠলাভ করে, স্বয়ং তিনি এখন আমার গৃহে নৃত্য করিতেছেন। আমার পুত্র ভাগ্যবান্, তাই এমন সময়ে পরলোক গমন করিয়াছে। তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে। একান্তই শোক সংবরণ করিতে যদি তোমরা সক্ষম না হও, তাহা হইলে প্রভুর নৃত্য শেষ হইলে রোদন করিও। তোমাদের ক্রন্দনে যদি তাঁহার নৃত্য-ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে নিশ্চিয় আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।" স্ত্রীগণ শান্ত হইলেন। শ্রীবাস গৃহবহির্ভাগে গমন করিয়া সংকীর্ত্তনে রত হইলেন। অচিরেই শ্রীবাসের পুত্রবিয়োগ সংবাদ ভক্তগণের কর্ণগোচর হইল, কিন্তু গৌরের নৃত্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই তাহা তাঁহাকে জানাইলেন না। নৃত্যান্তে গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে? পণ্ডিতের গৃহে কি কোনও অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে?" ভক্তগণ তখন সমস্ত সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। গৌর কহিলেন, "কখন পুত্র পরলোক গমন করিয়াছে?" ভক্তগণ কহিলেন, "চারি দণ্ড রাত্রিকালে। তোমার আনন্দ-ভঙ্গ ভয়ে এই আড়াই প্রহর শ্রীবাস কাহারও কাছে সে কথা প্রকাশ করেন নাই!" গোবিন্দ স্মরণ করিয়া গৌর কহিলেন, "হায়! এমন ভক্তের সঙ্গ আমি কিরূপে ত্যাগ করিব? আমার প্রেমে যে পুত্রশোকের তীব্রতা জানিল না, তাহাকে কিরূপে ছাড়িয়া যাইব?" গৌর কাঁদিতে লাগিলেন। "ত্যাগ" শব্দ শুনিয়া ভক্তগণ ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় আকুল হইলেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বাভাষ সুচিত হইল।

মৃত শিশুর সৎস্কারের জন্য তাহাকে বাহিরে আনা হইল। মৃত শিশুকে সম্বোধন করিয়া গৌর জিজ্ঞাসিলেন, "শিশু, শ্রীবাসের গৃহ কেন ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?" মৃত শিশু উত্তর করিল, "প্রভু, তোমার নির্ব্বন্ধ অন্যথা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যত দিন নির্ব্বন্ধ ছিল, তত দিন এ দেহের রস ভোগ করিয়াছি। নির্বন্ধ ঘুচিয়াছে, আর এখানে থাকিবার সাধ্যও নাই। অন্য নির্বন্ধিত পুরে গমন করিতেছি। কেহ কাহারও পিতা নহে, কেহ কাহারও পুত্র নহে; সকলেই কর্ম্মফল ভোগ করে। তোমার চরণে নমস্কার করিতেছি, এখন বিদায়"। শিশু নীরব হইল। মৃত পুত্রের কথা শুনিয়া শ্রীবাস ও ভক্তগণ শোক বিস্মৃত হইলেন।

সাত

এক দিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে গৌর কহিলেন, "শুক্লাম্বর, আজি মধ্যাহ্নে আমি তোমার অন্ন ভোজন করিব।" শুক্লাম্বর ত্বরিত গৃহে গমন করিয়া পরম যত্নে রন্ধন করিলেন। মনে বড় আশঙ্কা হইতে লাগিল, পাছে ভিক্ষুকের অন্নে গৌরের তৃপ্তি না হয়। যথা সময়ে গৌর আসিয়া ভোজন করিলেন; ভোজনান্তে কহিলেন, "আমার জীবনে এমন সুস্বাদু অন্ন কখনও খাই নাই।" কিয়ৎকাল কৃষ্ণ-কথালাপ করিয়া গৌর শুক্লাম্বরের গৃহে শয়ন করিয়া রহিলেন। ভক্তগণও তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন। বিজয় দাস নামক গ্রন্থ-লিখনব্যবসায়ী এক ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অত্যন্ত পরিপাটী ছিল, এবং সাধারণের নিকট তিনি "আঁখরিয়া বিজয়" নামে পরিচিত ছিলেন। গৌর তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। বিজয় গৌরের পাশেই শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল পরে গৌরের হস্তস্পর্শে বিজয় চাহিয়া দেখিলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক আলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিয়াছে। সেই জ্যোতির মধ্যে নানারত্নমণ্ডিত হেমস্তম্ভ সদৃশ সুগঠিত এক হস্ত, তাহার অঙ্গুলি নিশ্চয়ের মূলদেশ শ্রীরত্ন-মুদ্রিকাশোভিত। বিজয় বিস্মিত ও ভীত হইয়া চীৎকার করিতে উদ্যত হইলেন। গৌর তাঁহার মুখে হস্তার্পন করিয়া নিষেধ করিলেন এবং কহিলেন, "যত দিন আমি এখানে থাকিব, তত দিন এ কথা কাহাকেও বলিও না।" বিজয় হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, ভক্তগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাঁহারা দেখিলেন, বিজয় উন্মাদের মত উল্লম্ফন করিতেছে। ক্ষণকাল পরে বিজয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছান্তে সাত দিন আহার ও নিদ্রাশূন্য হইয়া বিজয় জড়ের মত নবদ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

২৫

সন্ন্যাস

হরিনাম প্রচারিত হইতে লাগিল, নবদ্বীপের পথে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্র হরিধ্বনি উঠিতে লাগিল, গৌরের ভক্তিবিহ্বলতা ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিবা নিশি তাঁহার নয়ন বাহিয়া অবিরল অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। হরিনাম কর্ণে প্রবেশ করিলেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে এক মহাকম্পের উদ্ভব হইত; সময়ে সময়ে তাহার প্রাবল্যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। ক্রমে এমন হইল যে, তিনি কি বলিতেছেন কি করিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। কখনও বলিতেন, "আমি মদন গোপাল," কখনও বলিতেন, "আমি চিরকাল শ্রীকৃষ্ণের দাস।" কখনও বা সমস্ত দিন ভরিয়া "গোপী" নাম' জপ করিতেন, আবার সময়ে সময়ে কৃষ্ণ-নাম শুনিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন এবং বলিতেন, "কৃষ্ণ শঠ, কৃষ্ণ দস্যু ও কিতব, কে তাহাকে ভজনা করিবে?" ক্ষণে ক্ষণে গোকুল গোকুল," কখনও বা "বৃন্দাবন বৃন্দাবন," আবার সময়ে সময়ে "মথুরা মথুরা" বলিয়া উল্লাসিত হইয়া উঠিতেন। কখনও ভূমিতলে ত্রিভঙ্গিম বংশীবাদন-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া নয়নজলে তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিতেন। কখনও কখনও রাত্রিকে দিন ও দিনকে রাত্রি বলিয়া ভুল করিতেন। জননীর সন্তোষ-বিধানের জন্য সময় সময় বাহ্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ভাবাবিষ্ট হইয়া থাকিতেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, এই প্রেমবিহ্বলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কালে এমন হইল যে বিষ্ণুপূজা করিতেও গৌর অপারক হইয়া পড়িলেন। স্নানান্তে যখন বিষ্ণুপূজার্থ উপবেশন করিতেন, তখন অবিরল ধারে অশ্রু বিগলিত হইয়া তাঁহার পরিধেয় বসন সিক্ত করিত। সিক্ত বসন ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া আবার যখন পূজায় বসিতেন, অমনি দ্বিগুণ বেগে বিগলিত অশ্রুতে সে বসনও ভিজিয়া যাইত। এইরূপ কিছুক্ষণ ধরিয়া কেবল বস্ত্র পরিবর্ত্তনই চলিতে থাকিত। পূজা আর হইয়া উঠিত না। পরিশেষে গদাধরকে ডাকিয়া একদিন গৌর কহিলেন, "গদাধর, আজ অবধি তুমি বিষ্ণুপূজা কর, আমার সে সৌভাগ্য নাই।"

এক দিন গোপীভাবাবিষ্ট হইয়া গৌর অনবরত "বৃন্দাবন" "গোপী" এই শব্দদ্বয় উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময় তথায় এক টোলের ছাত্র উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নিমাইপণ্ডিত, গোপীনাম-জপে কি ফল হইবে, কৃষ্ণনাম জপ কর।" গৌর ক্রুদ্ধ স্বরে উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণ তো দস্যু, কে তাহার ভজনা করে? যে বিনাপরাধে বলীকে বধ করিয়াছিল, বলির সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া তাহাকে পাতালে পাঠাইয়াছিল, তাহার নাম লইলে কি হইবে?" এই বলিয়া এক স্থূল বংশদণ্ড লইয়া গৌর ছাত্রকে তাড়া করিলেন। ছাত্র পলায়ন করিয়া সহাধ্যায়ীদিগকে গৌরের আচরণের বিষয় জানাইল। সকলে মহা কুপিত হইয়া উঠিল এবং আর কাহাকেও মারিতে আসিলে তাহারা গৌরকে প্রহার করিবে, এইরূপ ষড়যন্ত্র করিল।

ছাত্রগণের ষড়যন্ত্রের কথা গৌরের কর্ণগত হইল, এবং ইহার কয়েক দিন পরে এক দিন পারিষদদিগের সমক্ষে তিনি বলিলেন,—

"করিল পিপলীখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া কফ আরো বাড়িল দেহেতে॥

বলিয়া খল খল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ভিন্ন কেহই এই প্রহেলিকার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দের বদন বিষাদে সমাচ্ছন্ন হইল। ক্ষণকাল পরে নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া গিয়া গৌর কহিলেন, "নিতাই, মনের কথা তোমাকে খুলিয়া বলি। আমি আসিলাম জগতের উদ্ধারের জন্য, কিন্তু দেখিতেছি, আমা দ্বারা লোকের সংহারের পথই প্রসারিত হইতেছে। কোথায় মানবের বন্ধন ছেদন করিব, না, আমা দ্বারা তাহাদের বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। আমাকে মারিবার জন্য লোকে ষড়যন্ত্র করিতেছে; বৈষ্ণবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সমগ্র নবদ্বীপে বিদ্বেষের আগুণ জ্বালিতে চাহিতেছে; ইহাতে তো তাহাদের বন্ধন বাড়িবে। শোন নিতাই, আমি স্থির করিয়াছি, শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। যাহারা আমাকে মারিতে চাহিতেছে, কালি তাহাদের দ্বারেই আমি ভিক্ষুকবেশে উপস্থিত হইব। তখনও কি আমার প্রতি তাহাদের রাগ থাকিবে? সমাজ সন্ন্যাসীকে ভক্তি করে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, লোকে ভক্তির সহিত আমার উপদেশ গ্রহণ করিবে। তাই নিতাই, গৃহস্থাশ্রম বর্জ্জন করিতে আমি কৃতসংকল্প হইয়াছি; তুমি অনুমতি দাও।" নিতাই বিষাদিত হইয়া বলিলেন, "আমি কি বলিব? তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তোমার সকল ভক্তগণকে তোমার অভিপ্রায় জানাও। তাঁহারা কি বলেন, শোন।" তখন নিত্যানন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৌর মুকুন্দের আবাসে গমন করিলেন, এবং, তাঁহাকে স্বীয় সংকল্পের কথা বলিলেন। মুকুন্দ মর্ম্মাহত হইলেন এবং বহুক্ষণ বাদানুবাদের পর বলিলেন, "যদি একান্তই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, তবে

অন্ততঃ দিনকতক থাকিয়া পূর্ব্বের মতো কীর্ত্তন করিয়া যাও।" মুকুন্দের নিকট হইতে গৌর গদাধরের নিকট গমন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া—

অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদাধর।
যতেক অদ্ভূত সেই তোমার উত্তর॥
শিখাসূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই॥
মাথা মুণ্ডাইলে সে সকল দেখি হয়ে।
তোমার সে মত এ বেদের মত নহে॥
অনাথিনী মায়েরে বা কেমনে ছাড়িবে।
প্রথমে ত জননী বধের ভাগী হবে॥ চৈঃ ভা ২৫

গদাধরের নিকট হইতে গৌর একে একে যাবতীয় বৈষ্ণবের গৃহে গমন করিয়া স্বীয় সংকল্পের কথা সকলকে অবগত করিলেন।

করিবেন মং প্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখা স্মঙরি কাঁদে সর্ব্বভক্তগণ॥
কেহো বলে "সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে॥
কেহো বলে "না দেখিয়া সে কেশবন্ধন।
কেমনে রহিবে এ না পাপিষ্ঠ জীবন।
সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর॥"
এত বলি শিরে কর হানে আপনার॥
কেহো বলে "সে সুন্দর কেশ আরবার।
আমলক দিয়া কি না করিব সংস্কার॥"
হরি হরি বলি কেহ কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে॥ চৈঃ-ভা ২৫ অ

বিচ্ছেদশঙ্কাকুল ভক্তিগণকে প্রবোধ দিয়া গৌর কহিলেন, "লোক রক্ষার জন্য আমার সন্ন্যাস-গ্রহণ। অন্তরে কখনও আমি তোমাদের সঙ্গছাড়া হইব না।

সর্ব্ব কাল তোমরা সকলে মোর অঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে যেন তুমি আমা সবা সঙ্গে
নিরবধি আছ সংকীর্ত্তনসুখরঙ্গে॥
এই মত আছ আর দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে। চৈঃ ভাঃ ২৬অঃ

গৌরের সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্পের কথা ক্রমে জননীর কর্ণগোচর হইল। শুনিয়া শচীমাতা মূর্চ্ছিত হইলেন। বিশ্বরূপের সংসারত্যাগের পর হইতেই যে আশঙ্কায় তাঁহার মন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিত, গৌরের গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর হইতে তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া যে আশঙ্কায় তাঁহার মন অনবরত আলোড়িত হইতেছিল, সে আশঙ্কা সত্য হইতে চলিল। আজ বিশ্বরূপের শোক ও স্বামীশোক বিধবার হৃদয়ে নূতন হইয়া উঠিল। বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে পুত্রের নিকট গমন করিয়া শচী কহিলেন, "বাপ নিমাই, আমাকে ত্যাগ করিয়া তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না। তোমাকে দেখিতে না পাইলে আমি বাঁচিব না। জননীকে কষ্ট দিলে কি তোমার ধর্ম্ম হইবে? নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি বান্ধবগণের সহিত গৃহে থাকিয়াই কীর্ত্তন কর। ধর্ম্মময় তুমি, আমাকে ত্যাগ করিয়া জগৎকে কি ধর্ম্ম শিখাইবে, বাপ?"

জননীর আকুল ক্রন্দনে গৌরের করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল; তাঁহার

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, কোনও বাক্য-নিঃসরণ হইল না। উত্তর না পাইয়া জননী প্রস্থান করিলেন। তাঁহার আহারনিদ্রা বন্ধ হইল, শরীর কঙ্কালসার হইল। একদিন জননীকে নিভৃতে লইয়া গৌর কহিলেন, "মা, মন স্থির কর। তুমি কি কেবল আমার এই জন্মেরই মা? এক কালে তুমি পৃশ্নিনামে এই ধরাধামে বিরাজ করিতে; তখনও তোমারই পুত্ররূপে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তোমারই গর্ভ আশ্রয় করিয়া আমি শ্রীরামরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। দেবহূতিরূপে কপিলরূপী আমাকে তুমিই প্রসব করিয়াছিলে। দেবকীরূপে শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাকে তুমিই স্তন্য দান করিয়াছিলে। আরও দুইবার আমাকে তোমার পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইতে হইবে। সংসার ত্যাগ না করিলে আমার জন্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। জগতের মঙ্গলার্থে সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দেও মা।" পুত্রের কথা শুনিয়া শচীর মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইল।

গৌর স্বীয় সংকল্পের কথা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু সাধ্বী লোকমুখে সমস্তই শুনিয়াছিলেন। রজনীতে গৌর শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় দেবী শয্যায় গমন করিয়া দুই হস্তে স্বামীর চরনদ্বয় ধারণ করিলেন, অশ্রুতে গৌরের চরণ প্লাবিত হইল। গৌর নিদ্রিত ছিলেন, নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া বসিয়া সাদরে প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "কাঁদিতেছ কেন প্রিয়ে?" বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বক্ষোদেশ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। উত্তর না পাইয়া গৌর আবার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া কহিলেন "কেন, কাঁদিতেছি জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি কি কিছুই শুনি নাই? তোমার সন্ন্যাসের সংকল্পের কথা কি আমি জানি না? হায়! তোমাকে পতি পাইয়া ভাবিতাম আমার মত ভাগ্যবতী আর কেহ নাই। তুমি

যে আমার সর্ব্বস্ব। তুমি গেলে কি লইয়া আমি গৃহে থাকিব? কেমন করিয়া কণ্টকময় অরণ্যে তুমি বেড়াইবে? কুসুমকোমল শরীরে কেমন করিয়া তুমি শীতাতপ সহ্য করিবে? আর কেমন করিয়াই বা বৃদ্ধা পুত্রবৎসলা জননীর কাতর ক্রন্দন আমি প্রতিদিন সহ্য করিব? আমার উপরই যেন তোমার মমতা নাই; কিন্তু তোমার প্রাণাধিক মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীবাস, হরিদাস, অদ্বৈত প্রভৃতিকে কোন্ অপরাধে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? তাহারা যে তোমার বিরহে প্রাণত্যাগ করিবে? সংসার ত্যাগ করিতে চাও? তোমার সংসার তো আমি! তবে আমারই জন্য তুমি দেশত্যাগী হইতে চাহিতেছ? বেশ, তুমি দেশান্তরে যাইও না —আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

আদরে বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নজল মুছাইয়া গৌর বলিলেন, "প্রিয়ে, অনর্থক গোল করিও না। কে তোমাকে বলিল, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব? যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, তৎপূর্ব্বেই তোমাকে বলিব।" বলিয়া অসংখ্য চুম্বনদানে বিষ্ণুপ্রিয়ার মানসিক ভার লঘু করিবার চেষ্টা করিলেন। সমস্ত রজনী প্রণয়ালাপে অতিবাহিত হইল। শেষ রজনীতে সাধ্বী পুনরায় ব্যাকুলভাবে কহিলেন, "আমার ভয়ে মিথ্যা কথা বলিও না। বড় ভয় হইতেছে, তুমি আমার অগোচরে পলায়ন করিবে। আমার সাধ্য নাই, তোমার কার্য্যের প্রতিরোধ করি। আমাকে প্রবঞ্চনা করিও না, নিশ্চয় করিয়া বল, তুমি সংসার ত্যাগ করিবে কি না?"

তখন হাসিতে হাসিতে গৌর কহিলেন, "প্রিয়তমে, মন দিয়া আমার কথা শোন। পিতামাতা, পতি পত্নী প্রভৃতি জাগতিক সম্বন্ধ সমস্তই মিথ্যা। শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভিন্ন মানবের প্রকৃত আত্মীয় কেহ নাই। দৃশ্যমান সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের মায়া; তিনিই এক পরমাত্মা, সর্ব্বত্র তিনিই প্রকাশিত। তাঁহাকে ভজনা করিবার জন্য জীব সংসারে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জন্মগ্রহণ করিয়াই

তাঁহাকে ভুলিয়া যায়, ফলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার নাম। প্রিয়ে, তোমার নাম সার্থক হউক, তুমি শ্রীকৃষ্ণে মনপ্রাণ সমর্পণ কর। অনর্থক শোক পরিত্যাগ কর।" তখন দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিলেন, বিশ্বম্ভর চতুর্ভুজরূপে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। স্বামীর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া দেবী কহিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য, পরমেশ্বররূপী তুমি আমাকে দাসীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে। কিন্তু কোন্ পাপে তোমার সেবা হইতে আমি বঞ্চিত হইব ?" দেবী রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়া গৌর কহিলেন "আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি, যেখানেই আমি থাকি, তোমার সঙ্গ কদাচও ত্যাগ করিব না।" বিষ্ণুপ্রিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন।

কয়েক দিন গত হইলে গৌর নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আগামী উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। ইন্দ্রাণীর নিকটস্থ কাটোয়া গ্রামে কেশব ভারতী নামে এক শুদ্ধসত্ত্ব সন্ন্যাসী আছেন; তাঁহারই নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। আমার জননীকে আর গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য্য ও মুকুন্দকে এই সংবাদ তোমাকে দিতে হইবে।" নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

গমনের দিন স্থির হইল। শচীদেবী, নিত্যানন্দ, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ ভিন্ন কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্ব দিন সংকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিয়া সায়ংকালে গৌর নিজ গৃহে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। গৌরের অভিপ্রায় অবগত না হইয়াও সেদিন সকল বৈষ্ণবই তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সকলকেই পরম স্নেহে কৃষ্ণভক্তির উপদেশ দিয়া গৌর বিদায় দিলেন। অবশেষে

খোলাবেচা শ্রীধর একটী লাউ লইয়া প্রভুর দর্শনে আসিলেন। সযত্নে ভক্তের উপহার গ্রহণ করিয়া গৌর সেই রাত্রিতেই তাহা রন্ধন করিতে জননীকে অনুরোধ করিলেন। দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে সমাগত সকলকে বিদায় দিয়া গৌর ভোজন সমাধা করিয়া শয়ন করিলেন। হরিদাস ও গদাধর তাঁহার নিকট শয়ন করিয়া কহিলেন। শচীমাতার চক্ষুতে নিদ্রা নাই, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে গৌর শয্যাত্যাগ করিলেন। গদাধর ও হরিদাসও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। গদাধর সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, গৌর তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। শচীমাতা দ্বারদেশে বসিয়াছিলেন। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া জননীর হস্তধারণ করতঃ গৌর কহিলেন, "মা, তোমার জন্যই আমার সব হইয়াছে; তোমার ঋণ আমি শোধিতে পারিব না। কি করিব মা, জগৎ ঈশ্বরের অধীন; কেহই স্বতন্ত্র নহে। সংযোগ বিয়োগ সকলই তাঁহার ইচ্ছাধীন। আমি চলিলাম মা, আমার জন্য চিন্তা করিও না। তোমার ব্যবহার ও পরমার্থ, সমস্ত ভারই আমার রহিল।

বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বার বার।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥

শচী বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। জননীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া গৌর গৃহত্যাগ করিলেন। আর পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া? তিনি স্বামীর গৃহত্যাগের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না।

রজনী প্রভাত হইল। প্রিয় ভক্তগণ অভ্যাস মতো প্রভুকে দেখিবার জন্য একে একে তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলেন,

মৃতার ন্যায় শচীমাতা গৃহদ্বারে পড়িয়া আছেন—তাঁহার নয়ন-বিগলিত অশ্রুধারায় ভূমিতল সিক্ত হইতেছে। ভক্তগণের আর বুঝিতে বাকী রহিল না। সকলে আকুল স্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে গৌরের সংসারত্যাগ সংবাদ সমগ্র নবদ্বীপে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক গৌরের গৃহে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আসিয়া দেখিল, গৃহ শূন্য, গৃহদেবতা অন্তর্হিত। আবালবৃদ্ধবনিতা বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। এত দিন যাহারা বৈষ্ণবদিগের প্রতি কঠোর বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছিল তাহারাও অনুতাপ ও শোকে অভিভূত হইয়া রোদন করিয়া উঠিল। তাহারা কাতর ভাবে বলিতে লাগিল, "পাপিষ্ঠ আমরা, এমন লোক চিনিতে পারি নাই।" নিন্দা থামিল, বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত হইল।

ভাগীরথী ও অজয়নদের সঙ্গমস্থলে কণ্টক নগরী (কাঁটোয়া) অবস্থিত। ক্ষুদ্র নগর, কিন্তু সদুরে ইন্দ্রাণী বিপুল ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির গৌরবে দণ্ডায়মান। নগরের জনকোলাহল হইতে দূরে গঙ্গাতীরে এক পর্ণকুটীরে নিস্পৃহ সন্ন্যাসী কেশব ভারতী অবস্থান করিতেছিলেন। সমস্ত দিন পথ অতিবাহিত করিয়া নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর, চন্দ্রশেখর ও ব্রহ্মানন্দ সহ সায়ংকালে গৌর তথায় উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। ভারতী দেখিলেন, গৌরের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারা বহিতেছে। যুক্তকরে গৌর কহিলেন, "প্রভু, আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে পাইবার উপায় তুমিই কেবল আমাকে বলিয়া দিতে পার। দয়া করিয়া আমাকে কৃষ্ণপ্রেম দান কর।" বলিতে বলিতে অধীর হইয়া পড়িলেন। দ্বিগুণ বেগে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার সমগ্র শরীর প্লাবিত করিয়া দিল, ভাবের আবেগে তিনি উন্মত্ত ভাবে

নাচিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভারতী বিমুগ্ধ হইলেন। দেখিতে দেখিতে এই অদ্ভুত কাহিনী সমগ্র নগরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কাটোয়ার যাবতীয় নরনারী গঙ্গাতীরে ভারতীর কুটীর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌর তখনও প্রেমে বিহ্বল। সকলে মুগ্ধ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহার প্রেম সেই বিশাল জনসংঘে সংক্রামিত হইল। মুহুর্মুহুঃ বিপুল হরিধ্বনিতে ভাগীরথী তীর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সমাগত নারীগণ সেই নবীন সন্ন্যাসীর কান্তি দেখিয়া মাতৃহৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিলেন, এবং শোকার্ত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! এই তরুণ যুবক সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে কিরূপে ইহার জননী প্রাণধারণে সক্ষম হইবে?"

ভারতী এতক্ষণ অনিমেষ-লোচনে গৌরের দেহকান্তি ও তাঁহার প্রেম-পুলকিত অবস্থা অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি গৌরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার প্রতীতি হইতেছে, তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। তোমার গুরু হইবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে মনে হইতেছে, লোক শিক্ষার জন্য তুমি এই অকিঞ্চনকেই গুরুপদে বরণ করিবে।" গৌর কহিলেন, "আমাকে ছলনা করিও না, প্রভু! অবিলম্বে আমাকে দীক্ষা দান করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের পন্থা দেখাইয়া দেও।" সমস্ত রজনী কৃষ্ণকথালাপে অতিবাহিত হইল; প্রত্যূষে গৌর চন্দ্রশেখরকে সন্ন্যাসের আয়োজন করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। আয়োজন অচিরেই সম্পন্ন হইল। গৌর শিখা মুণ্ডন করিতে বসিলেন।

তবে মহাপ্রভু সর্ব্ব জগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান॥
নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।

ক্রন্দনের কলরব উঠিলা তখনে ॥
খুর দিতে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
হাত নাহি দেয় নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে ॥
নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন রোদন ॥
ভক্তের কি দায় যত ব্যবহারী লোক।
তাহারাও কাঁদিতে লাগিল করি শোক ॥
কেহ বলে কোন বিধি স্থজিলা সন্ন্যাস।
এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস ॥

চৈঃ ভাঃ ২৬ অঃ

নাপিত কিছুতেই শিখা মুণ্ডন করিতে পারে না। সমস্ত দিনের পর সায়ংকালে ক্ষৌরকর্ম্ম শেষ হইল। ক্ষৌরান্তে স্নান করিয়া গৌর কহিলেন, "আমি স্বপ্নে কোনও মহাজনের নিকট হইতে এই মন্ত্রটি প্রাপ্ত হইয়াছি।" বলিয়া স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্রটি ভারতীর কানে কানে কহিলেন। ভারতী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এই মন্ত্রটিই তো বটে ; তুমি আমার মুখ দিয়া মন্ত্রটি বাহির করিতে চাও ; তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক", বলিয়া গৌরের কর্ণমূলে কথিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলেন। সমাগত জনগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন অরুণবর্ণ বসন পরিধান করিয়া গৌরের দেহ স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আপাদমস্তক চন্দনচর্চ্চিত, দিব্যমাল্যশোভিত, দণ্ডকমণ্ডলুকর প্রেমবিগলিতাশ্রু সেই গৌর সন্ন্যাসীকে যে দেখিল, সেই মুগ্ধ হইল। গৌরের বক্ষোদেশে হস্তার্পণ করিয়া ভারতী কহিলেন, "জগৎবাসী জনগণকে কৃষ্ণনাম দিয়া তুমি তাহাদিগের চৈতন্ত বিধান করিয়াছ, সেজন্ত আজি হইতে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত হইল।"

২৬

শান্তিপুরে প্রত্যাগমন ও পুরুষোত্তম যাত্রা

১৪৩১ শকে মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে গৌর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস যথারীতি অনুষ্ঠিত হইল। প্রেমোদ্‌ভ্রান্ত সন্ন্যাসী প্রেমের লীলা-ভূমি বৃন্দাবন অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। কোথায় সুদূর যমুনাতীরে বৃন্দাবন, আর কোথায় ভাগীরথীতীরে কণ্টক নগর। পথের ভাবনাহীন সন্ন্যাসী আত্মবিস্মৃত ভাবে তিন দিন রাঢ়দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন।

> এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
> মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
> অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
> তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব।

প্রাচীন মহর্ষিবৃন্দ কর্ত্তৃক অবলম্বিত সেই পরাত্মনিষ্ঠ ভিক্ষুকাশ্রম স্বীকার করিয়া মুকুন্দের চরণসেবা-প্রভাবেই আমি অপার সংসার-পারে গমন করিব।

ভিক্ষুকপ্রোক্ত ভাগবতের এই শ্লোক অনবরত উচ্চারণ করিতে করিতে সন্ন্যাসানন্দবিহ্বল গৌর ছুটিয়া চলিয়াছেন। দিবারাত্রি দিগ্বিদিক্ কিছুই জ্ঞান নাই। নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন ও মুকুন্দ কাটোয়া হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। এক স্থানে কতিপয় ক্রীড়াপর গোপবালক তাঁহার প্রেমবিহ্বল অবস্থা দেখিয়া আপনা হইতেই হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। কাটোয়া

ত্যাগের পর তাঁহার কর্ণে হরিনাম প্রবিষ্ট হয় নাই। গোপবালকগণের মুখোচ্চারিত হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া গৌর পুলকিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহাদিগের হস্ত ধারণ করিয়া পুনরায় হরিধ্বনি করিতে অনুরোধ করিলেন। হরিধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অনন্তর গৌর গোপবালকদিগকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিত্যানন্দ পূর্ব্বেই তাহাদিগকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে তাহারা গৌরকে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিল। গৌর সেই পথে ধাবিত হইলেন। তখন অদ্বৈতাচার্য্যকে সংবাদ দিবার জন্য আচার্য্যরত্ন শান্তিপুরে গমন করিলেন। আচার্য্যরত্ন প্রস্থান করিলে নিত্যানন্দ গৌরের সম্মুখে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ, আপনি কোথায় যাইবেন?"

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, "তোমার সহিত বৃন্দাবন যাইব।" গৌর কহিলেন, "বৃন্দাবন আর কত দূর?"

"এই তো সম্মুখেই যমুনা" বলিয়া নিত্যানন্দ গৌরকে গঙ্গাতীরে লইয়া আসিলেন। গঙ্গাদর্শনে যমুনাভ্রমে গৌরের ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি যমুনার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আচার্য্যরত্নের নিকট সংবাদ পাইয়া অদ্বৈতাচার্য্য নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিয়া গৌর কহিলেন, "আচার্য্য, আমি যে বৃন্দাবনে আসিয়াছি, তাহা তুমি জানিলে কি প্রকারে?" আচার্য্য কহিলেন, "যে স্থানে তোমার অধিষ্ঠান তাহাই বৃন্দাবন। আমার সৌভাগ্যবশতঃ গঙ্গাতীরে তোমার আগমন হইয়াছে।" তখন গৌর নিতাইর ছলনা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু রুষ্ট হইলেন না। অদ্বৈতাচার্য্য নিত্যানন্দ ও গৌরকে লইয়া স্ব-গৃহে গমন করিলেন। আচার্য্যগৃহিণী সীতা দেবী পরম যত্নে রন্ধন করিলেন। ভোজনকালে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ

ও গৌরের মধ্যে নানাবিধ রহস্যালাপ হইল। ভোজনান্তে গৌর শয়ন করিলে আচার্য্য তাঁহার পাদসংবাহনের অনুমতি চাহিলেন। তখন—

"সঙ্কোচিত হঞা প্রভু কহেন বচন
বহুত নাচাইলে আমায় ছাড় নাচায়ন!"

আচার্য্য ক্ষুণ্ণ হইলেন।

সন্ধ্যা সমাগত হইল। দলে দলে লোক গৌরকে দর্শন করিবার জন্য অদ্বৈতগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সংকীর্ত্তন আরব্ধ হইল। আচার্য্য—

কি কহবরে সখি আজুক আনন্দওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

এই পদ গাহিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনকালে গৌর কৃষ্ণ-বিরহজ্বালা তীব্র ভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। জ্বালা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অবশেষে গৌর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন, এবং ক্ষণকাল পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে "বোল বোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এক প্রহর রাত্রি কালে কীর্ত্তন ভঙ্গ হইল।

অদ্বৈতকে গৌরের আগমন-সংবাদ দিয়া আচার্য্যরত্ন নবদ্বীপে শচী-মাতার নিকট গমন করিয়াছিলেন। পরদিন শচীমাতা ভক্তগণসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর মাতৃচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন; জননী পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রের মুণ্ডিত মস্তক দেখিয়া তিনি শোকে বিহ্বল হইলেন; অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া গেল, মনের সাধে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করা ঘটিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা কহিলেন, "বাপ্ নিমাই, যদি বিশ্বরূপের মতো আমার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ কর, যদি আমাকে দর্শন না দেও, তাহা হইলে আমার মৃত্যু হইবে।" রোদন করিতে করিতে গৌর কহিলেন, "মা, বুঝিয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই

হউক, আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু তোমার প্রতি আমি কখনও ঔদাস্ত অবলম্বন করিতে পারিব না। তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে, আমি তাহাই করিব ; তুমি যেখানে বলিবে, আমি সেখানেই থাকিব।" পুত্রের মধুর বাক্যে জননী প্রীতা হইলেন।

সংকীর্ত্তনানন্দে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। এক দিন গৌর ভক্তগণকে একত্র করিয়া কহিলেন, "আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু মাতাকে ও তোমাদিগকে আমি কখনও ত্যাগ করিতে পারিব না। পরন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে জন্মস্থানে কুটুম্ব-পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করাও অবিধেয়। তোমরা সকলে যুক্তি করিয়া এমন ব্যবস্থা কর, যাহাতে তোমাদিগকেও ত্যাগ করিতে না হয়, অথচ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম-রক্ষাও হয়।" তখন অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তগণ শচীদেবীর নিকট গমন করিয়া সমস্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। শচীদেবী চিন্তা করিয়া কহিলেন, "নিমাই এখানে থাকিলেই আমি সুখী হই। কিন্তু লোকে যদি তাহার নিন্দা করে, তাহা অসহ্য হইবে। আমার মনে হয়, নিমাই যদি নীলাচলে বাস করে, তাহা হইলে দুই দিক্ রক্ষা হয়। নবদ্বীপ হইতে প্রায়ই লোক নীলাচলে যাইতেছে। তাহাদের নিকট আমি বাছার সংবাদ পাইব। তোমরাও তথায় যাতায়াত করিতে পারিবে। মাঝে মাঝে নিমাইও গঙ্গাস্নানোপলক্ষে এখানে আসিতে পারিবে।"

তাহাই স্থির হইল। গৌর ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদাস কহিলেন, "তুমি নীলাচলে গেলে আমার গতি কি হইবে? পাপিষ্ঠ যবন আমি, আমার নীলাচলে স্থান নাই ; কিন্তু তোমাকে না দেখিয়া আমি বাঁচিব কিরূপে?" গৌর সদয় ভাবে কহিলেন, "জগন্নাথ দেবের অনুমতি লইয়া আমি তোমাকে পুরুষোত্তম লইয়া যাইব।"

বিদায়ের দিন সমাগত হইল। জননী ও ভক্তগণকে দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া গৌর, নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, ও মুকুন্দদত্ত সহ শান্তিপুর ত্যাগ করিলেন।

শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া গৌর সঙ্গিগণ সহ দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। আঠিসার নগরে অনন্ত পণ্ডিত নামক এক সাধু ব্রাহ্মণের গৃহে এক রাত্রি অবস্থান করিয়া গঙ্গাতীর দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে তাঁহারা ছত্রভোগে উপনীত হইলেন। ছত্রভোগে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত ছিলেন, এবং তথায় এক শিবলিঙ্গ বিরাজিত ছিলেন। লিঙ্গের নাম অম্বুলিঙ্গ। ভগীরথের গঙ্গানয়নকালে গঙ্গাবিরহ-বিধুর শঙ্কর গঙ্গান্বেষণে বহির্গত হইয়া ছত্রভোগে তাঁহার দর্শনলাভ করেন। অনুরাগ-বিহ্বল শঙ্কর গঙ্গার দর্শনপ্রাপ্তিমাত্রই তন্মধ্যে পতিত হন, এবং অনুরাগে বিগলিত হইয়া জলরূপে গঙ্গার সহিত মিশিয়া যান। তদবধি সেই স্থান অম্বুলিঙ্গ-ঘাট নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। গৌর অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহার স্নানকালে ছত্রভোগের জমিদার রামচন্দ্র খাঁ চতুর্দ্দোলায় সেই পথে গমন করিতেছিলেন। রামচন্দ্র গৌরের তেজঃপূর্ণ কান্তি দেখিয়া মোহিত হইলেন, এবং চতুর্দ্দোলা হইতে অবতরণ করিয়া কৃতস্নান গৌরের চরণে প্রণিপাত করিলেন। গৌর তখন গঙ্গাদর্শনে ভাবাবিষ্ট। রামচন্দ্র যখন তাঁহার চরণমূলে প্রণত, তখন "হা হা জগন্নাথ" বলিয়া তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি নীলাচলে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য রামচন্দ্র খাঁকে অনুরোধ করিলেন। রামচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, প্রভুর আজ্ঞা দাস যথাসাধ্য পালন করিবে। কিন্তু বড় বিষম সময় পড়িয়াছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিয়াছে, এখন পুরীর পথে কেহ যাইতে সাহস করে না। অনুগ্রহ-

পূর্ব্বক এ দীনের গৃহে আজি অবস্থান করুন। আজ রাত্রিতেই আমি আপনাকে নীলাচলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিব।"

রামচন্দ্রের নির্ব্বন্ধতাতিশয্যে সকলে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন; রামচন্দ্র সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া রাত্রিকালে নৌকাযোগে পুরুষোত্তমাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। নৌকায় নিরবধি সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। কতিপয় দিবসান্তে নৌকা উৎকল দেশে প্রয়াগঘাটে উপস্থিত হইল। সকলে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দিনান্তর তাঁহারা সুবর্ণরেখা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সুবর্ণরেখা পার হইয়া নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ কিছু পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। গৌর সকলের অগ্রে যাইতেছিলেন। পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ ভাবাবিষ্ট হইয়া জগদানন্দের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন। গৌরের সন্ন্যাসের দণ্ড জগদানন্দের নিকট ছিল। জগদানন্দ দণ্ড নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া কহিলেন, "নিতাই, তুমি অগ্রসর হও, আমি প্রভুর জন্য কিছু ভিক্ষা করিয়া আনি।" দণ্ড হস্তে লইয়া নিতাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে খণ্ড খণ্ড করিয়া দণ্ডখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। জগদানন্দ ফিরিয়া আসিয়া ভগ্নদণ্ড দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। উভয়ে অগ্রসর হইয়া গৌরের সহিত মিলিত হইলে দণ্ড ভগ্ন দেখিয়া গৌর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিতাই কহিলেন, "একখানা বাঁশ ভাঙ্গিয়াছি, যদি ক্ষমা করিতে না পার, দণ্ড বিধান কর।" গৌর কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমার সম্বলের মধ্যে ছিল এক দণ্ড, তাহাও তোমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। আমার সঙ্গে তোমরা কেহই যাইতে পাইবে না। হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই।" মুকুন্দ কহিলেন "তুমিই আগে যাও।" গৌর একাকী অগ্রসর হইলেন।

জলেশ্বরে শিব-বিগ্রহ দর্শন করিয়া গৌর ক্রোধ বিস্মৃত হইলেন, এবং শিবপ্রেমে বিহ্বল হইয়া ভক্তগণ সহ বিগ্রহ-সমীপে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন। জলেশ্বর হইতে ভক্তগণ সহ বহির্গত হইয়া গৌর রেমুণায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গোপীনাথ বিগ্রহকে প্রণামকালে গোপীনাথের শিরস্থ পুষ্পচূড়া স্খলিত হইয়া গৌরের মস্তকে পতিত হইল। গৌর হৃষ্ট মনে বহু ক্ষণ গোপীনাথ-সম্মুখে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন দেখিয়া গোপীনাথের সেবকগণ বিস্মিত হইল।

রেমুণার গোপীনাথ "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" নামে বিখ্যাত। কীর্ত্তনান্তে গৌর ভক্তগণ-সমীপে গোপীনাথের ক্ষীরচুরির উপাখ্যান বিবৃত করিয়া গোপীনাথের ক্ষীর-প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন, এবং ভোজনান্তে পুরুষোত্তম অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।*

---

*ভক্তচূড়ামণি মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরিভাগে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় এক গোপবালক দুগ্ধভাণ্ড হস্তে হাসিতে হাসিতে তাঁহার সমীপে গমন করিয়া বলিল, "পুরী ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ, লও এই দুগ্ধ পান কর।" ক্ষুধার্ত্ত পুরী বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বালক কহিল, "আমি এই গ্রামের অধিবাসী, আমার গ্রামে কেহ অনাহারী থাকিতে পারে না। যাহারা যাচ্ঞা করে না, তাহাদিগকে আমি আহার দেই।" বলিয়া বালক প্রস্থান করিল, কিন্তু দুগ্ধভাণ্ড লইতে আর ফিরিয়া আসিল না। রাত্রিকালে বালক স্বপ্নে মাধবেন্দ্রের সমীপে আবির্ভূত হইল, এবং তাঁহাকে এক কুঞ্জ মধ্যে লইয়া কহিল, "পুরী, বহু দিন যাবৎ আমি এই কুঞ্জমধ্যে তোমার অপেক্ষায় আছি। আমার নাম শ্রীগোপাল। বজ্র আমাকে শৈলোপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার সেবক ম্লেচ্ছভয়ে আমাকে এই কুঞ্জমধ্যে রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে। তুমি আমাকে পুনরায় পর্ব্বতের উপরে লইয়া যাও।" প্রাতঃকালে পুরী গ্রামের লোকজন ডাকিয়া সেই কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় মৃত্তিকা ও

অনন্তর সকলে যাজপুরে উপনীত হইয়া বৈতরণী নদীতে স্নান করিলেন। যাজপুরে বহুসংখ্যক দেবমন্দির বিরাজমান। গৌর একাকী সমস্ত দেবালয় পরিদর্শন করিয়া ভক্তগণসহ পুনর্ম্মিলিত হইলেন।

তৃণে আচ্ছন্ন এক বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। পুরী বিগ্রহ লইয়া গিয়া শৈলোপরি তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিছুদিন পরে মাধবেন্দ্র পুরী পুনঃরায় স্বপ্ন দেখিলেন, গোপাল তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "পুরী, তুমি নানা তীর্থের জলে আমায় স্নান করাইয়াছ, কিন্তু আমার শরীরের তাপ যাইতেছে না। তুমি নীলাচলে যাইয়া স্বয়ং আমার জন্য মলয়জ চন্দন সংগ্রহ করিয়া আন।" মাধবেন্দ্র দেবাদেশে ওড্রদেশে গমন করিলেন। পথিমধ্যে রেমুণায় উপস্থিত হইয়া গোপীনাথ দর্শন করিলেন। গোপীনাথের সেবকের নিকট গোপীনাথের ভোগ অমৃতকেলি নামক ক্ষীরের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুরী ভাবিলেন, "যদি অযাচিত ভাবে একটু ক্ষীর প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাহার স্বাদ জানিয়া আমার গোপালের জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থা করি।" রাত্রিকালে গোপীনাথের পূজারী স্বপ্ন দেখিল গোপীনাথ তাহাকে বলিতেছেন, "আমার ভক্ত মাধবপুরী হাটে বসিয়া আছে। আমার ভোগ হইতে একটু ক্ষীর হইয়া আমি তাহার জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছি। আমার ধড়ার অঞ্চলে সেই ক্ষীর আছে। তুমি তাহা লইয়া সত্বর গিয়া মাধবেন্দ্রকে দান কর।" গভীর রজনীতে উঠিয়া পূজারী গোপীনাথের অঞ্চলে ক্ষীর প্রাপ্ত হইলেন, এবং ত্বরিতপদে মাধবেন্দ্র-সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে সেই ক্ষীর প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার প্রতি গোপীনাথের অপার স্নেহের কথা বিবৃত করিলেন। প্রেমপুলকিত পুরী ক্ষীর ভক্ষণ করিয়া মলয়জ চন্দন সংগ্রহোদ্দেশে পুরুষোত্তম অভিমুখে গমন করিলেন। চন্দন সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবন প্রত্যাগমনকালে পুনরায় রেমুণায় উপস্থিত হইলে রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, গোপাল তাঁহাকে কহিতেছেন "পুরী, চন্দন আমি প্রাপ্ত হইলাম। গোপীনাথ ও আমার একই অঙ্গ, তোমার চন্দন তুমি গোপীনাথকে দান কর। তাহাতেই আমার গাত্রতাপ বিদূরিত হইবে।" মাধবেন্দ্র সংগৃহীত সমস্ত চন্দন গোপীনাথকে প্রদান করিলেন।

যাজপুর হইতে কটক হইয়া সকলে সাক্ষিগোপালে উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ সাক্ষিগোপালের ইতিহাস গৌরের নিকট বিবৃত করিলেন।* সাক্ষিগোপালকে প্রণাম করিয়া পরদিন প্রত্যুষে সকলে ভুবনেশ্বরাভিমুখে

---

* পূর্ব্বকালে বিদ্যানগরের অধিবাসী এক সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ও এক হীনবংশীয় ব্রাহ্মণ-যুবক একত্র তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। বিদেশে যুবক বৃদ্ধের বহু শুশ্রূষা করে। বৃন্দাবনে বৃদ্ধ তাহার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। যুবক বৃদ্ধের কথায় বিশ্বাস না করিয়া কহিলেন, "আপনি সম্ভ্রান্ত কুলীন, হীনবংশীয় লোককে আপনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে যদি আপনি গোপালদেবের সমক্ষে শপথ করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার কথায় আমি বিশ্বাস করিতে পারি। কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ বৃন্দাবনে গোপালের সম্মুখে কন্যাদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। দেশে প্রত্যাগত হইয়া বৃদ্ধ পুত্রগণের নিকট স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা বিবৃত করিলে, পুত্রগণ মহারুষ্ট হইয়া উঠিল। তাহারা হীনবংশে ভগিনীদান করিতে স্বীকৃত হইল না। যুবক বৃদ্ধকে স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, তাঁহার পুত্রগণ যুবককে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। এবং বৃদ্ধ কহিলেন, "কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমার স্মরণ নাই।" ক্রুদ্ধ যুবক বলিয়া ফেলিলেন, "যদি গোপাল নিজে সাক্ষ্য দেন তবে স্মরণ হইবে?" বৃদ্ধের পুত্রগণ কহিলেন, "যদি গোপাল নিজে সাক্ষ্য দেন, তবে তোমার নিকট ভগিনী সম্প্রদানে আমাদের আপত্তি হইবে না। নিরুপায় যুবক বৃন্দাবনে গমন করিলেন, এবং একমনে গোপালের আরাধনা করিতে লাগিলেন। গোপাল তুষ্ট হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য যুবকের সহিত বিদ্যানগরে আগমন করিলেন। কথা ছিল, যুবক ফিরিয়া চাহিবেন না; চাহিলে গোপাল পথিমধ্যে আর অগ্রসর হইবেন না। বিদ্যানগরে উপস্থিত হইয়া যুবক ভ্রমক্রমে পশ্চাতের দিকে চাহিলেন, গোপাল-বিগ্রহ পথিমধ্যে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরদিন সমগ্র নগরবাসীর সম্মুখে গোপাল বৃদ্ধের প্রতিজ্ঞার সাক্ষ্য দিলেন। বৃদ্ধের পুত্রগণ তখন বিনা আপত্তিতে যুবকের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিল। বৃদ্ধ ও যুবকের প্রার্থনায় গোপাল বিদ্যানগরেই রহিয়া যন। তথা হইতে উৎকল রাজা পুরুষোত্তম তাঁহাকে কটকে স্থানান্তরিত করেন।

যাত্রা করিলেন * ভুবনেশ্বরকে প্রণাম করিয়া গৌর ভক্তগণসহ কমলপুরে উপনীত হইলেন। কমলপুর হইতে জগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দেখিতে পাইয়া গৌর প্রেমপুলকিত হইয়া উঠিলেন। কখনও ভীষণ রবে বারংবার হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, কখনও ধ্বজার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ॥"

প্রাসাদের অগ্রমূলে শ্রীবালগোপাল আমাকে দেখিয়া হাসিতেছেন। অবশেষে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে উন্মত্তের মত মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কতবার স্খলিত পদে পথিমধ্যে ধরাশায়ী হইলেন, দৃক্‌পাত নাই। গৌর ছুটিয়া চলিলেন। পরিশেষে আঠারনালায় উপস্থিত হইয়া কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইযা ভক্তগণকে কহিলেন, "বন্ধুগণ, তোমাদের কৃপাতেই আমি জগন্নাথ দর্শন করিতে পাইলাম। এখন হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই।" মুকুন্দ কহিলেন, "তুমিই আগে যাও।" গৌর একাকী মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

গৌর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে আরাধ্য দেবতাকে

---

* শিব এক সময়ে কাশীরাজ নামক বারাণসীর এক রাজার তপস্তায় প্রীত হইয়া বর প্রদান করেন, যে তিনি যুদ্ধে কৃষ্ণকে পরাস্ত করিতে পারিবেন। বরদান করিয়া শিব সদলবলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধকালে সমস্ত অবগত হইয়া সুদর্শন চক্রত্যাগ করিলেন। চক্র কাশীরাজের মস্তক খণ্ডিত করিয়া শিবের পশ্চাৎ ছুটিল। শিব তখন শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ওড্রদেশে "একাম্রক বন" নামক দান করিলেন। তাহাই ভুবনেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা সঞ্জাত হইল। গৌর বিগ্রহাভিমুখে লম্ফ প্রদান ক'রিলেন। তাঁহার উদ্বেল অশ্রু চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু লম্ফ প্রদানমাত্র সংজ্ঞালোপ হইল। এদিকে মন্দিরের প্রহরিগণ তাঁহাকে জগন্নাথের অভিমুখে লম্ফ প্রদান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। পুরীর অধিপতির সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম তখন জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। তিনি গৌরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া প্রহরীদিগকে নিষেধ করিলেন 'এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহাব নিশ্চেষ্ট-বপুঃ স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। গৌরের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল না। সার্ব্বভৌম প্রহরিগণের সহায়তায় সেই সংজ্ঞাহীন সন্ন্যাসীদেহ স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। পথিমধ্যে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ও মুকুন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা মন্দিরেব দ্বারদেশ হইতে জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া গৌরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। সার্ব্বভৌম সকলকে সাদবে গ্রহণ করিলেন। সকলের শুশ্রূষায় গৌর সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং সার্ব্বভৌমকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আজি হইতে আমি আর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিব না, গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতেই ঠাকুব দর্শন করিব। আজি যদি আমি লম্ফ দিয়া জগন্নাথ-বিগ্রহ ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি সঙ্কটই না হইত।"

মধ্য পর্ব

১

সার্ব্বভৌম-মিলন

বাসুদেব সার্ব্বভৌম উৎকলরাজের সভাপণ্ডিত। তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপ। গৌরভক্ত গোপীনাথ আচার্য্য তাঁহার ভগিনীপতি। দৈবযোগে গোপীনাথ আচার্য্য এই সময়ে পুরীধামে উপনীত হইলেন। সার্ব্বভৌম গোপীনাথের নিকট গৌরের সমস্ত পরিচয় অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং নিজের মাতৃষ্বসার গৃহ তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌম শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী ছিলেন। এক দিন গোপীনাথের নিকট শুনিলেন, গৌর ভারতীসম্প্রদায়ভুক্ত কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। শুনিয়া কহিলেন, "ভারতীরা তো সর্ব্বোচ্চ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় নহে।" গোপীনাথ কহিলেন, "ইঁহার বাহ্যাপেক্ষা নাই বলিয়াই বড় সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছেন।" তখন ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "এই তরুণ বয়সে ইঁনি সন্ন্যাস রক্ষা করিতে পারিবেন তো? ভাল আমি ইহাকে নিরন্তর বেদান্ত শুনাইয়া সত্বরই অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইয়া দিব। যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উত্তম সম্প্রদায়ভুক্ত মহাপুরুষের নিকট পুনঃসংস্কৃত হইয়া মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিতেও পারিবেন।"

গোপীনাথ দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "সার্ব্বভৌম, তুমি এখনও ইঁহাকে চিনিতে পার নাই। যদি ঈশ্বরের কৃপা হয়, তাহা হইলে জানিতে পারিবে,

ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার।" সার্ব্বভৌম কহিলেন, "তোমার চৈতন্য মহাভাগবত, সন্দেহ নাই; কিন্তু কলিকালে বিষ্ণুর অবতারের কথা শাস্ত্রে নাই।" গোপীনাথ কহিলেন, "কৃষ্ণ প্রতি যুগেই অবতার গ্রহণ করেন, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে (১৷৯৷৮০)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

গর্গঋষি নন্দকে বলিয়াছিলেন, "তোমার পুত্র প্রতি যুগেই তনু পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। অন্য তিন যুগে ইহার শুক্ল, লোহিত ও পীত, এই ত্রিবিধ বর্ণ; আধুনা কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তী জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১১৷৯৷২৮

হে রাজন্, এই প্রকারে দ্বাপর যুগে জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন। সংপ্রতি নানাতন্ত্র বিধান দ্বারা কলিকালের পূজাবিধির অবধান কর। যাঁহার মুখে কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ নিরন্তর ধ্বনিত হয়, যাঁহার কান্তি গৌর এবং যিনি অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্ত্রপার্ষদ সমন্বিত, সুমেধাগণ নামকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন।

মহাভারতে ভগবানের এই সমস্ত নামের উল্লেখ আছে:—

সুবর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ॥

কিন্তু তোমার সহিত এ সমস্ত আলোচনায় লাভ নাই। উষর ভূমিতে বীজ বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না। তোমার উপর যখন ঈশ্বর-কৃপা হইবে তখন আপনা হইতেই তুমি এ সমস্ত বুঝিবে।"

গৌর গোপীনাথের নিকট সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভট্টাচার্য্যের আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ। আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা হয়, তিনি তাহার বিধান করিতে চাহেন, ইহাতে আর দোষ কি?"

একদিন সার্ব্বভৌম শিষ্যগণকে বেদান্ত অধ্যাপনা করিতেছেন, গৌর পার্শ্বে বসিয়া আছেন। সার্ব্বভৌম গৌরকে কহিলেন, "বেদান্ত-শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তুমি নিরন্তর আমার বেদান্ত পাঠ শ্রবণ করিও।

গৌর কহিলেন, "আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।" সাত দিন ধরিয়া গৌর সার্ব্বভৌমের বেদান্তব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন, কিন্তু ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। অষ্টম দিনে সার্ব্বভৌম কহিলেন, "তুমি তো মৌন হইয়াই আছ, বুঝিতে পারিতেছ কি? গৌর কহিলেন, "না, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার আদেশ মত কেবল শুনিয়া যাইতেছি, কিন্তু আপনার অর্থ বুঝিতে পারিতেছিনা। সূত্রের অর্থ আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি, কিন্তু আপনার কৃত ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সূত্রের অর্থ প্রকাশ করাই ভাষ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু আপনার ভাষ্যে সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, সূত্রের মুখ্যার্থ না করিয়া আপনি কল্পিত অর্থ করিতেছেন। উপনিষদের অর্থ ব্যাসসূত্রে প্রকাশিত। আপনি ব্যাসসূত্রের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছেন, শব্দের অভিধাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। লক্ষণার্থ করিলে বৈদিক বচনের স্বতঃপ্রামাণ্যহানি হয়। ব্রহ্মনিরূপণ বেদ ও পুরাণের লক্ষ্য। 'ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ।' যে ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যের আধার, তাঁহাকে আপনি নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। অনেকগুলি শ্রুতিতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সত্য। কিন্তু সেই সমস্ত শ্রুতিতেই আবার ব্রহ্মকে সবিশেষ

বলা হইয়াছে। যে শ্রুতিতে ব্রহ্ম অপাণি ও অপাদ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাহাতেই আবার তাহাকে জবন ও গ্রহীতা বলা হইয়াছে। যিনি শীঘ্র চলেন, যিনি সর্ব্ব গ্রহণ করেন, তাঁহাকে সবিশেষ বলিতেই হইবে। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব উদ্ভূত, এবং ব্রহ্মেই বিশ্ব লীন হয়। ব্রহ্ম জগতের অপাদান, করণ ও অধিকরণ—এই তিন কারক। ব্রহ্ম অর্থে স্বয়ং ভগবান। শাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। সৎ চিৎ আনন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ। একই চিৎ-শক্তি ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত। আনন্দরূপে তাঁহাকে হ্লাদিনী বলে, সৎরূপে সন্ধিনী ও চিৎরূপে সংবিৎ বলে। ঈশ্বর মায়ায় অধীশ্বর, জীব মায়াবশ। এহেন ঈশ্বরে ও জীবে ভেদ নাই বলা অসম সাহসের পরিচায়ক। ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। বিগ্রহ যে মানে না, সে পাষণ্ড। পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের অভিমত। স্পর্শমণি অবিকৃত থাকিয়াও যেমন তাহা হইতে স্বর্ণের উৎপত্তি হয়, ঈশ্বরও নিজে অবিকৃত থাকিয়া জগৎরূপে পরিণত হয়েন। বিবর্ত্তবাদ কখনও ব্যাসের অভিমত ছিল না। জীবের দেহাত্ম-বুদ্ধিই মিথ্যা, জগৎ কখনও মিথ্যা নহে। প্রণববাক্যই মহাবাক্য; 'তত্ত্বমসি' প্রাদেশিক বাক্য মাত্র।"

গৌরের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মুখ হইতে আর বচন নিঃসৃত হইল না। গৌর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। শ্রীহরির এমনি অনির্ব্বচনীয় গুণ যে আত্মারাম মুনিগণ বিধিনিষেধের অতীত হইয়াও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।"

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

ভাগবত ।১।৭।১০

সার্ব্বভৌম গৌরকে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। গৌর শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোপচিত বাৎসল্যভাবের জন্য লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং অতি বিনীতভাবে গৌরের নিকট নিজের হীনতা স্বীকার করিলেন। গৌর প্রীত হইয়া প্রথমে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন, পরে বংশীবাদন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার মনঃপ্রাণ হরণ করিলেন।

কয়েক দিন পরে একদিন অরুণোদয়কালে গৌর হঠাৎ সার্ব্বভৌম-গৃহে উপনীত হইলে সার্ব্বভৌম ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। গৌর তাঁহাকে জগন্নাথের প্রসাদ দিলেন।

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যবিচারণা ॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ।

বলিয়াই অধৌতমুখ অস্নাত অকৃতসন্ধ্যাবন্দনাদি সার্ব্বভৌম তৎক্ষণাৎ সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। গৌর প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

সার্ব্বভৌম একদিন নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি জগদানন্দ দ্বারা গৌর সমীপে প্রেরণ করিলেন।

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুম্ কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ। ২

মুকুন্দদত্ত গৌরের নিকট পত্রী পৌছিবার পূর্ব্বে ভিত্তিগাত্রে শ্লোক দুইটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই আজিও তাহারা ভক্তের মুখে মুখে উচ্চারিত হইতেছে। গোর শ্লোক দুইটী পাইয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন।

২

রামানন্দ রায় মিলন

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে গৌর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং ফাল্গুন মাসে পুরুষোত্তমে উপনীত হন। ফাল্গুন ও চৈত্র গত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে গৌর বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ধানে আমি দক্ষিণে যাইব মনস্থ করিয়াছি। তোমাদের অনুমতি হইলে আমি একাকী গমন করিতে চাই।" প্রত্যাসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ভক্তগণ বিষণ্ণ হইলেন। নিত্যানন্দ কহিলেন, একাকী "যাওয়া ভাল নহে, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" গৌর উত্তর করিলেন, তোমাদিগের স্নেহে আমার কর্ত্তব্যহানি ঘটিতেছে। জগদানন্দ তো আমাকে বিষয়ভোগ না করাইয়া ছাড়িবে না। যদি কখনও তাহার বাক্যের অন্যথা করি, তিন দিন সে আমার সহিত বাক্যালাপ করে না। আমার সন্ন্যাসদুঃখ মুকুন্দের অসহ্য। দামোদর অনবরত আমার উপর শিক্ষাদণ্ড উদ্যত করিয়া আছে। তাই আমার ইচ্ছা কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া কিছুদিন একাকী ভ্রমণ করিয়া আসি।" অনেক বাদানুবাদের পর কৃষ্ণদাস

নামক এক সরলমতি ব্রাহ্মণকে জলপাত্র ও বহির্বাস বহিবার জন্য সঙ্গে লইয়া গৌর বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাত্রাকালে সার্ব্বভৌম কহিলেন, "গোদাবরী-তটে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দ নামক এক ভক্ত আছেন। তিনি তোমার সঙ্গী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র, তাঁহার সহিত অবশ্য অবশ্য সাক্ষাৎ করিও।"

গৌর যে যে গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিলেন, তাঁহার প্রেমবিহ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া ও প্রেমসঙ্গীত শুনিয়া তথাকার যাবতীয় লোক হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এই সমস্ত লোককর্ত্তৃক হরিনাম গ্রামান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল। দক্ষিণের গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তনধ্বনি উত্থিত হইল। কূর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইয়া গৌর কূর্ম্মমূর্ত্তির সম্মুখে প্রেমবিহ্বল অবস্থায় নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া দলে দলে লোক দেবালয়ে সমাগত হইল।

কূর্ম্মগ্রামে কূর্ম্মনামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ গৌরকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। গৌর কূর্ম্মগ্রাম ত্যাগ করিবার সময় কূর্ম্মও তাঁহার সহিত যাইতে উদ্যত হইলেন। গৌর অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। গৌর প্রস্থান করিবার পরে তাঁহার দর্শনলাভের আশায় বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি কূর্ম্মের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গৌর প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এবং মূর্চ্ছান্তে নানা বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় গৌর ফিরিয়া আসিয়া বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেব সুস্থ হইয়া নীরোগ দেহ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাকে কৃষ্ণনাম দিয়া গৌর পুনরায় প্রস্থান করিলেন।

বাসুদেবকে অনুগ্রহ করিয়া গৌর গোদাবরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গোদাবরীদর্শনে তাঁহার যমুনার কথা মনে হইল; তীরস্থ বনানী

দর্শনে বৃন্দাবন স্মৃতিপথে উদিত হইল। গৌর গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া তাহার তটে উপবেশন করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় বিবিধ আড়ম্বরের সহিত চতুর্দ্দোলারূঢ় এক ব্যক্তি স্নানার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীদর্শনে তিনি সসম্ভ্রমে অবতরণ করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। গাত্রোত্থান করিলে গৌর কহিলেন, "তুমিই কি রায় রামানন্দ ?"

নবাগত ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমিই সেই শূদ্রবংশোদ্ভব দাস।" তখন উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইলেন। গৌর কহিলেন, "সার্ব্বভৌমের নিকট আমি তোমার গুণাবলি সমস্তই শ্রুত হইয়াছি, এবং তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি।" রামানন্দ কহিলেন, "আমার সহচর সহস্র ব্রাহ্মণ তোমার দর্শনমাত্রেই 'কৃষ্ণ' নাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছে, অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে।" গৌর কহিলেন, "পরম ভাগবত তুমি, তোমার দর্শনেই তোমার ব্রাহ্মণগণের মন দ্রবীভূত হইয়াছে। আমার মত মায়াবাদী সন্ন্যাসীও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসমান হইয়াছে।" এমন সময়ে রামানন্দ-সঙ্গী ব্রাহ্মণগণ গৌরকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া গৌর রামানন্দকে কহিলেন, "আবার যেন দর্শন পাই।" রামানন্দ কয়েক দিন তথায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া প্রণামান্তর বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দের জন্য গৌর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন, এমন সময়ে রামানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দুইজনের তত্ত্বালাপ আরম্ভ হইল। গৌর কহিলেন "সাধ্য কি, তাহা নির্ণয় কর।"

রামানন্দ—

বর্ণাশ্রমাচাররতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্॥

বিষ্ণুপুরাণ—৩।৮।৮

পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচারসম্পন্ন পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন তাঁহার প্রীতি-সাধনের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

গৌর—ইহা বাহ্য; ইহার পরে কি বল।

রামা—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

গীতা—৯।২৭

হে কৌন্তেয়, যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।

গৌর—ইহা বাহিরের কথা, ইহার পরে কি বল।

রামা—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

ভাগবত—১১।১১।৩২

মৎকর্ত্তৃক যাহা যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তাহার দোষগুণ বিচার-পূর্ব্বক তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সত্তম।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গীতা—১৮।৬৭

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব ; শোক করিও না।

গৌর—এও বাহ্য ; ইহার পরে কি বল।

রামা—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাং॥

গীতা ১৮।৫৪

"যিনি (জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ অবলম্বপূর্ব্বক) ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন তিনি কিছুতেই শোক করেন না, কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সর্ব্বভুতে সমভাবযুক্ত হইয়া আমার প্রতি পরম ভক্তি লাভ করেন।" জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধ্যসার।

গৌর—ইহাও বাহিরের কথা ; ইহার পরের কথা বল।

রামা—জ্ঞানশূন্য ভক্তিই সাধ্যসার।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যাসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০।১৩

জ্ঞানলাভে প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা তোমাকেই কেবল প্রণাম করে, এবং সাধুমুখনিঃসৃত ভবদীয় কথা শ্রবণ করিয়া কায়মনোবাক্যে সৎপথস্থ হইয়া জীবনধারণ করেন, তুমি ত্রিভুবন-দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাঁহাদিগের নিকট সুখলভ্য।

গৌর—ইহাও বাহ্য ; ইহার পরে কি বল।

রামা—প্রেমভক্তিই সর্ব্বধর্ম্মের সার।

গৌর—ইহাও হয় ; কিন্তু ইহার পরে কি বল।

রামা—দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৫।১১

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র পুরুষ নির্ম্মল হয়, তাঁহার দাসগণের আবার কি প্রাপ্য অবশিষ্ট থাকে ?

গৌর—ইহাও হয়, কিন্তু ইহারও পরে কি আছে বল।

রামা—সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত—১০।১২।২১

যিনি এইরূপ ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপে সাধুগণের নিকট, পরদেবতারূপে দাস্যরসের ভক্তগণের নিকট, এবং নরশিশুরূপে মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশিত হন, সেই ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত কৃতপুণ্য ব্রজরাখালগণ বিহার করিয়াছিলেন।

গৌর—উত্তম, কিন্তু ইহার পরে কি বল।

রামা—বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

নেমং বিরিঞ্চির্ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ।

ভাগবত—৯।১৫

গোপী যশোদা মুক্তিদাতা শ্রীহরির নিকট যে প্রসাদ প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, ব্রহ্মা, মহাদেব ও তাঁহার বক্ষস্থিতা লক্ষ্মীও তাহা প্রাপ্ত হন নাই।

গৌর—ইহাও উত্তম, ইহার পর কি আছে বল।

রামা— কান্তভাব সর্ব্বসাধ্যসার।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাৎ ব্রজসুন্দরীণাম্।

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণবাহুদণ্ডগৃহীতকণ্ঠব্রজসুন্দরীগণের যে প্রসাদ সমুদিত হইয়াছিল, অন্যের কথা দূরে থাকুক, নিতান্তানুরাগিণী লক্ষ্মী ও নলিনগন্ধবতী স্বর্গকামিনীগণেরও তাহা প্রাপ্য হয় নাই।

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির বহুবিধ উপায় আছে। কিন্তু যাহার যে ভাব তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তটস্থ হইয়া বিচার করিলে তারতম্য বোধ করা যায়।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—রস পাঁচটী। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি—এই পঞ্চভূতের মধ্যে যেমন আকাশের গুণ বায়ুতে, বায়ুর গুণ তেজে, তেজের গুণ জলে ও জলের গুণ ক্ষিতিতে আছে, তেমনি পঞ্চরসের প্রত্যেকের গুণ তাহার পরবর্ত্তী রসের মধ্যে নিহিত আছে। শান্ত, সখ্য ও বাৎসল্য সকলের গুণই মধুর রসে আছে। এই মধুর রসেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ভাগবত—১০।৩২।২২

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, সুন্দরীগণ, তোমাদিগের সহিত আমার প্রেমসংযোগ নিরবদ্য, বহু ব্রহ্মপাত কাল জীবন ধারণ করিয়াও তোমাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইব না। কেননা, তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ। তোমাদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে আমি সমর্থ নহি। অতএব নিজ নিজ সাধু ব্যবহার দ্বারাই তোমাদিগের কৃত সাধু ব্যবহারের বিনিময় হউক।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তাঁহাকে যে যে ভাবে ভজনা করে, তিনি তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করিয়া থাকেন। মধুর ভাবে যাহারা তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি তাহাদিগকে সেইরূপ ভাবে ভজনা করিতে সক্ষম হয়েন না বলিয়া সেই ভক্তগণের নিকট ঋণী থাকেন।

গৌর—সাধ্যের ইহাই সীমা বটে, তবে ইহারও পরে যাহা আছে, কৃপা করিয়া বল।

রামা—ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে, এমন লোক আছে, তাহা জানিতাম না। মধুর রসের মধ্যে রাধার প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গোপীগণ বলিয়াছিলেন—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যমানয়দ্রহঃ॥

ভাগবত—১০।৩০।২৪

রাধিকা নিশ্চয়ই ঈশ্বর ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছেন; যেহেতু কৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রসন্নচিত্তে ইঁহাকেই বিজন প্রদেশে লইয়া গেলেন।

পদ্মপুরাণে আছে—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

রাধিকা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহার কুণ্ডও তদ্রূপ। গোপীগণের মধ্যে রাধিকাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

গৌর—তোমার মুখে অমৃতনদী বহিতেছে। আচ্ছা, 'অন্যের অপেক্ষা থাকিলে প্রেমের গাঢ়তা প্রস্ফুরিত হয় না। গোপীগণের ভয়ে কৃষ্ণ রাধিকাকে চুরি করিয়াছিলেন। যদি রাধিকার জন্য গোপীগণকে ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলেই রাধিকার জন্য তাঁহার গাঢ় অনুরাগ প্রকাশিত হইত।

রামানন্দ—কৃষ্ণ গোপীগণের রাসনৃত্য ত্যাগ করিয়া রাধার অন্বেষণ করিতে করিতে বিলাপ করিয়া বনে বনে ফিরিয়াছিলেন। শতকোটি গোপীসঙ্গে রাস-বিলাসকালে এক মূর্ত্তি রাধার পার্শ্বে সর্ব্বদা বিরাজ করিয়াছিল। রাধা অভিমানভরে রাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ তাঁহার রাসমণ্ডলী ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং কোথাও তাঁহার উদ্দেশ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শতকোটি গোপীতেও কৃষ্ণের কাম নির্ব্বাপিত হয় নাই,—এক রাধিকাতেই তাঁহার তৃপ্তি। ইহাতেই রাধিকার গুণ অনুমিত হইতে পারে।

গৌর—তোমার নিকট আমার আগমন সার্থক হইয়াছে। এখন কৃষ্ণ-রাধিকার স্বরূপ এবং রস ও প্রেমতত্ত্ব কিছু বল।

রামা—আমি ইহার কিছুই জানি না। তুমি যাহা বলাইতেছ, তাহাই বলিতেছি।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, তিনিই সকলের আদি, তিনি স্বয়ং অনাদি। কৃষ্ণই গোবিন্দ এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

প্রফুল্ল কমলানন, পীতাম্বর বনমালী মন্মথেরও মন মুগ্ধ করেন। নানাভাবাশ্রিত ভক্তগণের রসামৃতের তিনিই বিষয়স্বরূপ। তিনি শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তিধর এবং অন্য যাবতীয় অবতারের মনোহারী। তিনি আপন মাধুর্য্যে আপনারই মন হরণ করেন, এবং আপনাকে আপনি আলিঙ্গন করিতে চাহেন।

কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করিলাম। এখন রাধাতত্ত্ব কিছু বর্ণনা করি। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধান—চিৎশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। এই তিন শক্তি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি এবং ইহাই সর্ব্বপ্রধান। কৃষ্ণ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিও তদনুযায়ী ত্রিবিধ,—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। হ্লাদিনী শক্তিহেতু কৃষ্ণ সদা সুখসাগরে মগ্ন থাকেন। সুখস্বরূপ নিজসুখ আস্বাদন করেন, এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করান। হ্লাদিনী শক্তিই ভক্তগণের সুখের কারণ। হ্লাদিনীর সারভূত অংশের নাম প্রেম, অথবা আনন্দচিন্ময় রস। এই প্রেমের সারতম অংশ মহাভাব বলিয়া খ্যাত। এই মহাভাবে কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। শ্রীমতী রাধিকা মহাভাবস্বরূপা এবং একমাত্র তিনিই কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তি করিতে সক্ষম।

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা,
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।

জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচোঽস্যা
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা॥

কৃষ্ণের প্রেমের জন্মভূমি কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। কৃষ্ণের অনুপম গুণবতী প্রেয়সী কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। কেশে কুটিলতা, নেত্রে সরলতা, স্তনে নিষ্ঠুরতা, এক রাধিকারই আছে; একমাত্র রাধিকাই হরির বাসনা পূর্ণ করিতে সক্ষম, অন্য কেহ নহে।

নিরন্তর কামক্রীড় বলিয়া কৃষ্ণের নাম "ধীরললিত।" যে পুরুষ বিদগ্ধ (চতুর), নবতরুণ, পারহাসদক্ষ, নিশ্চিন্ত ও প্রেয়সীবশ, তাহারই নাম "ধীরললিত।" কৈশোরে কৃষ্ণ রাত্রি-দিন রাধার সহিত কুঞ্জক্রীড়া করিয়াছিলেন।

গৌর—বেশ! আর কি আছে বল।

রামা—আর আমি জানি না। তবে আমার স্বকৃত একটি গান শোন।

রামানন্দ গাহিলেন—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলু দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহুকো মিলনে মধ্যে পাঁচবাণ॥
অব সোহি বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি॥

গৌর—সাধ্যবস্তু কি তাহা বুঝিলাম। কিন্তু সাধন বিনা কেহ সাধ্য লাভ করিতে পারে না। এখন এই সাধ্যবস্তুর উপায়স্বরূপ সাধন-তত্ত্ব কিছু বল।

রামানন্দ—তুমি যাহা বলাইতেছ, তাহাই বলিতেছি; শোন! সাধনের কথা অতি নিগূঢ়। সখী ভিন্ন কেহ রাধাকৃষ্ণলীলা বুঝিবার অধিকারী নহে। সখী হইতে এই লীলার বিস্তার। সখীভাবে ভিন্ন রাধাকৃষ্ণকুঞ্জ-সেবারূপ সাধ্যবস্তু কেহই পাইতে পারে না।

সখীর স্বভাব বর্ণনা কঠিন। কৃষ্ণের সহিত নিজে ক্রীড়া করিতে সখীর মন নাই। সখী চায় কৃষ্ণের সহিত রাধিকার লীলা সংঘটন করিতে। কৃষ্ণপ্রেমরূপ কল্পলতা রাধিকার স্বরূপ; সখীগণ সেই কল্প-লতার পল্লব, পুষ্প ও পত্র। কৃষ্ণলীলামৃতে লতা সিঞ্চিত হইলে, পল্লব, পুষ্প ও পত্র অনন্ত সুখের অধিকারী হয়। এদিকে সখীগণ কৃষ্ণসঙ্গমসুখ কামনা না করিলেও, রাধিকা যত্ন করিয়া তাহাদের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গ সংঘটন করেন। সখীগণ স্বকীয় ইন্দ্রিয়সুখ বাঞ্ছা করেন না, কৃষ্ণের সুখের জন্যই তাঁহাদের কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম। যে ভক্ত সেই গোপী-ভাবামৃতঅভিলাষী, বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি কৃষ্ণ ভজনা করেন। যে রাগানুগ মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজনা করে, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। ব্রজলোকের ভক্ত যে ভাবে তাঁহাকে ভজনা করেন তিনি তদনুরূপ গতি লাভ করিয়া ব্রজধামে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিধিমার্গে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথাভক্তিমতামিহ।

যশোদানন্দন ভগবান কৃষ্ণ ভক্তিমান্ দেহিবৃন্দের সম্বন্ধে যেরূপ সুখ-লভ্য, আত্মভূত জ্ঞানিবৃন্দের পক্ষে তদ্রূপ নহেন। এই জন্যই ভক্ত

গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া রাত্রি-দিন রাধাকৃষ্ণের চিন্তা করেন। গোপীভাব বর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিলে, ব্রজনন্দনকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যশালী বিষ্ণুর ভজন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হন নাই।

ইহা শুনিয়া গৌর প্রেমভরে রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিলেন। সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণকথালাপে অতিবাহিত হইল। রামানন্দের অনুরোধে দশ দিন গৌর তথায় অবস্থান করিলেন। প্রতিদিন কৃষ্ণকথা চলিতে লাগিল। একদিন গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদ্যার মধ্যে সার কি?"

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্তি বিনা আর বিদ্যা নাই।

গৌর—জীবের কোন্ কীর্ত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

রামানন্দ – কৃষ্ণভক্তি-খ্যাতি।

গৌর—কোন্ সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণপ্রেম।

গৌর– দুঃখমধ্যে গুরুতর কি?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্ত-বিরহ।

গৌর—মুক্তমধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

রামানন্দ—যে কৃষ্ণপ্রেম সাধনা করে।

গৌর—গান মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ গান?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যাহার মর্ম্ম।

গৌর– শ্রেয়োমধ্যে সারতম কি?

রামানন্দ – কৃষ্ণভক্তসঙ্গ।

গৌর—অনুক্ষণ জীব কি স্মরণ করিবে?

রামানন্দ—কৃষ্ণগুণ-লীলা।

গৌর—ধ্যেয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণ-পাদাম্বুজ।

গৌর—সর্ব্বত্যাগ করিয়া কোথায় বাস করা জীবের উচিত?

রামানন্দ—শ্রীবৃন্দাবনে।

গৌর—উপাস্যের মধ্যে প্রধান কে?

রামানন্দ—যুগল-মূর্ত্তি।

গৌর মুক্তি ও ভুক্তিকামীর মধ্যে প্রভেদ কি?

রামানন্দ—স্থাবর-দেহ ও দেব-দেহের মধ্যে যে প্রভেদ।

অরসজ্ঞ জ্ঞানী কাকের মতো জ্ঞানরূপ নিম্বফল চোষণ করে। রসজ্ঞ ভক্ত কোকিল প্রেমরূপ আম্রমুকুল ভক্ষণ করে।

আর এক দিন রামানন্দ কহিলেন, "কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, তুমি সমস্তই আমার চিত্তে প্রকাশিত করিয়াছ। বাহিরে উপদেশ না দিয়া তুমি ভিতর হইতে এই সমস্ত তত্ত্ব আমার অন্তঃকরণে প্রকাশিত করিয়াছ। কিন্তু একটি আশ্চর্য্য জ্ঞান আমার বিদূরিত হইতেছে না। প্রথমে আমি তোমার সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। এখন শ্যামবর্ণ গোপরূপে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তোমার সম্মুখে যেন এক কাঞ্চনময়ী পঞ্চালিকা রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার গৌর কান্তির আভায় তোমার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। আর দেখিতেছি, তুমি বংশীবাদন শ্যামসুন্দররূপে ভাবময় চঞ্চল দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছ। ইহার কারণ আমাকে বল।"

গৌর কহিলেন, "রাধাকৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রেমবশতঃ তুমি এরূপ দেখিতেছ। প্রেমিক স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পান।"

রামানন্দ কহিলেন, "আমাকে ছলনা করিও না। তোমার নিজ রূপ আমাকে দেখাইতে হইবে। স্বীয় রস আস্বাদনের জন্য তুমি রাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। আপনি

আপনার প্রেম আস্বাদন করিতে করিতে তুমি আনুসঙ্গিক ভাবে ত্রিভুবন প্রেমময় করিয়াছ। আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই এখানে তুমি আসিয়াছ, তবে আবার কপটতা কেন ?"

তখন রসরাজ ও মহাভাবের মিলিত মূর্ত্তি গৌর রামানন্দকে দেখাইলেন। রামানন্দ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দশ দিন অতিবাহিত হইল। খনি খুঁড়িতে খুঁড়িতে যেমন তামা, কাঁসা, রূপা, সোণা, রত্ন, চিন্তামণি,—উত্তরোত্তর উত্তমবস্তু লাভ হয়, উভয়ের কথোপকথনে ক্রমেই অধিকতর মূল্যবান তত্ত্ব-কথা আলোচিত হইতে লাগিল। অবশেষে গৌর বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রামানন্দ পরম দুঃখিত চিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। বিদায়-কালে গৌর কহিলেন তুমি, "বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন কর। আমি সত্বরই তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইব। তখন উভয়ে একত্র অবস্থান করিব।"

৩

দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ

বিদ্যানগর ত্যাগ করিয়া গৌর দাক্ষিণাভিমুখ হইয়া চলিলেন। দাক্ষিণাত্যে কর্ম্মী, জ্ঞানী, বৌদ্ধ, রামানুজ, শ্রীবৈষ্ণব, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি বহুবিধ সম্প্রদায়াবলম্বী লোক ছিল। গৌর সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোককেই স্বীয়মতবলম্বী করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে মহেশ দর্শন করিলেন। তথা হইতে আহোবলম নগরে নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সিদ্ধবটে গমন করতঃ সীতা-পতিমূর্ত্তিকে নমস্কার করিলেন। সিদ্ধবটে এক রামোপাসক ব্রাহ্মণ গৌরের

আতিথ্য সৎকার করেন। ব্রাহ্মণ একমাত্র রামনাম ভিন্ন অন্য কোনও নাম গ্রহণ করিতেন না। সিদ্ধবট হইতে গৌর স্কন্দক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং তথায় স্কন্দ দর্শন করিয়া ত্রিমঠে গমন করতঃ ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ত্রিমঠ হইতে গৌর সিদ্ধবটে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত রামোপাসক ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ গৌরকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি কৃষ্ণনাম আমার রসনায় বসিয়া গিয়াছে। আমি রামনাম ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছি।" সিদ্ধবট হইতে গৌর বৃদ্ধকাশী গমন করিয়া শিবদর্শন করিলেন, এবং বৃদ্ধকাশীর সন্নিহিত এক গ্রামে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া তার্কিক, মীমাংসক, মায়াবাদী, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক প্রভৃতি বহুবিধ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া এক বৌদ্ধাচার্য্য গৌরের সহিত তর্ক করিবার উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তর্কে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তখন বহু বৌদ্ধ মিলিয়া গৌরকে অপদস্থ করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা এক পাত্রে অপবিত্র অন্ন স্থাপন করিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া তাহা গৌরকে দিতে আসিল। কিন্তু অকস্মাৎ এক মহাকায় পক্ষী অন্তরীক্ষ হইতে সেই অন্নসহ পাত্র লইয়া আকাশমার্গে পুনরুত্থিত হইল। অনতিবিলম্বেই সমস্ত অন্ন বৌদ্ধগণের শিরে এবং সেই ধাতুপাত্র বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তকে পতিত হইল। আচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে স্বীয় অপচার হৃদয়ঙ্গম করিয়া আচার্য্য সশিষ্য গৌরের শরণ গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট কৃষ্ণনাম লইয়া কৃতার্থ হইলেন।

ত্রিমল্লে যাইয়া গৌর চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিলেন, এবং বেঙ্কটগিরি হইয়া ত্রিপতীনগরে যাইয়া রামসীতাকে নমস্কার

করিলেন। অতঃপর পানা নরসিংহ দর্শন পূর্ব্বক শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী ত্রিমলয়, ত্রিকালহস্তী, পক্ষীতীর্থ, বৃদ্ধকোল, পীতাম্বর, শিয়ারী ভৈরবী, প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া কাবেরী তীরে বহুসংখ্যক শৈবকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। দেবস্থান, কুম্ভকর্ণ, শিবক্ষেত্র, পাপনাশন ভ্রমণ করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন করতঃ গৌর রঙ্গনাথের সম্মুখে বহুক্ষণ নৃত্যগীত করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গৌর বেঙ্কট ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে চারিমাস অবস্থিতি করিলেন। বহুসংখ্যক লোক তথায় তাঁহার নিকট কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছিল। তথায় এক ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বসিয়া প্রত্যহ গীতা পাঠ করিতেন। তাঁহার অশুদ্ধ উচ্চারিত গীতাপাঠ শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে উপহাস করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। গৌর দেখিলেন, গীতাপাঠের সময় ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন, তাঁহার শরীরে অশ্রু, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হইত। এক দিন গৌর ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গীতার কি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনি এত আনন্দ লাভ করেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আমি মূর্খ, শব্দার্থ আমি কিছুই জানি না। শুদ্ধ-অশুদ্ধ কিছুই বুঝি না। কিন্তু যতক্ষণ গীতা পাঠ করি, দেখিতে পাই, শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে সারথিবেশে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। তাই আমার এত আনন্দ।" "তোমারই গীতাপাঠ সার্থক" বলিয়া গৌর ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। গৌর যতদিন রঙ্গক্ষেত্রে ছিলেন, ব্রাহ্মণ তদবধি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই।

বেঙ্কট ভট্ট লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন। গৌর একদিন হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তো পতিব্রতার শিরোমণি; কিন্তু তিনি গোপবালক কৃষ্ণের সঙ্গমলাভের জন্য ব্যাকুল

হইয়াছিলেন কেন বলিতে পার ?" ভট্ট কহিলেন, "কৃষ্ণ ও নারায়ণ তো একই, সুতরাং লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গম কামনায় কোনও দোষ হইতে পারে না।"

গৌর কহিলেন, "শাস্ত্রে আছে, লক্ষ্মী কৃষ্ণের সহিত রাসকেলি করিতে অধিকার পান নাই। কিন্তু শ্রুতিগণ তপস্যা করিয়া সে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহার কারণ কি ?"

ভট্ট কহিলেন, "এ সমস্ত আমার বুদ্ধির অগম্য। তুমি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও।"

গৌর কহিলেন, "ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিত না। কেহ তাঁহাকে পুত্রজ্ঞানে উদুখলে বাঁধিয়াছে; কেহ সখাজ্ঞানে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে। ব্রজবাসী তাঁহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জানিত, তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তাহাদিগের ছিল না। এই ব্রজবাসীর ভাবে যে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিগণ গোপীদেহ গ্রহণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজনা করিয়াছিলেন, তাই কৃষ্ণসঙ্গে রাসলীলার অধিকারী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ গোপ, তাঁহার প্রেয়সী গোপী। দেবী অথবা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ স্বীকার করেন না। শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীদেহে রাসবিলাস কামনা করিয়াছিলেন; তাই সফলকামা হইতে পারেন নাই। ভট্ট সন্দেহ করিও না, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্; শ্রীনারায়ণ তাঁহার মূর্ত্তি-বিলাস।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

ভাগবত ১।৩।২৮

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপীকার মন হরিতে নারে-নারায়ণ ॥

ভট্টের বিশ্বাস ছিল, নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গৌরের বচনে তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ হইল। তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া গৌর কহিলেন, "ভট্ট, দুঃখিত হইও না। শাস্ত্রের যাহা সিদ্ধান্ত, তাহাই তোমাকে বলিলাম। কৃষ্ণ-নারায়ণে ভেদ নাই। গোপী ও লক্ষ্মী অভিন্ন। ঈশ্বরত্বে ভেদ স্বীকার করিলে অপরাধ হয়। একই বিগ্রহ নানারূপ ধারণ করেন।"

"তোমার কৃপায় ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিলাম", বলিয়া ভট্ট গৌরের চরণে প্রণত হইলেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গৌর ঋষভ পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তথায় পরম ভাগবত পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তথা হইতে শ্রীশৈল ও কামকোষ্ঠি হইয়া দক্ষিণ মথুরায় গমন করিলেন। এই শেষোক্ত স্থলে গৌর এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কিন্তু মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলেও ব্রাহ্মণ রন্ধনের কোনও আয়োজন করিলেন না। গৌর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ কহিলেন "প্রভু, আমি অরণ্যবাসী, সম্প্রতি অরণ্যে ভিক্ষা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। লক্ষ্মণ ফলমূল আহরণার্থ গমন করিয়াছেন, তিনি ফিরিয়া আসিলে সীতা রন্ধনের আয়োজন করিবেন।" রামোপাসক ব্রাহ্মণের রামৈকচিত্ততা দেখিয়া গৌর প্রীত হইলেন। ব্রাহ্মণ অবশেষে রন্ধন করিয়া গৌরকে ভোজন করাইলেন, নিজে কিছুই গ্রহণ করিলেন না। গৌর পুনরায় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ কহিলেন, "রাক্ষস রাবণ জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতাদেবীর অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে, এই দুঃখে আমার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া জীবন ত্যাগ করিব।" তাহাকে প্রবোধ দিয়া গৌর কহিলেন, "রাবণের সাধ্য কি লক্ষ্মীস্বরূপিণী ঈশ্বরপ্রেয়সী চিদানন্দমূর্ত্তি সীতাকে স্পর্শ করে? তাঁহাকে দেখিবার শক্তিই তাহার নাই, স্পর্শ ত দূরের কথা। রাবণ

আসিবার পূর্ব্বেই সীতা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; রাবণ মায়া-সীতাকে হরণ করিয়াছিল। বেদপুরাণের ইহাই অভিমত। বিশ্বাস কর, এবং দুর্ভাবনা ত্যাগ করিয়া ভোজন কর।" ব্রাহ্মণ ভোজন করিলেন। গৌর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া দুর্ব্বশন গমন করিলেন ও তথা হইতে মহেন্দ্র শৈলে পরশুরাম দর্শন করিয়া সেতুবন্ধে আসিয়া ধনুতীর্থে স্নান করিলেন। তদনন্তর রামেশ্বর তীর্থে গমন করতঃ তথায় কয়েক দিন বিশ্রাম করিলেন। রামেশ্বরে এক ব্রাহ্মণ-সভায় কুর্ম্মপুরাণ পাঠ শুনিতে গিয়া গৌর পতিব্রতার উপাখ্যান মধ্যে রাবণ কর্ত্তৃক মায়াসীতা হরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া নিজের পূর্ব্বকৃত ব্যাখ্যার পোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেই পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণ মথুরায় গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রামোপাসককে দান করিলেন। বিপ্র পরম সন্তুষ্ট হইয়া গৌরের নানা স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তথা হইতে গৌর পাণ্ড্য দেশান্তর্গত তাম্রপর্ণী গমন করিলেন। তৎপরে তিনি যে সমস্ত স্থানে গমন করিলেন তাহার নাম—নয়ত্রিপদী, চিয়ড়তালা, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্রমোক্ষণ, পানাগড়ি, চাম্‌তাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্ব্বত, কন্যাকুমারী এবং আমলকীতলা। শেষোক্ত স্থান হইতে গৌর মল্লারদেশে গমন করিলেন। তথায় ভট্টমারী নামে এক ধর্মসম্প্রদায় ছিল। গৌরের সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামে যে ব্রাহ্মণ ছিল, ভট্টমারিগণ স্ত্রী ও ধনের লোভ দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গেল। গৌর কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া সেই দিনই পয়স্বিনী নদীর তীরস্থ এক গ্রামে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই স্থানে আদিদেব কেশব-মন্দিরে তাঁহার নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিয়া বহুলোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এইখানে "ব্রহ্মসংহিতা" নামক এক ভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ পাইয়া গৌর অতি যত্নের সহিত তাহা লিখাইয়া লইলেন। অনন্তর অনন্ত পদ্মনাভ, শ্রীজনার্দ্দন, পয়োশ্রী, শৃঙ্গগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া গৌর উদিপী আসিয়া উড়ুপ কৃষ্ণ দর্শন করিলেন। মধ্বাচার্য্য

এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা এবং তদীয় শিষ্য তত্ত্ববাদিগণ এই মূর্ত্তির সেবক। সেই নৃত্যপর গোপালমূর্ত্তি দেখিয়া গৌর প্রেমোন্মত্ত হইয়া বিস্তর নৃত্য-গীত করিলেন। তত্ত্ববাদগণ মায়াবাদী সন্ন্যাসী মনে করিয়া প্রথম তাঁহার সহিত আলাপ করেন নাই। অবশেষে তাঁহার প্রেমাবেশ দেখিয়া পরম যত্নে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা গৌরের সহিত সাধ্যসাধন তত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তথা হইতে গৌর ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ, পঞ্চাপ্সরা, গোকর্ণ, দ্বৈপায়নী, সূর্পারক, কোলাপুর ও পাণ্ডুপুর গমন করিয়া তত্রত্য দেবমূর্ত্তি সমুদয় দর্শন করিলেন। পাণ্ডুপুরে মাধব-পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া গৌর যখন তাঁহাকে প্রেমা-বেশে প্রণাম করিলেন, তখন শ্রীরঙ্গপুরী কহিলেন, "শ্রীপাদ, নিশ্চয় আমার গুরুর সহিত তোমার সম্বন্ধ আছে, অন্যত্র এরূপ প্রেম দুর্লভ।" গৌর ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত করিলেন। মাধব-পুরীর সহিত শ্রীরঙ্গপুরী একবার নবদ্বীপে গমন করিয়া জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। গৌরের জন্মস্থানের পরিচয় পাইয়া তিনি প্রসঙ্গক্রমে শচীদেবীর প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনের প্রশংসাবাদ করিয়া কহিলেন, তাঁহার এক পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শ্রীশঙ্করারণ্য নাম পরিগ্রহ করিয়া পাণ্ডুপুরে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" শুনিয়া গৌর কহিলেন, "পূর্ব্বা-শ্রমে শঙ্করারণ্য আমার ভ্রাতা ছিলেন।" শ্রীরঙ্গপুরী তথা হইতে দ্বারকায় গমন করিলেন। গৌর পাণ্ডুপুরে কিছু দিন অবস্থান করিয়া পুনরায় বহির্গত হইলেন, এবং কৃষ্ণবেণা নদীতীরে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তথায় "কৃষ্ণকর্ণামৃত" নামক সুন্দর গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইলেন। মাহিষ্মতী, ধনুতীর্থ, ঋষ্যমুখ, পম্পাসরোবর, পঞ্চবটী, ব্রহ্মগিরি, শাবর্ত্ত প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গৌর বিদ্যানগরে প্রত্যাগত হইয়া রামানন্দের সহিত পুনর্মিলিত হইলেন।

গৌর রামানন্দকে ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থদ্বয় প্রদান করিলেন। রামানন্দ কহিলেন, "তোমার নির্দেশ মত আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম। রাজা আমাকে নীলাচলে যাইতে আদেশ দিয়াছেন। আমি যাইবার আয়োজন করিতেছি। দিন দশ মধ্যে আমি নীলাচলে উপস্থিত হইব।" গৌর অচিরে নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়া উৎকণ্ঠিত ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন।

৪

উৎকলীয় ভক্তগণের সহিত মিলন, গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন

গৌর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইলে সার্ব্বভৌম রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলিয়া জগন্নাথ মন্দিরের সন্নিধানে একটি গৃহ গৌরের বাসের জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৃহটি কাশী মিশ্রের। গৌর অবস্থান করিবেন শুনিয়া কাশী মিশ্র সানন্দে গৃহ দান করিয়াছিলেন। গৌর প্রত্যাগত হইয়া সেই গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নীলাচলে ভক্তগণ উৎকণ্ঠিতভাবে গৌরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সার্ব্বভৌম একে একে সকলের সহিত গৌরের পরিচয় করাইয়া দিলেন। জগন্নাথের সেবক জনার্দ্দন, জগন্নাথের স্বর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লেখক শিখি মাইতি, তাঁহার ভ্রাতা মুরারি, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, সিংহেশ্বর মুরারি, প্রহররাজ মহাপাত্র, পরমানন্দ মহাপাত্র প্রভৃতি সকলেই আসিয়া একে একে গৌরের চরণে প্রণত হইলেন। রামানন্দ রায়ের

পিতা ভবানন্দ চারি পুত্র সহ আসিয়া গৌরকে প্রণাম করিলেন, এবং পুত্র বাণীনাথ পট্টনায়ককে তাঁহার সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

গৌরের নীলাচল প্রত্যাগমনের সংবাদ নবদ্বীপে পৌছাইলে ভক্তগণ নীলাচলে গমনের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে গৌরের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। গৌরের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তিনি স্বরূপ দামোদর নাম গ্রহণ করেন। গৌর তীর্থভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইলে স্বরূপ প্রেমবিহ্বল অবস্থায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার সহিত বাস করিবার অনুমতি দিলেন। স্বরূপ অনতিকালমধ্যেই গৌরের প্রধান সেবকরূপে পরিগণিত হইলেন। কেহ কোনও সঙ্গীত অথবা কবিতা রচনা করিয়া গৌরকে দেখাইতে আসিলে স্বরূপ তাহা পরীক্ষা করিয়া দিতেন। তাঁহার অভিমত হইলে তবে তাহা গৌর সকাশে গীত ও পঠিত হইতে পারিত।

কতিপয় দিবসান্তে গোবিন্দ নামক শূদ্রবংশীয় এক ব্যক্তি গৌরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "আমি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য ছিলাম, পুরী মৃত্যুকালে আমাকে তোমার সেবা করিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন, আমাকে গ্রহণ কর।" গুরুর সেবকের সেবা গ্রহণ করিতে গৌর প্রথমে ইতস্তত: করিয়াছিলেন; পরিশেষে গুরুর আদেশ পালনার্থ গোবিন্দকে সেবকরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

একদিন মুকুন্দ দত্ত আসিয়া সংবাদ দিলেন ব্রহ্মানন্দ ভারতী নামক একজন বিশিষ্ট ভক্ত গৌরের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। গৌর অনতিবিলম্বে ভারতীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন

করিয়া দেখিলেন, ভারতী মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া আছেন। বৈষ্ণবের চর্ম্মাম্বর দেখিয়া গৌর বিরক্ত হইলেন, এবং মুকুন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভারতী গোসাঁই কোথায়?" মুকুন্দ ভারতীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন। গৌর কহিলেন, "তোমার কথা অসম্ভব! ভারতী কেন চর্ম্ম পরিধান করিবেন?" ভারতীর অনুতাপ উদ্রিক্ত হইল এবং তিনি চর্ম্মাম্বর বর্জ্জন করিয়া বহির্বাস গ্রহণ করিলেন। তদবধি ব্রহ্মানন্দ ভারতী গৌরের সহিত একত্রাবস্থান করিতে লাগিলেন।

দুই শত ভক্ত নবদ্বীপ হইতে গৌরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আসিতেছিলেন। তাঁহাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া গৌর স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দকে তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিতে পাঠাইলেন। অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর বিদ্যানিধি, গদাধর পণ্ডিত, আচায্যরত্ন পুরন্দর আচার্য্য, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, নারায়ণ পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, হরি ভট্ট, শ্রীনৃসিংহানন্দ, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, শ্রীকান্ত, শ্রীধর, বল্লভ সেন, পুরুষোত্তম সঞ্জয়, কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ খান, রামানন্দ বসু, মুকুন্দ দাস, নরহরি, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব, সুলোচন প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকলের সহিত কুশল প্রশ্ন শেষ হইলে গৌর হরিদাসকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দূর হইতে গৌরকে দেখিয়া হরিদাস কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গৃহে প্রবেশ করেন নাই, গৃহসমীপে রাজপথে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গৌরের আদেশে কয়েকজন ভক্ত তাঁহাকে লইতে আসিলেন। কিন্তু হরিদাস কহিলেন, "আমি পাপিষ্ঠ যবন, আমার মন্দিরের নিকট যাইবার অধিকার নাই।" গৌর এই কথা শুনিয়া তাঁহার গৃহসন্নিহিত উদ্যানস্থ

একটি ঘর কাশী মিশ্রের নিকট হইতে হরিদাসের জন্য চাহিয়া লইলেন, এবং স্বয়ং হরিদাসের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করতঃ সেই গৃহে আনিয়া স্থাপিত করিলেন।

গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত নৃত্যগীতকীর্ত্তনে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। এদিকে রথযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে গৌর সার্বভৌম ও কাশী মিশ্রকে ডাকাইয়া তাঁহাদের নিকট স্বয়ং গুণ্ডিচামন্দির মার্জনা করিবার অনুমতি চাহিলেন। সার্ব্বভৌমাদি গৌরের ইচ্ছায় সম্মতি দান করিয়া মন্দির মার্জনার্থ পর্য্যাপ্ত কলসী ও সম্মার্জনীর আয়োজন করিয়া দিলেন। প্রচুর উল্লাসে ভক্তগণের সহিত গৌর গুণ্ডিচামন্দির মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন, এবং মার্জন শেষ হইলে সকলের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে জলকেলি করিলেন।

৫

রথযাত্রা

রথযাত্রার দিন সমাগত হইল। প্রাতঃস্নানান্তে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া গৌর জগন্নাথের বিজয়োৎসব দর্শন করিলেন। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম সুসজ্জিত রথে স্থাপিত হইবামাত্র লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে "জয় জগন্নাথ, জয় মহাপ্রভু" ধ্বনিত হইল। স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র, সপারিষদ স্বর্ণমার্জ্জনী হস্তে রথাগ্রে পথ পরিষ্কার করিয়া তদুপরি চন্দন-জল সেচন করিলেন, গৌড়ীয়গণ রথাকর্ষণ করিতে লাগিল। রথ গুণ্ডিচাভিমুখে অগ্রসর হইল। স্বীয় ভক্তগণকে চারিদলে বিভক্ত

করিয়া গৌর চারিটি কীর্ত্তনসম্প্রদায় গঠন করিলেন। ইহারা রথের অগ্রে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। যুক্তকরে জগন্নাথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গৌর ভক্তিব্যাকুল কণ্ঠে স্তব পাঠ করিলেন,—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"
"জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ।
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপঃ॥"
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো।
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥"
"জয়তি জন-নিবাসো দেবকীজন্ম-বাদো।
যদুবর-পরিষৎ স্বৈর্দোভিরস্যন্নধর্ম্মম্।"
"স্থির-চর-বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন।
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্।"
"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্ন বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥"

স্তবপাঠ শেষ হইলে গৌর হুঙ্কারপূর্ব্বক উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য গৌরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে লাগিলেন। হরিদাস কেবল "হরিবোল" বলিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র পলকহীন দৃষ্টিতে নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন। বয়স্য হরিচন্দনের স্কন্ধদেশে হস্ত ন্যস্ত করিয়া তিনি নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাতে পশ্চাৎস্থিত শ্রীবাস পণ্ডিতের নৃত্যদর্শনের ব্যাঘাত হইতেছিল। শ্রীবাস নৃত্য দর্শনের বিঘ্ন দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া হরিচন্দনকে

চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু প্রতাপরুদ্র তাহাকে নিষেধ করিলেন। দামোদর গাহিয়া উঠিলেন—

"সেই ত পরাণনাথে পাইনু,
যার লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু ॥"

গৌরের তদানীন্তন মানসিক অবস্থার সহিত গান মিলিল। গৌর বিরহাকুল হইয়া রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথের বিরাট রথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। গৌর নাচিতে নাচিতে পড়িতে লাগিলেন।

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥
আহুশ্চ তে নলিননাভপদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈ র্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥
"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥"

রেবাতটে বেতসী-তরুতলে শ্রীকৃষ্ণসহ বিহারের জন্য রাধাভাবাবিষ্ট গৌরের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বিরহবিধুর হইয়া তিনি ভূমিতলে উপবেশন করতঃ তর্জ্জনীর দ্বারা মৃত্তিকায় লিখিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে করিতে রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে গিয়া পতিত হইলেন।

গৌর যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন অবধিই প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু গৌর সন্ন্যাসী, তিনি রাজদর্শন করিবেন না বলিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৌর নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে, একদিন সার্ব্বভৌম তাহাকে রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিরক্ত হইয়া গৌর বলিয়াছিলেন, পুনরায় তাহাকে কেহ রাজদর্শনের কথা বলিলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া যাইবেন। রামানন্দ রায় পুরীতে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার নিকট নানারূপ বিলাপ করিয়া গৌরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তখন রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম গৌরের প্রতি রাজার প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভক্তাধীন গৌর কখনও ভক্তের আকুল ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবেন না। রথযাত্রার দিন যখন তিনি রথাগ্রে নৃত্য করিবেন, তখন দীনবেশে তাঁহার চরণ ধারণ করিলে, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে আলিঙ্গন দান করিবেন।" আজ নৃত্য করিতে করিতে গৌর যখন প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে পতিত হইলেন, রাজা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্পর্শমাত্র বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া গৌর "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন। দেখিয়া রাজা ভীত হইয়া পড়িলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে অভয় দিয়া কহিলেন, "আপনার ভক্তি প্রভুর অবিদিত নাই, তিনি আপনার প্রতি প্রসন্নই আছেন। তবে ভক্তগণের শিক্ষাবিধানার্থ তিনি রাজসংস্পর্শে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। অবসর পাইলেই আমি আপনার কথা পুনরায় প্রভুকে বলিব। তখন যাইয়া আপনি প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন।"

রাজসংস্পর্শ জন্য ক্ষণিক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া গৌর রথের পশ্চাতে গমন করিলেন, এবং মাথা দিয়া রথ ঠেলিতে লাগিলেন। তাঁহার

স্পর্শমাত্র রথ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, এবং অচিরে বলগণ্ডি নামক স্থানে গিয়া উপনীত হইল। তথায় লোকের অত্যধিক জনতা হওয়ায় নিকটস্থ এক উদ্যানে প্রবেশ করিয়া গৌর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

গৌর বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের উপদেশে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং যাবতীয় ভক্তগণের অনুমতি লইয়া গৌরের পদমূলে পতিত হইলেন। গৌর চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন; রাজা তাহার পাদ সংবাহন করিতে লাগিলেন, এবং রাসলীলার শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, শুনিয়া গৌর প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন; এবং 'বোল' 'বোল' বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। রাজা পড়িলেন—

তব কথামৃতং তপ্ত-জীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদাঃ জনাঃ ॥

হে প্রিয়,তোমার কথামৃত সন্তপ্তজনের জীবন, ব্রহ্মজ্ঞদিগের উপাসিত, কলুষনাশক, শ্রবণমঙ্গল এবং সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত। যাঁহারা উহা পান করাইতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত দাতা।

শুনিয়া গৌর দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমভরে রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন; এবং "তুমি আমাকে অমূল্য রত্ন দান করিয়াছ, তোমাকে দিতে পারি আমার এমন কিছুই নাই, তাই আলিঙ্গন দান করিলাম।" বলিয়া রাজার পঠিত শ্লোকটি বারংবার পাঠ করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। ক্ষণকাল পরে জ্ঞানলাভ করিয়া গৌর কহিলেন, "আমার পরম বান্ধব কে তুমি, আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইতেছ?" রাজা কহিলেন, "আমি তোমার দাসানুদাস, আমাকে তোমার ভৃত্য

করিয়া, লও।" গৌর প্রীত হইয়া রাজাকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইলেন এবং অন্যত্র প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। রাজা কৃতার্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

মধ্যাহ্নভোজনান্তে গৌর রথ টানিতে গমন করিলেন। রথ অচল ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, গৌড়ীয়গণ রথ নাড়াইতে অপারগ হওয়ায় রাজাদেশে রথ টানিবার জন্য হস্তী যোজিত হইয়াছিল। হস্তিগণ অঙ্কুশাঘাতে বিচলিত হইয়া উন্মত্তভাবে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু রথ নড়িল না। তখন সমস্ত হস্তী খুলিয়া দিয়া গৌর নিজে মাথা দিয়া রথ ঠেলিতে লাগিলেন, রথ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, এবং কোটি কণ্ঠের হরিধ্বনির মধ্যে অচিরে গুণ্ডিচামন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইল।

৬

সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের জলক্রীড়া

জগন্নাথ নীলাচলের অধীশ্বর। তিনি বৎসরান্তে একবার বন-বিহারার্থ রথে চড়িয়া গুণ্ডিচামন্দিরে আগমন করেন। ইহাই রথোৎসব। জগন্নাথ নয় দিন গুণ্ডিচায় অবস্থান করেন। গৌর ভক্তগণ সহ নয় দিন তথায় নৃত্য গীতে অতিবাহিত করিলেন। এক দিন জলক্রীড়ার সময় সার্ব্বভৌম ও রামানন্দে জলযুদ্ধ বাধিয়া গেল। উভয়ে অবিরাম উভয়ের গাত্রে জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চপলতা লক্ষ্য করিয়া গোপীনাথ আচার্য্যকে গৌর কহিলেন, "সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ উভয়েই পরম পণ্ডিত। উঁহারা বালকের মত চপলতা করিতেছেন, তুমি নিষেধ করিতেছ না কেন?" তখন—

গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু,
উছলিত কর যবে তার এক বিন্দু।
মেরু মন্দার পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা,
দুই এক গণ্ড শৈল ইহার কি কথা!
শুষ্ক তর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার,
তারে কৃপামৃত পিয়াও, এ কৃপা তোমার॥

পঞ্চমী তিথিতে হোরাপঞ্চমী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। আট দিন পরে জগন্নাথ গুণ্ডিচা হইতে শ্রীমন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রথের পট্টডোরী ছিঁড়িয়া গেল। তখন কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ সত্যরাজ খাঁকে (বসু) গৌর প্রতিবৎসর ঠাকুরের পট্টডোরী সরবরাহ করিবার ভার দিলেন। তদবধি প্রতিবৎসর রামানন্দ জগন্নাথের জন্য পট্টডোরী লইয়া রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসিতেন।

৭

গৌড়ীয় ভক্তগণের স্বদেশ-প্রত্যাগমন

একদিন কথা প্রসঙ্গে গৌর কহিলেন—

প্রদক্ষিণকালে কিছুক্ষণ ঠাকুরের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ক্ষণেকের অদর্শনও সহ্য করিতে পারি না। তাই প্রদক্ষিণ না করিয়া অপলক নয়নে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকি।

গৌড়ীয় ভক্তভণের সহবাসে চারি মাস কাটিল। এই চারি মাস ভক্তগণের বড় সুখেই অতিবাহিত হইল। তাঁহারা একে একে নিমন্ত্রণ করিয়া সকলেই গৌরকে খাওয়াইলেন। গৌর তাঁহাদিগের সহিত নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত ব্যবহার করিতেন। ভক্তগণ তাঁহার সহবাসে গৃহের কথা ভুলিয়া রহিলেন।

অবশেষে বিদায়ের দিন সমাগত হইল। ভক্তগণ শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। গৌর সুমিষ্ট বচনে সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলে প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় আসিয়া চারি মাস আমার সহিত নীলাচলে অবস্থান করিবে; এখন দেশে ফিরিয়া যাও।" অদ্বৈতাচার্য্যকে কহিলেন, "আচার্য্য, দেশে তোমার জন্য প্রচুর কর্ম্ম পড়িয়া আছে; তুমি দেশে ফিরিয়া গিয়া আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি বিতরণ কর।" নিত্যানন্দকে কহিলেন, "নিতাই, তোমাকে গৌড়দেশে যাইতে হইবে। রামদাস, গঙ্গাধর প্রভৃতি ভক্তকে সঙ্গে লইয়া তুমি তথায় প্রেমভক্তি প্রচারের ভার গ্রহণ কর।" পরে শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "শ্রীবাস, তোমার প্রাঙ্গণ আমার নিত্য-বিহার ভূমি। আমি প্রত্যহ তথায় নৃত্য করিব; কিন্তু তুমি ভিন্ন কেহ আমায় দেখিতে পাইবে না।" একখানা বস্ত্র শ্রীবাসের হস্তে দিয়া কহিলেন, "আমার মাতাকে এই বস্ত্র দিয়া বলিবে, তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়া আমি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, ইহাতে আমার ধর্ম্মনাশ হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাতেই আমি নীলাচলে আছি। মাঝে মাঝে তাঁহার চরণ-দর্শনাভিলাষে আমি তাঁহার নিকট যাই। কিন্তু তিনি দেখিতে পান না। একদিন নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া ইষ্ট-দেবতাকে নিবেদন কালে আমাকে স্মরণ করিয়া তিনি কাঁদিয়াছিলেন। আমি তাহা জানিতে পারিয়া সেই আহার্য্য খাইয়া আসিয়াছিলাম। তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। তাঁহাকে বলিও আমিই গিয়া খাইয়া আসিয়াছিলাম।" শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ, নরহরি ও মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ভক্তগণের মধ্যে ছিলেন। মুকুন্দ ও নরহরি দুই সহোদর। মুকুন্দ ও রঘুনন্দনকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে গৌর আদেশ করিলেন। নরহরি তাঁহার নিকট থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

মুরারি গুপ্তকে আলিঙ্গন করিয়া গৌর ভক্তগণকে কহিলেন, "মুরারির ভক্তি অনন্ত-সুলভ। ইনি রঘুনাথ-মন্ত্রের উপাসক। একদিন আমি তাঁহাকে বারবার বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজনা করিতে মত লওয়াইলাম। কিন্তু গৃহে গিয়া কিরূপে তিনি রঘুনাথের সেবা ত্যাগ করিবেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে পাগলের মতো হইলেন। সমস্ত রাত্রি কাঁদিতে কাঁদিতে গেল,—পরদিন প্রত্যূষে আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "আমি রঘুনাথের চরণে মাথা বেচিয়াছি। তাহা আর ফিরাইয়া লইতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার আজ্ঞাই বা লঙ্ঘন করিব কিরূপে? তুমি দয়া করিয়া এইরূপ কর, যেন আমি এখন তোমার সম্মুখে মরিয়া এই দ্বন্দ্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই।" আমি তখন কহিলাম, "গুপ্ত, তোমার ভজনই সার্থক। প্রভু যদি পদ ছাড়াইয়া নিতে চান, তবু সে পদ ছাড়িয়া দিতে সেবক পারে না। আমি পরীক্ষা করিবার জন্যই তোমাকে রঘুনাথ-মন্ত্র ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলাম। তুমি সাক্ষাৎ হনুমান্, তুমি কেন শ্রীরামের চরণ ত্যাগ করিবে।" তখন বাসুদেবকে আলিঙ্গন দিয়া গৌর তাহারও গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব লজ্জিত হইয়া কহিলেন।—

"জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার,
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার।
জীবের দুঃখ দেখে মোর হৃদয় বিদরে,
সর্ব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লইয়া মুঞি করোঁ নরকভোগ,
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

গৌর কহিলেন, "ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ কখনও ভক্তবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন

না। তুমি যখন ব্রহ্মাণ্ডের জীবের উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছ, তখন সকলেই উদ্ধার লাভ করিবে।"

কাঁদিতে কাঁদিতে গৌর চরণে প্রণাম করিয়া ভক্তগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। কেবল গদাধর পণ্ডিত, পরমানন্দ পুরী, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর গৌরের সহিত নীলাচলে রহিলেন।

ভক্তগণ প্রস্থান করিলে সার্ব্বভৌম একদিন গৌরকে মিনতি করিয়া কহিলেন, "আমার গৃহে মাসাবধি ভিক্ষা করিতে হইবে।" গৌর কিছুতেই রাজী হইলেন না। অনেক পীড়াপীড়িতে একদিনের জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌম-গৃহিণী পরম যত্নে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া গৌরকে পরিবেশন করিলেন। অত্যধিক প্রীতিবশতঃ অত্যধিক দ্রব্য গৌরের পাত্রে পরিবেশিত হইল। গৌর তাঁহাদের ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া ভোজনে বসিলেন। এমন সময় সার্ব্বভৌমের জামাতা, তাঁহার কন্যা ষাঠীর স্বামী অমোঘ ভট্টাচার্য্য ভোজনগৃহের বাহির হইতে উঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিল, "বাপরে খাওয়া দেখ, ১০।১২ জনের ভাত সন্ন্যাসীটা একা খাচ্ছে।" সার্ব্বভৌম এই কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন, এবং লাঠি হস্তে তাহাকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। অমোঘ পলাইয়া গেল। সার্ব্বভৌম-গৃহিণীও জামাতার আচরণ লক্ষ্য করিয়া বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন, "অমন পাষণ্ডের স্ত্রী হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা ষাঠী বিধবা হউক।" গৌর হাসিতে হাসিতে তাহাদের ক্রোধ-শান্তির জন্য নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বজন কর্তৃক প্রভুর অপমান হইল ভাবিয়া সার্ব্বভৌম মহা দুঃখিত হইলেন। ভোজনান্তে সার্ব্বভৌম গৌরকে গৃহে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন জামাতার আর মুখ দর্শন করিবেন না।

এদিকে অমোঘ পলাইয়া দূরে দূরে থাকিতে লাগিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই রাত্রিতেই তাহার বিসূচিকা রোগ হইল। গৌর সেই সংবাদ শুনিয়া ত্বরিতে তাহার নিকটে গমন করিলেন, এবং তাহাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া অবশেষে কৃষ্ণনাম প্রদান করিলেন। অমোঘ নিরাময় হইয়া পরম কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিল।

৮

গৌরের বৃন্দাবন যাত্রা

কিছুদিন পরে গৌর রামানন্দ ও সার্ব্বভৌমের নিকট বৃন্দাবন গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা বিচ্ছেদাশঙ্কায় কহিলেন, "সম্মুখে রথযাত্রা, রথযাত্রার পরে গমন করিও।" রথযাত্রা অতিক্রান্ত হইলে গৌর স্বীয় অভিপ্রায় পুনরায় ব্যক্ত করিলেন। তখন তাঁহারা কহিলেন, "কার্ত্তিক মাসে যাইও।" কার্ত্তিক মাসে দুরন্ত শীত বলিয়া আপত্তি হইল। এইরূপে চারি বৎসর গেল। পঞ্চম বৎসরে গৌর দৃঢ়ভাবে স্বীয় সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করিলেন। এবার আর আপত্তিতে কোন ফল হইল না। বিজয়া দশমীর পরদিন গৌর বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে পুরী ত্যাগ করিলেন। রামানন্দ, স্বরূপ, গদাধর ও অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত কটক পর্য্যন্ত গৌরের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কটক ত্যাগকালে গৌর গদাধরকে পুরুষোত্তমে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া কহিলেন, "তুমি ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ। তাহা ত্যাগ করিয়া আমার সহিত আসা তোমার অকর্ত্তব্য।"

পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল ।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥
প্রভু কহে, ইঁহ কর গোপীনাথ সেবন ।
পণ্ডিত কহে, কোটীসেবা ত্বৎপাদদর্শন ॥
প্রভু কহে, সেবা ছাড়িবে আমার লাগে দোষ ।
ইঁহ রহি সেবা কর আমার সন্তোষ ॥
পণ্ডিত কহে, সব দোষ আমার উপর ।
তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর ।

চৈ, চ-মধ্য ১৬

গদাধর গৌরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী চলিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক গৌর কহিলেন—

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ,
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল ।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল ॥

চৈ, চ-মধ্য ১৬

বলিয়া গৌর নৌকায় আরোহণ করিলেন। গদাধর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া পুরী লইয়া গেলেন। গৌর উড়িষ্যা দেশের সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরে, বঙ্গদেশীয় যবন রাজার এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহার অলৌকিক ভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হরিনাম প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। তিনি পিছলদা পর্য্যন্ত গৌরের সহিত গমন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া আসিলেন। গৌর অবশেষে পানিহাটি গ্রামে উপস্থিত হইয়া রাঘব পণ্ডিতের গৃহে একদিন অবস্থান করিলেন।

তথা হইতে কুমারহট্টে শিবানন্দ সেনের গৃহে ও তৎপরে বাসুদেবের গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে উপস্থিত হইয়া পথশ্রান্তি অপনোদন করিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক তাঁহার দর্শনাভিলাষে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহোভিমুখে ধাবিত হইল। গৌর গৃহমধ্যে ছিলেন। সকলে তাঁহাকে দেখাইবার জন্য বিদ্যাবাচস্পতির চরণ ধরিয়া কাকুতি করিতে লাগিল। গৌর বাহিরে আসিলেন—তখন তাঁহার দুই নয়নে অবিরল জলধারা, মুখে হরিধ্বনি, দুই হস্ত উত্তোলিত। ভক্তগণ সে মূর্ত্তি দেখিয়া পাগল হইল। সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল, এবং লক্ষ কণ্ঠ হইতে "পাপিষ্ঠ আমাকে উদ্ধার কর" যুগবৎ এই প্রার্থনা সমুত্থিত হইল। "শ্রীকৃষ্ণে মতি হউক" বলিয়া গৌর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক আসিতে লাগিল, এবং গৌরকে দেখিবার জন্য উন্মত্তের মত ব্যবহার করিতে লাগিল। অবশেষে এই জনতার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশে গৌর রাত্রিকালে পলায়ন করিয়া ফুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন। পরদিন অগণিত লোক আসিয়া যখন শুনিল, গৌর পলায়ন করিয়াছেন, তখন প্রথমে তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিল না, সকলে বিদ্যাবাচস্পতিকে তিরস্কার করিতে লাগিল। বাচস্পতি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন, যে গৌর ফুলিয়া গমন করিয়াছেন। তিনি সকলের সমভিব্যাহারে তথায় গিয়া মাধব দাসের গৃহে তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন। ফুলিয়ায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়া গৌর বহুলোককে হরিনাম দান করিলেন।

ফুলিয়া হইতে গৌর শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন। পুত্রবিচ্ছেদ-বিধুরা শচীদেবী আসিয়া তথায় পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। শান্তিপুর হইতে বৃন্দাবন উদ্দেশে যাত্রা করিয়া কতিপয় দিবসান্তে গৌর

গৌড়নগরের সন্নিহিত রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া অসংখ্য নরনারী তাঁহার দর্শনাশায় তথায় উপনীত হইল।

হোসেন সাহ তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। গৌরের রামকেলি আগমন সংবাদ বাদশাহের কর্ণগত হইল। বাদশাহ তাঁহার হিন্দু অমাত্য-দিগকে গৌরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হিন্দুসভাসদ্গণ প্রশ্ন শুনিয়া শঙ্কিত হইলেন। হিন্দু-বিদ্বেষী যবনরাজ পাছে সন্ন্যাসীর কোন অনিষ্ট সঙ্কল্প করেন, এই ভয়ে তাঁহারা কহিলেন, "কোথাকার এক ভিখারী সন্ন্যাসী তীর্থে চলিয়াছে, তাহার সহিত দুই চারিজন লোক আসিয়াছে। বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এমন গুণ তাহার নাই।" কিন্তু গৌরের কথা শ্রবণ করিয়া বাদশাহের মনে তৎপ্রতি ভক্তির উদয় হইয়াছিল। তিনি কাজী ও কোটালগণের উপর আদেশ প্রচার করিলেন, যেন তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না হয়।

বাদশাহের ব্যবহারে হিন্দুসভাসদ্গণ প্রীত হইলেন, কিন্তু অস্থিরমতি রাজা কখন স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করে, এই ভয়ে তাঁহারা গৌরের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে ত্বরায় রামকেলি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। গৌর তাঁহাদের উপদেশ অবহেলা করিয়া তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিলেন।

বাদশাহের হিন্দুপারিষদ্গণের মধ্যে রূপ ও সাকর মল্লিক নামক দুই সহোদর ছিলেন। সাকর মল্লিক দবীর-খাস পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা বহু পূর্ব্বেই গৌরের নবদ্বীপ লীলার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাকর কয়েক বার কয়েকখানা চিঠিও গৌরকে লিখিয়াছিলেন। গৌরের রামকেলি অবস্থানকালে একদিন দুই ভ্রাতা আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন, এবং নানা প্রকার দৈন্য প্রকাশ করিয়া তাহার কৃপাভিক্ষা করিলেন।

গৌর তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্জারসঙ্গরসায়নম্ ॥

পরপুরুষে আসক্ত নারী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও মনে মনে জারসঙ্গ-জনিত সুখেরই আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অনন্তর গৌর কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি—নহিলে গৌড়ে আসিবার আমার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তোমরা বহু জন্ম যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই তোমাদিগের উদ্ধার সাধন করিবেন; এখন গৃহে গমন কর।" গৌর উভয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রূপ ও সনাতন তখন সকল ভক্তের চরণধূলি লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে সনাতন বিনীত ভাবে কহিলেন "প্রভু! গৌড়াধিপতি যবন যদিও বর্ত্তমানে তোমার প্রতি ভক্তিমান্ আছে, তথাপি তাহার মনের ভাব যে পরিবর্ত্তিত হইবে না তাহার নিশ্চয়তা নাই। আর তীর্থযাত্রায় এত লোকসংঘট্টও ভাল নহে। যদিও তোমার নিজের ভয়ের কোন কারণ নাই, তথাপি লৌকিক লীলা লৌকিক ভাবেই হয়। তাই নিবেদন করিতেছি,—এরূপভাবে বৃন্দাবনে না গিয়া এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

৯

কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাগমন

পরদিন রামকেলি ত্যাগ করিয়া গৌর কানাইর নাটশালা গ্রামে গমন করিলেন। এত লোকজন সহ বৃন্দাবন যাওয়া বাস্তবিকই বিধেয় নহে, এই ভাবিয়া গৌর বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন এবং সত্বরই শান্তিপুরে প্রত্যাবৃত হইলেন।

শান্তিপুরে গৌর দশ দিন অবস্থান করিলেন। এখানে সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস আসিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। গোবর্দ্ধন মহা ধনী। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্য সৎকুলসম্ভূত, সদাচারপরায়ণ ও পরমধার্ম্মিক ছিলেন। নদীয়ায় এমন কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন না যিনি হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের বৃত্তি ভোগ করিতেন না। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও জগন্নাথ মিশ্রকে উভয় ভ্রাতা বিশেষ ভক্তি করিতেন। রঘুনাথ গোবর্দ্ধনের পুত্র। শৈশব হইতেই রঘুনাথ সংসারে উদাসীন ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে গৌর প্রথম যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, রঘুনাথ তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন গৌর তাঁহাকে নানারূপ বুঝাইয়া গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া রঘুনাথ পাগলের মতো হইলেন। গৃহ তাঁহার নিকট কারাগারের মতো বোধ হইতে লাগিল। তিনি এই কারাগার হইতে উদ্ধার-লাভের জন্য কয়েকবার পলায়ন করিলেন, কিন্তু প্রতিবারই পিতৃ-প্রেরিত লোক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে গৌর শান্তিপুরে আগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ পিতার নিকট তদ্দর্শনে যাইবার জন্য অনুমতি ভিক্ষা করিলেন, এবং অনেক অনুনয়ের পর অনুমতি লাভ করিলেন। শান্তিপুরে

আগমন করিয়া রঘুনাথ গৌরের নিকট নীলাচলে বাসের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, এবং পিতার স্নেহ-শৃঙ্খল ছেদন করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু গৌর তাঁহার সংসারত্যাগের সংকল্পের অনুমোদন করিলেন না; তিনি কহিলেন—

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধু-কুল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর, লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥

রঘুনাথের সংসারে প্রত্যাগমন করিবার নিতান্ত অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া গৌর অবশেষে কহিলেন, "এখন গৃহে যাও, আমি যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাইব, তখন তথায় গিয়া আমার সহিত মিলিত হইও"। রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাবৃত হইলেন এবং প্রভুর আদেশে পূর্ব্ব চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

গৌর বন্ধুবান্ধবগণের নিকট বিদায় লইয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইলেন।

১০

বৃন্দাবন গমন ও লুপ্ত তীর্থোদ্ধার

নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গৌর অচিরেই পুনরায় বৃন্দাবন যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু বর্ষা তখন সমাগতপ্রায়; সুতরাং বর্ষোপগম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। শরতের প্রারম্ভে গৌর যাত্রা

করিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণকে ভক্তগণের নির্ব্বন্ধাতি-শয্যে সঙ্গে লইলেন।

প্রশস্ত রাজপথ ত্যাগ করিয়া গৌর অরণ্যপথে চলিলেন। কটক নগর দক্ষিণে রাখিয়া অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হস্তিব্যাঘ্রমৃগ-সমাকুল অরণ্য মধ্যে বলভদ্র ভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু গৌরের কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ অন্তঃকরণে ভয়ের স্থান ছিল না। বন্য জন্তুগণ তাঁহার প্রেমপুলকিত মূর্ত্তি দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। এক দিন পথের উপরে শায়িত এক ব্যাঘ্রের গাত্রে গৌরের চরণ পতিত হইল। ব্যাঘ্রের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে গৌর কহিলেন, "কৃষ্ণ বল।" শোণিতপিপাসু ব্যাঘ্র অমনি গাত্রোত্থান করিয়া "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া নাচিতে লাগিল। এক দিন স্নান-কালে গৌর দেখিতে পাইলেন, এক মত্ত হস্তিযূথ নদীতে জলপান করিতে আসিল। "কৃষ্ণ বল" বলিয়া গৌর সেই হস্তিদলের গাত্রে জল নিক্ষেপ করিলেন। হস্তিগণ "কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিয়া নাচিতে লাগিল। কেহ কেহ ভূমিষ্ঠ হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল, কেহ কেহ উচ্চ হুঙ্কারে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

মুক্ত আকাশতলে গৌর প্রাণ ভরিয়া মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুধাবর্ষী স্বরে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে মৃগীগণ সমাগত হইল এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে সারি বাঁধিয়া গমন করিতে লাগিল। গৌর সস্নেহে তাহাদের গাত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কতিপয় ব্যাঘ্র তথায় উপস্থিত হইল। ব্যাঘ্র ভয়ে মৃগীগণ পলায়ন করিল না। ব্যাঘ্র ও মৃগী একত্রিত হইয়া গৌরের সঙ্গে নাচিতে লাগিল। গৌর বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে ব্যাঘ্র ও মৃগীগণ নাচিতে লাগিল। ব্যাঘ্র ও মৃগ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের মুখচুম্বন করিল। শাখারূঢ়

ময়ূরগণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিল, এবং আকাশমার্গে গৌরের সহিত গমন করিতে লাগিল।

ঝারিখণ্ডের অরণ্যের মধ্যে গৌর চলিতেছিলেন। অসভ্য ঝারিখণ্ড-বাসিগণ গৌরের নিকট কৃষ্ণনাম প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আবিষ্টভাবে গৌর চলিতে লাগিলেন। বনানী-দর্শনে তাঁহার বৃন্দাবন ভ্রম হইল। শৈল দেখিয়া গোবর্দ্ধন মনে হইল। নদী-দর্শনে কালিন্দী প্রতীতি হইল। এই ভাবে বহুপথ অতিক্রম করিয়া গৌর অবশেষে বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। মনিকর্ণিকায় স্নানকালে তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিদায়কালে এই তপন মিশ্রকেই গৌর কাশী যাইতে উপদেশ করিয়াছিলেন। তপন কাশী আসিয়া গৌরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আজ দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন, এবং পরম যত্নে স্বীয় আবাসে লইয়া গেলেন। তথায় বৈদ্যবংশোদ্ভব চন্দ্রশেখর ও অন্যান্য বহু লোক তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন।

প্রকাশানন্দ নামক এক প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত তখন কাশীধামে বেদান্তের অধ্যাপনা করিতেন। এক দিন এক ব্রাহ্মণ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে গমন করিয়া গৌরের মনোমোহকর মূর্ত্তি ও প্রেমবিহ্বল কীর্ত্তনের কাহিনী বর্ণনা করিল। প্রকাশানন্দ তাহা শুনিয়া অবজ্ঞাভরে হাস্য করিয়া কহিলেন "হাঁ, গৌড়ে কেশব ভারতীর শিষ্য এক প্রতারক-সাধু 'চৈতন্য' নাম গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে লোক ভুলাইয়া বেড়াইতেছে, শুনিয়াছি। সার্ব্বভৌমের মত তীক্ষ্ণধী পণ্ডিতও না কি তাহার মোহিনী শক্তি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু কাশীধামে তাহার ইন্দ্রজাল-বিদ্যা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে না —তজ্জন্য চিন্তা নাই।" ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া গৌর হাস্য করিয়া উঠিলেন।

কয়েকদিন বারাণসীধামে অবস্থান করিয়া গৌর মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মথুরা দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলে গৌরের প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি বিহ্বলভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। মথুরায় বিশ্রাম-তীর্থে স্নান করিয়া কৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শন করিলেন। মথুরায় আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার নৃত্য ও সংকীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। সানোড়িয়া-বংশোদ্ভব এক ব্রাহ্মণে তাঁহার প্রেম সংক্রমিত হইয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি বাহু তুলিয়া গৌরের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গৌর অবগত হইলেন, ব্রাহ্মণ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। পরিচয়ে তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার গৃহে ভোজন করিতে চাহিলেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে সানোড়িয়ার অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া ব্রাহ্মণ আপত্তি করিলেন; কিন্তু গৌর তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সানন্দে তাহার গৃহে ভোজন করিলেন। অনন্তর যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান করিয়া মথুরার যাবতীয় তীর্থ দর্শন করিলেন, এবং বনভ্রমণে বহির্গত হইলেন। মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলবন সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গাভীগণ তাঁহাকে দেখিয়া হাম্বারবে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, এবং বাৎসল্যভরে তাঁহার অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। গৌর তাহাদিগের অঙ্গ কণ্ডুয়ন করিয়া দিলেন। তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া দলে দলে মৃগ ও মৃগীগণ ছুটিয়া আসিল, এবং তাঁহার অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। পিক ও ভৃঙ্গগণ পঞ্চম স্বরে গাহিয়া উঠিল। শিখিগণ নাচিতে নাচিতে তাঁহার অগ্রে অগ্রে ছুটিল। গৌর প্রতি বৃক্ষ, প্রতি লতাকে আলিঙ্গন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে অশ্রু বিগলিত, শরীর পুলকিত, মুখে উচ্চ হরিবোল। বৃক্ষলতাগণ তাঁহার মস্তকোপরি সুগন্ধি পুষ্প ও মধু বর্ষণ করিতে লাগিল। মৃগের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া গৌর রোদন করিলেন। মৃগের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল, অঙ্গ পুলকিত

হইল। শুক-সারীগণ বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া 'রাধাকৃষ্ণ' বলিয়া গান করিতে লাগিল। গৌরের হৃদয়ে প্রেমপ্রবাহ উথলিত হইয়া উঠিল। নৃত্যপর ময়ূর-দর্শনে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। বলভদ্র কষ্টে মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন।

গৌর আরিটগ্রামে গমন করিয়া রাধাকুণ্ডের অবস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু উত্তর দেবে কে? কালবশে যাবতীয় তীর্থ তখন লুপ্ত। রাধাকুণ্ডের সংবাদ কেহই রাখিত না। গৌর ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে কুণ্ডের আবিষ্কার করিয়া তাহাতে স্নান করিলেন। রাধাকুণ্ড প্রচারিত হইল। অনন্তর সুমন সরোবরে গমন করিয়া গৌর অদূরস্থিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে প্রণাম করিলেন। গোবর্দ্ধন গ্রামে গমন করিয়া তথায় হরিদেব-বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরে শ্রীগোপাল-বিগ্রহ স্থাপিত। গৌর পবিত্র গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কিরূপে গোপালের দর্শনলাভ করিবেন, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরিস্থিত অন্নকুট গ্রামের অধিবাসিগণ সংবাদ পাইলেন, তুর্কগণ গ্রাম আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই সংবাদে গ্রামবাসিগণ গোপাল বিগ্রহ সঙ্গে লইয়া গাঁঠুলিয়া গ্রামে পলাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে গাঠুলিয়া গমন করিয়া গৌর বিগ্রহ দর্শন করিলেন। অনন্তর কাম্যবন দর্শন করিয়া নন্দীশ্বর গমন করিলেন। তথায় পাবন প্রভৃতি যাবতীয় কুণ্ডে স্নান করিয়া সমীপস্থ পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক এক গুহামধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। নন্দীশ্বর হইতে খদির বন, খদির বন হইতে শেষশায়ী ও তথা হইতে খেলাতীর্থ ও ভাণ্ডীর বনে গমন করিয়া গৌর অবশেষে যমুনা পারে ভদ্রবন, শ্রীবন, লৌহবন ও মহাবন দর্শন করিলেন। গোকুল নগরে ভগ্নমূল

যমলার্জুন দেখিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিলেন। গোকুল হইতে গৌর মথুরায় সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তথায় এত লোকের সমাগম হইতে লাগিল যে, তাহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য গৌর অক্রূর তীর্থে যাইয়া বসতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখানেও লোকসমাগম অত্যধিক হওয়ায় গৌর প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানান্তে গুপ্ত ভাবে বৃন্দাবনের বনমধ্যে গমন করিয়া তথায় সাধন-ভজন করিতে লাগিলেন, এবং তৃতীয় প্রহরে প্রত্যাগত হইয়া সমাগত লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার অলৌকিক কাহিনী চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে জনরব উঠিল শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রকট হইয়াছেন। এই সময়ে একদিন গৌর দেখিতে পাইলেন, বহু লোক কোলাহল করিতে করিতে বৃন্দাবন যাইতেছে। তাহারা গৌরকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিল, "আমরা শুনিলাম কালীদহের জলে প্রকট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিকালে কালীয়-শিরে নৃত্য করিতেছেন এবং কালীয়ের শিরোমণি দীপ্তি পাইতেছে। আমরা দেখিতে যাইতেছি, একথা সত্য কি না।" তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই কালীদহে প্রকট হইয়াছেন।" বলভদ্র এই কথা শুনিয়া দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। গৌর কহিলেন, "তুমি পণ্ডিত হইয়া মূর্খের মত কথা কহিতেছ। কলিকালে কেন কৃষ্ণ আবির্ভূত হইবেন?" পরদিন প্রাতঃকালে একজন পরিচিত ভদ্রলোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে গৌর পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালীদহে কৃষ্ণ দেখিলে কেমন বল দেখি?" ভদ্রলোক কহিলেন, "এক ধীবর কালীদহে নৌকার উপর মশাল জ্বালিয়া মাছ ধরিতেছিল। মূর্খ লোক না বুঝিয়া সেই নৌকাকে সর্প, মশালকে মণি ও ধীবরকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিয়াছে।" গৌর তখন বলভদ্রকে কহিলেন, "কৃষ্ণ কেমন প্রকট হইয়াছেন এখন শুনিলে তো।" তখন ভদ্রলোক

কহিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ যে বৃন্দাবনে প্রকট হইয়াছেন সে কথা মিথ্যা নহে। আপনি জঙ্গম নারায়ণ। আপনাকে দেখিয়া লোক উদ্ধার পাইতেছে।" তখন গৌর বিষ্ণুনাম স্মরণ করিয়া কহিলেন, "এমন কথা কি মুখে আনিতে আছে? জীবে কখনও কৃষ্ণজ্ঞান করিও না। আমি সন্ন্যাসী, সামান্য চিৎকণ মাত্র, জীব কিরণকণার মতো। আর শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যোপম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। জীব ও ঈশ্বর কখনও এক হইতে পারে? জ্বলন্ত অগ্নি ও তজ্জাত স্ফুলিঙ্গে যে প্রভেদ, ঈশ্বরে ও জীবে তদ্রূপ প্রভেদ। যে মূঢ় জীব ও ঈশ্বরকে তুল্য মনে করে ও নারায়ণকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতার সমজ্ঞান করে সে পাষণ্ড।"

মথুরাবাসিগণ মাধবপুরীর শিষ্য সেই সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা গৌরকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। একদিন একজনের অধিক নিমন্ত্রণ গ্রহণ চলে না। কিন্তু অসংখ্য লোক নিমন্ত্রণ করিয়া বসে। বলভদ্র বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ইহার পরে গৌরের মানসিক অবস্থাও ক্রমশঃ বিকল হইয়া পড়িতে লাগিল। একদিন অক্রূর-ঘাটে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া গৌর অজ্ঞানভাবে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। ভট্টাচার্য্য অনেক কষ্টে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। এই সমস্ত কারণে বলভদ্র অনেক বলিয়া কহিয়া গৌরকে লইয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণদাস নামক এক রাজপুতও সেই সানোড়িয়া ব্রাহ্মণও সঙ্গে চলিলেন। পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া সকলে শ্রান্তি দূর করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ এক বংশীধ্বনি শুনিয়া গৌর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিল। দৈবক্রমে সেই সময় দশজন অশ্বারোহী সৈনিক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা মনে করিল, সঙ্গের তিন জন লোক ধুতুরা প্রয়োগ করিয়া সন্ন্যাসীকে অজ্ঞান করিয়া তাহার ধনসম্পদ হরণ করিবার

উদ্যোগ করিয়াছে। তাহারা সঙ্গীদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং তাহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু অনতিবিলম্বে গৌর 'হরি হরি' বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সৈনিকগণ তখন সঙ্গীদিগকে ত্যাগ করিয়া ভক্তিভরে গৌরের চরণে প্রণত হইল। তাহাদিগের মধ্যে একজন জ্ঞানী "পীর" ছিলেন। তিনি সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বহুক্ষণ গৌরের সহিত আলোচনা করিলেন। পরিশেষে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিলেন। গৌর তাহাকে কৃষ্ণনাম প্রদান করিয়া তাঁহার রামদাস নাম রাখিলেন। যবন সৈনিকগণের মধ্যে আর একজন ছিলেন। তাঁহার নাম বিজুলী খাঁ। তিনিও পরম ভাগবত বলিয়া কালে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সৈনিকদিগকে বিদায় দিয়া গৌর সঙ্গিগণসহ যাত্রা করিলেন। কতিপয় দিবসান্তে তাঁহারা প্রয়াগে উপনীত হইলেন।

১১

রূপ ও সনাতনের পলায়ন

গৌর রামকেলি হইতে প্রস্থান করিবামাত্র রূপ ও সনাতন বিষয় ত্যাগ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাবিধি পুরশ্চরণ করাইলেন। পরে সনাতনের জন্য দশ সহস্র মুদ্রা গৌড়ের এক বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া রূপ অবশিষ্ট ধনসম্পত্তি সহ স্বীয় পল্লীভবনে গমন করিলেন। এই সমস্ত ধনের অর্দ্ধেকাংশ তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। চতুর্থাংশ

কুটুম্বদিগকে দান করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থাংশ এক বিশ্বাসী ব্রাহ্মণের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। অচিরেই সংবাদ আসিল গৌর নীলাচলে পৌঁছিয়াছেন। নীলাচল হইতে গৌর বৃন্দাবন গমন করিলে সেই সংবাদ তাঁহাকে আনিয়া দিবার জন্য রূপ দুইজন বিশ্বস্ত লোককে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন। এদিকে সনাতন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "রাজার প্রীতিই আমার বন্ধন-স্বরূপ হইয়াছে। কোন রূপে রাজাকে রুষ্ট করিতে পারিলেই আমার মঙ্গল; নতুবা অব্যাহতির দ্বিতীয় উপায় নাই।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সনাতন পীড়ার ভাণ করিয়া রাজসভায় গমন বন্ধ করিলেন, এবং গৃহে বসিয়া পণ্ডিতগণের সহিত ভাগবত আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বাদশাহ তাঁহার পীড়ার সংবাদ অবগত হইয়া স্বীয় চিকিৎসককে তাঁহাব নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজবৈদ্য সনাতনের শরীরে কোনও পীড়ার লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া বাদশাহকে সবিশেষ জানাইলেন। ইহার কয়েক দিবস পরে বাদশাহ স্বয়ং সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি পণ্ডিতের সহিত ভাগবত-চর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। বাদশাহ কহিলেন, "সনাতন, বৈদ্যের নিকট জানিলাম, তোমার কোনও ব্যাধি নাই; তবে রাজকার্য্য ছাড়িয়া রহিয়াছ কেন? তুমি ঘরে বসিয়া থাকিলে, আমার সবই নষ্ট হইবে।" সনাতন বিনীত ভাবে কহিলেন, "জাঁহাপনা, আমা হইতে আর কোনও কাজ হইবার আশা নাই; আমার স্থলে অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করুন।" বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তোমার জ্যেষ্ঠ রূপ দস্যুর মত সমস্ত নষ্ট করিয়া আমার চাকলার সর্ব্বনাশ করিয়া গেল; আর এখানে বসিয়া থাকিয়া তুমিও আমার কার্য্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ।" সনাতন স্থিরভাবে কহিলেন, "আপনি সর্ব্বশক্তিমান, সমগ্র গৌড়ের অধিপতি; দোষীর

দণ্ডবিধান করুন।" গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অনুচরগণ সনাতনকে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

ইহার অনতিকাল পরেই উৎকলের রাজার সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। যুদ্ধ-যাত্রার প্রাক্‌কালে বাদশাহ সনাতনকে ডাকিয়া কহিলেন, "সনাতন আমার সঙ্গে চল।" সনাতন দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আপনি যাইতেছেন দেবতা-ব্রাহ্মণকে দুঃখ দিতে ; আমি আপনার সহিত যাইতে অক্ষম।" বাদশাহ্ তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় রাখিবার অনুমতি দিয়া যুদ্ধে প্রস্থান করিলেন।

যথাকালে প্রেরিত লোকদ্বয়ের মুখে রূপ সংবাদ পাইলেন, গৌর বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া কনিষ্ঠ অনুপম (ওরফে বল্লভ) সহ রূপ বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে সনাতনকে লিখিয়া গেলেন, "আমরা দুজনে বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম, তুমি যে রূপে পারো পলায়ন করিয়া আমাদের সহিত মিলিত হও। বাণিয়ার নিকট দশ সহস্র মুদ্রা রাখিয়া আসিয়াছি, প্রয়োজন হয় গ্রহণ করিও।" ভ্রাতার পত্র পাইয়া সনাতন বাদশাহের অনুপস্থিতিকালে কারারক্ষককে সাত সহস্র মুদ্রা উৎকোচ দান করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। কারারক্ষক তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া ছাড়িয়া দিল। ভৃত্য ঈশান তাঁহার সঙ্গে চলিল। দিবারাত্রি পথ বাহিয়া অবশেষে তাঁহারা পাতড়া পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলেন। তথায় এক ভুঁইয়ার নিকট গমন করিয়া সনাতন তাহাকে পর্ব্বত পার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভুঁইয়ার নিকট একজন গণৎকার ছিল। তাহার নিকট ভুঁইয়া অবগত হইল, সনাতনের নিকট আটটী স্বর্ণমুদ্রা আছে। স্বর্ণমুদ্রার লোভে ভুঁইয়া পরম যত্নে সনাতনের রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিল। তাহার অত্যধিক আদরে ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রীর মনে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি

ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার নিকট কিছু টাকাকড়ি আছে কি না? ঈশান একটি মোহরের কথা গোপন করিয়া তাঁহাকে সাতটী মোহরের কথা বলিল। সনাতন তাহাকে ভৎ'সনা করিয়া সাতটী মোহর লইয়া ভুঁইয়াকে তাহা প্রদানপূর্ব্বক ঘাঁটি পার করিয়া দিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিলেন। ভুঁইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "মোহরের কথা আমি সমস্তই জানিতাম। তুমি নিজে না দিলে তোমাকে খুন করিয়া আমি মোহর লইতাম। কিন্তু সাতটী নহে, আটটী মোহর তোমার ভৃত্যের অঞ্চলে বাঁধা ছিল। যাহা হউক তোমার ব্যবহারে আমি তুষ্ট হইয়াছি। এ মোহর আমি লইব না। তোমার মত লোককে ঘাঁটি পার করিয়া দিয়া আমি পুণ্য অর্জ্জন করিব।" ভুঁইয়ার অনুগ্রহে সনাতন পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া ঈশানকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, সত্য সত্যই আটটী মোহর আছে। তখন বিরক্ত হইয়া সনাতন ঈশানকে বিদায় দিলেন, এবং গাত্রে ছিন্নকন্থা ও হস্তে করোঁয়া লইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। হাজিপুরে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকান্তের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সনাতন পরদিনই বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে শ্রীকান্ত একখানা মূল্যবান ভুটিয়া কম্বল তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

১২

প্রয়াগে গৌর—রূপের সহিত মিলন

এদিকে গৌর প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদে অসংখ্য নরনারী তাঁহার দর্শনার্থ সমাগত হইল। তাঁহার উদ্বেল প্রেম সমাগত যাবতীয় নরনারীর মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়িল। কেহ নাচিতে লাগিল, কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ বা ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ-প্রেমের বন্যাতে।

প্রয়াগে পরিচিত এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের সহিত গৌরের সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গৌর নিভৃতে বসিয়া আছেন, এমন সময় রূপ ও বল্লভ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। গৌর পরম সমাদরে উভয়কে গ্রহণ করিয়া সনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সনাতনের কারাবরোধের সংবাদ অবগত হইয়া কহিলেন, "সনাতন মুক্তিলাভ করিয়াছেন, অচিরেই তিনি আমার সহিত মিলিত হইবেন।"

নিকটস্থ আউলিয়া গ্রামে বল্লভ ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কালে এই বল্লভ ভট্টই বল্লভাচারী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া বল্লভ ভট্ট গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। রূপ ও বল্লভের সহিত গৌর তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় দূর হইতে ভট্টকে প্রণাম করিলে, ভট্ট তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। তখন বল্লভ ও অনুপম সরিয়া গিয়া কহিলেন, "আমরা

অস্পৃশ্য পামর, আমাদিগকে স্পর্শ করিবেন না।" গৌরও কহিলেন,- "ইহাদিগকে স্পর্শ করিও না; তুমি মহা কুলীন ব্রাহ্মণ, ইহারা জাতিতে অতি নীচ।" বল্লভ ভট্ট প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "যখন ইহাদের রসনায় কৃষ্ণ-নাম অবিরত নৃত্য করিতেছে, তখন জাতিতে হীন হইলেও ইহারা সর্ব্বোত্তম জন।" গৌর এই কথায় প্রীত হইলেন। বল্লভ ভট্ট গৌরের অলৌকিক রূপ ও প্রেমবাহুল্য দর্শনে পরম পুলকিত হইলেন, এবং গৌরকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। নৌকাপথে গমনকালে গৌর যমুনার শ্যামল জলে প্রেমাবেশে ঝাপাইয়া পড়িলেন। সঙ্গিগণ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলে তিনি নাচিতে আরম্ভ করিলেন; নৌকা টলমল করিতে লাগিল। ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। বহু কষ্টে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সংযত করিলেন। গৃহে আনিয়া বল্লভ ভট্ট পরম যত্নে গৌরকে ভোজন করাইলেন এবং নিজে তাঁহার পাদ সংবাহন করিলেন।

ভট্ট-গৃহে রঘুপতি উপাধ্যায় নামক এক বৈষ্ণব গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। বহুক্ষণ তাঁহার সহিত কৃষ্ণকথালাপের পর গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "রূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? পুরীর মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ? বয়সের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ বয়স? রসের মধ্যে সার রস কোন্টী?" উপাধ্যায় কহিলেন—

"শ্যামমেবপরং রূপং পুরী মাধুপুরী বরা
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ।"

রূপকে লইয়া গৌর নিখিল ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। রামানন্দের সহিত যে যে বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, সমস্তই রূপের নিকট ব্যাখ্যা করিলেন। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা-বার্ত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল;

উহা পুনঃ প্রচারিত করিবার জন্যই রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে গৌর করুণামৃতে অভিষিক্ত করিয়া লইলেন—

প্রিয়স্বরূপে, দয়িতস্বরূপে,
প্রেমস্বরূপে, সহজাভিরূপে,
নিজানুরূপে, প্রভুরেকরূপে,
ততান রূপে, স্ববিলাসরূপে ॥

চৈতন্য চন্দ্রোদয় কবিকর্ণপুর

প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বভাব-সুন্দর, নিজানুরূপ, অভিন্ন-রূপ, স্ববিলাসরূপ রূপ গোস্বামীতে গৌর নিজ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। গৌর রূপকে কহিলেন, "অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জীব ধূলিকণা-সদৃশ অতিক্ষুদ্র। এহেন জীব ও অন ন্ত ঈশ্বরের মধ্যে যাঁহারা অভেদ কল্পনা করেন, ঈশ্বর কি, তাঁহারা তাহা জানেন না।

ঈশ্বরের নিকট কেহ কামনা করেন মুক্তি, কেহ ভুক্তি, কেহ সিদ্ধি। কিন্তু এতাদৃশ সকাম ভক্তের পক্ষে শান্তি লাভ করা সম্ভব হয় না। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, তাঁহার কামনা কিছুই নাই। তিনিই শান্তির অধিকারী। যদি কোনও ভাগ্যবান জীব কৃষ্ণ ও গুরুর প্রসাদে ভক্তিলতার সামান্য একটু বীজ প্রাপ্ত হয়, এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল দ্বারা নিয়ত সেই বীজকে সিক্ত রাখিতে পারেন, তাহা হইলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, বিরজা-লোক ও ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমে ও তৎপরে তদুপরিস্থ গোলোক বৃন্দাবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রেমরূপ ফল প্রসব করে। কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলের অভাবে এই বীজ অঙ্কুরিত হইতে পায় না। পরন্তু বীজ অঙ্কুরিত হইবার পরে যদি

বৈষ্ণবাপরাধরূপ হস্তীর উদ্ভব হয়, তাহা হইলে অঙ্কুরিত লতা সেই হস্তী-কর্ত্তৃক সমূলে উৎপাটিত হয়। ভক্তি-লতার শত্রু অনেক। ভুক্তি, মুক্তি, প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছা প্রভৃতি অসংখ্য উপশাখার উদ্গম হইয়া মূল-শাখার বৃদ্ধির প্রতিরোধ করে। এই সমস্ত উপশাখা ছেদন না করিলে মূল-শাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, জ্ঞান, কর্ম্ম সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনকে শুদ্ধা-ভক্তি বলে; এই শুদ্ধা-ভক্তি হইতে প্রেম উৎপন্ন হয়।

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

জাহ্নবী যেমন কামনাবিরহিত হইয়া সাগরসঙ্গমে প্রধাবিত; তেমনি নির্গুণ ভক্তিযোগের অধিকারীর চিত্ত ভগবানের প্রতি একান্ত প্রীতিবশতঃ ফলানুসন্ধানশূন্য হইয়া অব্যবহিত ভাবে তাঁহারই প্রতি ধাবিত হয়। ভক্ত ভগবৎসেবা ভিন্ন আর কিছুই কামনা করেন না। সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য বা একত্ব প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না। মুক্তিস্পৃহারূপিণী পিশাচী হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিতে তথায় ভক্তি-সুখের উদয় হইতে পারে না। ভক্তির সাধন করিতে করিতে রতির উদ্ভব হয়। রতি যখন গাঢ় হয়, তখনই তাহা প্রেম নামে অভিহিত হয়। প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। একই ইক্ষুরস যেমন গুড়, খণ্ড, চিনি, মিছরী প্রভৃতি বিবিধ সুমিষ্ট পদার্থে পরিণত হয়, তেমনি একই প্রেম অবস্থাভেদে

উপরোক্ত ভাবসমূহে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভক্তিস্বরূপ এই সকল ভাব স্থায়ী হইলেও অনেক সময় ইহাদিগের সহিত অস্থায়ী ভাবেরও মিলন ঘটে। দধি, শর্করা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ মিলিত হইয়া যেমন অপূর্ব্ব রসাল খাদ্যের উৎপত্তি করে, তেমনি স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাব মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব মধুর ভাব সৃষ্টি করে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার। এই পঞ্চ রতির অনুরূপ কৃষ্ণভক্তি-রসও পঞ্চবিধ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। কৃষ্ণভক্তি-রস মধ্যে এই পঞ্চই প্রধান। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়—এই সাতটি গৌণ রস, ভক্ত-ভেদে ইহাদের উৎপত্তি। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ রস মুখ্য ও স্থায়ী; শেষোক্ত সপ্ত রস গৌণ ও আগন্তুক। সনকাদি ঋষিগণ শান্ত-ভক্ত। দাস্য-ভক্ত সর্ব্বত্র সুলভ। শ্রীদাম প্রভৃতি ও ভীমার্জ্জুন সখ্য-ভক্ত; নন্দ, যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্য-ভক্ত; ব্রজগোপীগণ মধুররস-ভক্ত। কৃষ্ণ রতি দ্বিবিধ,—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা। বৈকুণ্ঠেশ্বরে রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা; গোকুলে রতি কেবলা। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্যে প্রীতি সংকুচিত হয়; কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য দেখিলেও গ্রাহ্য করে না। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে প্রণাম করিলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে উভয়ের মনে ভয়ের উদয় হইয়াছিল; অর্জ্জুন সখা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে রুক্মিণীকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন, তাহাতেই রুক্মিণীর ত্রাস জন্মিয়াছিল; কিন্তু শুদ্ধা কেবলা রতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে না, থাকে কেবল শুদ্ধ প্রেম। যশোদা নরদেহধারী ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানকে পুত্রজ্ঞানে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন। গোপী কৃষ্ণকে গর্ব্বিত স্বরে বলিয়াছিলেন, "আমি আর চলিতে পারিতেছি না, আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল।"

ভগবানে নিষ্ঠা-বুদ্ধিই শম-নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়-সংযমের নাম দম; দুঃখ-সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা এবং রসনা ও উপস্থের বশীকরণকে ধৃতি কহে। তৃষ্ণা-ত্যাগ শমের কার্য্য। কৃষ্ণভক্ত স্বর্গ, অপবর্গ ও নরক সকলই সমান দেখেন। কৃষ্ণভক্ত যিনি, তিনি শান্ত। তৃষ্ণা-ত্যাগ ও কৃষ্ণে নিষ্ঠা কৃষ্ণভক্তের এই দুই গুণ। আকাশের গুণ শব্দ যেমন তৎ-পরবর্ত্তী প্রত্যেক ভূতেই আছে, শান্ত-রসের এই দুই গুণও তেমনি পরবর্ত্তী সমস্ত রসেই বর্ত্তমান। কিন্তু শান্ত-রসে কেবল পরব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানই সম্ভবপর; লীলাময়রূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। দাস্য-রতিতে বাসনা-ত্যাগ ও একাগ্রতা আছে; তদুপরি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানজনিত সম্ভ্রম ও সেবা আছে; সখ্যরসে শান্তের দুই গুণ ও দাস্যের সেবা আছে, দাস্যের সম্ভ্রম, গৌরব ও সেবা সকলই আছে--কিন্তু তাহারা বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রেমে পরিণত হয়। সখ্য বিশ্রম্ভপ্রধান ও গৌরব-সম্ভ্রমহীন। সখ্যরসে কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান জন্মে। বাৎসল্যে শান্তরসের কৃষ্ণানুরাগ ও তৃষ্ণা-ত্যাগ ব্যতীত দাস্যের সেবা আছে। সে সেবা পালন নামে অভিহিত। মধুর রসে কৃষ্ণে অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও তৃষ্ণা-ত্যাগ ভিন্ন সেবার অত্যাধিক্য বর্ত্তমান, অসংকোচ অগৌরব এবং মমতাধিক্য, তাড়ন ও ভর্ৎসনা আছে, ইহা ব্যতীত শান্তরসের গুণ ও সখ্যের অসংকোচ মমতাধিক্য আছে। ভক্ত কান্তজ্ঞানে নিজ অঙ্গদ্বারা ভগবানের সেবা করেন। মধুর রসে অন্যান্য যাবতীয় রসের গুণাবলী একত্রিত হইয়াছে। এই মধুর রসের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিও। ইহা ভাবিতে ভাবিতে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূরিত হইয়া উঠিবেন।" এই বলিয়া গৌর রূপকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে রূপকে বৃন্দাবন গমন করিতে ও তথা হইতে গৌড়-দেশ হইয়া নীলাচলে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে উপদেশ দিয়া গৌর

প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া বারাণসী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। চন্দ্রশেখর স্বপ্নে গৌরের আগমন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া নগরের বহির্ভাগে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গৌর নগরপ্রান্তে উপনীত হইলে তাঁহাকে লইয়া চন্দ্রশেখর গৃহে গমন করিলেন।

১৩

বারাণসীধামে গৌর—সনাতন-শিক্ষা

গৌর যখন বারাণসীধামে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন সনাতন আসিয়া সেই গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। গৌর গৃহমধ্যে ছিলেন; সনাতন গৃহপ্রবেশ না করিয়া নিঃশব্দে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞ গৌর জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে কহিলেন, "দ্বারদেশে একজন বৈষ্ণব উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর দ্বারদেশে বৈষ্ণব-বেশধারী কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গিয়া গৌরকে বলিলেন, "কই কোনও বৈষ্ণব ত দেখিতে পাইলাম না।" গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বারে কি কেহই নাই?" চন্দ্রশেখর কহিলেন, "একজন দরবেশ বসিয়া আছেন।" গৌর কহিলেন, "তাহাকেই আনয়ন কর।" চন্দ্রশেখর দরবেশবেশী সনাতনকে লইয়া গৌরের সমীপে উপস্থাপিত করিলেন। সনাতনকে অঙ্গনে দেখিবামাত্র গৌর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন প্রেমবিহ্বল সনাতন গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিলেন, "আমাকে স্পর্শ করিও না প্রভু, আমাকে স্পর্শ করিও

না।” গৌর তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন, এবং স্বীয় হস্তে তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। সনাতন বারংবার বলিতে লাগিলেন, “আমি অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিও না।” কিন্তু গৌর সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, “তুমি ভক্তিবলে ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করিতে পার। আমি স্বয়ং পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি।” প্রেম-সম্ভাষণের পর গৌর সনাতনের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন। সনাতন তাঁহার কারাগার হইতে উদ্ধার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। গৌর রূপ ও অনুপমের সংবাদ সনাতনকে অবগত করাইয়া চন্দ্রশেখরকে তাঁহার ক্ষৌরকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে, এবং গঙ্গাস্নানান্তে তাঁহাকে নূতন বস্ত্র দিতে আদেশ করিলেন। ক্ষৌরকার্য্য ও স্নান-সমাপনান্তে সনাতন গৌরের উচ্ছিষ্ট পাত্রে প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন, কিন্তু নূতন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া তপন মিশ্র-প্রদত্ত একখানি পুরাতন বস্ত্র দ্বিখণ্ড করিয়া তদ্বারা তিনি কৌপীন প্রস্তুত করিলেন, কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, কিন্তু ভোট-কম্বলখানি ত্যাগ করিলেন না। একদিন গৌর সেই কম্বলের দিকে বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া সনাতন বুঝিলেন মূল্যবান্ কম্বল ব্যবহার প্রভুর অভিপ্রেত নহে। সেইদিন গঙ্গাস্নান-কালে একব্যক্তির ছিন্নকন্থার সহিত কম্বল বিনিময় করিয়া তিনি গৌরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গৌর সমস্ত শুনিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন।

কতিপয় দিবস গত হইলে সনাতন বিনীতভাবে গৌরকে কহিলেন, “আমি নীচসংসর্গে বিষয়মত্ত হইয়া জীবন কাটাইয়াছি। যদি কৃপা করিয়া আমাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছ, তবে আমার কর্ত্তব্য আমাকে উপদেশ কর। আমি কে? আমাকে ত্রিতাপ কেন দগ্ধ করে, আমি

জানি না। সাধ্যসাধনাতত্ত্ব কিরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাহাও আমি জানি না। তুমি আপনিই আমাকে সমস্ত বুঝাইয়া দেও।” গৌর কহিলেন, “শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই। পরিজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছ। ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে তুমিই যোগ্যপাত্র। আমি ক্রমে ক্রমে সমস্ত তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।” গৌর বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

“শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পরমেশ্বর। অচিন্ত্য অনন্ত বিচিত্র শক্তিমত্তাই পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণ। একস্থানস্থিত বহ্নির জ্যোৎস্না যেমন বহুদূরে প্রসারিত হয়, তেমনি পরমেশ্বরের শক্তি এই নিখিল জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। পরমেশ্বরের এই শক্তি শাস্ত্রে ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে— চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিৎশক্তিকে অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তিও বলে। জীবশক্তি তটস্থা শক্তি, এবং মায়াশক্তি বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়াও অভিহিত হয়। শক্তিশব্দের মুখ্যার্থ কার্য্যক্ষমত্ব। কার্য্য ও কারণ, এই দুই অবস্থায় শক্তির অবস্থান। কার্য্যাবস্থায় শক্তিকে বৃত্তি বলে। কারণরূপা ও কার্য্যরূপা শক্তির সাধারণ নাম বৈভব। স্বরূপশক্তি ও তৎকার্য্যকে সাধারণতঃ স্বরূপ বৈভব, মায়াশক্তি ও তৎকার্য্যকে মায়া-বৈভব এবং তটস্থশক্তি ও তৎকার্য্যকে তটস্থ-বৈভব বলে। উপরোক্ত চিৎশক্তিকে শাস্ত্রকারগণ আবার ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন,—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের সদংশ সন্ধিনী, চিদংশ সম্বিৎ এবং আনন্দাংশ হ্লাদিনী শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সৎ-ত্ব, চিৎ-ত্ব ও আনন্দত্ব, এই ত্রিবিধ শক্তির সাধারণ নাম স্বরূপ-শক্তি। সৎস্বরূপ হইয়াও পরমেশ্বর যদ্দারা সত্তা ধারণ ও স্থাপন করেন তাহার নাম সত্ত্ব বা সন্ধিনী শক্তি। স্বয়ং চিৎস্বরূপ হইয়াও যদ্দারা জ্ঞান লাভ করেন ও

করান, তাহার নাম চিত্ত্ব বা সম্বিৎশক্তি, এবং স্বয়ং আনন্দরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন ও করান, তাহার নাম আনন্দত্ব বা হ্লাদিনী শক্তি। উক্ত শক্তিত্রয়ের সাধারণ কার্য্য বা বৃত্তির নাম শুদ্ধসত্ত্ব। পরমেশ্বর সজাতীয়াদি ত্রিবিধ ভেদবিরহিত হইলেও তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য বলিয়া তাঁহার স্বরূপভূত সৎ, চিৎ ও আনন্দ সান্ত মানবের নিকট পৃথক পৃথকরূপে প্রতীত হয়, এবং তাঁহার অব্যভিচারিণী শক্তি একরূপা হইয়াও অনন্তরূপে প্রকাশ পায়। এই স্বরূপ-শক্তিকে পরা শক্তি বলে। ইহারই প্রভাবে পরমেশ্বর প্রধানাদি কারণ তত্ত্ব সকলকে স্বয়ং সর্ব্বথা অস্পৃষ্ট থাকিয়াও স্ববশে স্থাপন করেন, এবং তাহাদিগকে মহদাদিরূপে পরিণমিত করেন। তিনি এই শক্তির দ্বারা বিশ্বের নিমিত্ত কারণ, এবং মায়াশক্তি দ্বারা উপাদান-কারণ বলিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বকারণ বলা হইয়াছে। পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থিত বলিয়া জীবশক্তি তটস্থশক্তি বলিয়া অভিহিত। শক্তি ও শক্তিমান ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই। সূর্য্য ও সূর্য্য-কিরণ, অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি এক নহে। কিন্তু কিরণ ব্যতিরেকে সূর্য্যের সত্তা এবং দাহিকাশক্তি ব্যতীত অগ্নির সত্তা অসম্ভব। সুতরাং বলিতে হয়, সূর্য্য ও তাহার কিরণ, অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তি অভিন্ন। পরমেশ্বর ও তাঁহার শক্তি জীবও তেমনি ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই। অগ্নির দাহিকাশক্তি এবং সূর্য্য-কিরণ যেমন স্বীয় আশ্রয়ভূত, অগ্নি ও সূর্য্যের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, জীবও তেমনি স্বরূপতঃ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদই বেদান্তশাস্ত্রের অভিমত। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আগন্তুক বা ঔপাধিক নহে, পরন্তু মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত স্থায়ী। জীব ভগবদ্বিষয়ে নিত্য বহির্ম্মুখ হইয়াই মায়ায় আবদ্ধ হয়, এবং বহুকষ্ট ভোগ করে। কিন্তু যদি সাধু ও শাস্ত্রকৃপায় সে আপনাকে কৃষ্ণোন্মুখ করিতে পারে, তবেই

সে উদ্ধার পায়। মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ-স্মৃতি থাকে না। জীবের প্রতি কৃপাবশতঃই কৃষ্ণ বেদ ও পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বেদপুরাণাদি শাস্ত্র ও গুরুর কৃপাতেই জীব মায়ার আবরণ ভেদ করিতে সমর্থ হয়। গুরু দুই প্রকার—দীক্ষা-গুরু এবং শিক্ষা-গুরু। দীক্ষা-গুরু এক, শিক্ষা-গুরু দ্বিবিধ—মহান্ত-গুরু ও চৈত্য-গুরু। ভগবান অন্তর্যামীরূপে জীবের অন্তরে থাকিয়া সদসৎ প্রকাশ করেন। ভগবানই চৈত্য-গুরু। আবার ভক্তশ্রেষ্ঠগণ মহান্তস্বরূপে উপদেশ ও স্বীয় আচরণের আদর্শ দ্বারা ইষ্টপথ দেখাইয়া দেন।

বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপ অনুবন্ধত্রয়ের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণই এই সম্বন্ধ, কেননা তিনিই বেদের প্রতিপাদ্য। তিনি বাচ্য, বেদ তাঁহার বাচক, কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সাধন-রূপে অভিধেয় একমাত্র ভক্তি এবং পরমপুরুষার্থরূপে তৎপ্রেমলাভই প্রয়োজন। কোনও দরিদ্রের গৃহে এক সর্ব্বজ্ঞ উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার পিতৃধন থাকিতে কেন তুমি দুঃখ পাইতেছ? তুমি অমুক স্থান খনন করিলেই পিতৃধন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সাবধান যে স্থানের কথা আমি বলিতেছি, সেই স্থানই খুঁড়িবে। অন্যথা ভীমরুল, সর্প ও যক্ষ উত্থিত হইয়া তোমার ধনপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা করিবে।" এখানে সর্ব্বজ্ঞের উপদেশের বিষয় যেমন দরিদ্রের পিতৃধন, সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশের "বিষয়"ও তেমনি শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বজ্ঞ যেমন দরিদ্রকে তাহার পিতৃধন-প্রাপ্তির উপায় বলিয়াছিল, সর্ব্ব-শাস্ত্রও তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বিবৃত করিয়াছে। এই উপায়—ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা। এই ভক্তিরূপ উপায়ই "অভিধেয়।" দরিদ্রের ধনলাভের প্রয়োজন যেমন তাহার দারিদ্র্যনাশ, তেমনি ভক্তির "প্রয়োজন" ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম। প্রেমের ফলে কৃষ্ণাস্বাদ হইলে ভববন্ধন ছিন্ন হয়। কিন্তু দারিদ্রনাশ ও ভব-বন্ধন-ক্ষয় প্রেমের উদ্দেশ্য নহে, প্রেমসুখভোগই তাহার উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম বস্তু ও উপাস্য, তিনি অনন্তসিদ্ধ মাধুর্য্যের আধার। বিশ্বসৃষ্টি-কর্ম্মে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি এবং নরলীলা-পরিপাটীতে তাঁহার মাধুর্য্যের বিকাশ। তিনি আবার জ্ঞানরূপ। তাঁহাতে স্বজাতীয় বিজাতীয় যে সকল তত্ত্ব দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত হয়, সে সমস্ত তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত—তাঁহারই শক্তিপ্রকাশ মাত্র, তিনি স্বয়ং সর্ব্বতত্ত্বাত্মক। অবতারগণ তাঁহার অংশমাত্র; জীবগণ তাঁহার বিভিন্নাংশ। তিনি সর্ব্বাদি ও সর্ব্বাংশী পুরুষ; তিনি সকলের আশ্রয়ভূত; তদ্ব্যতিরেকে কোন বস্তুরই সত্তা থাকে না; তিনি সর্ব্বেশ্বর; বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় নরলীলাতে তাঁহার নর-বপুই একমাত্র সহায়; তিনি কিশোর বয়সে নিত্য অবস্থিত হইলেও, বাল্য ও পৌগণ্ড বয়সও তাঁহার শ্রীবিগ্রহের ধর্ম্ম। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ; ইহা চিদানন্দময়; জীবের মতো দেহ-দেহীভেদ তাঁহাতে নাই, ভগবান নিজেই নিজের বিগ্রহ। রবি যেমন প্রকাশস্বরূপ হইয়াও ধ্যান-সৌকর্য্যার্থ বিগ্রহবান্ হয়, ভগবানও তদ্রূপ জ্ঞানানন্দস্বরূপ হইয়াও আত্মস্বরূপ বিগ্রহ প্রকাশ করেন। অন্যথা জীবের ধ্যান সিদ্ধ হয় না। তিনি উপাসকের যোগ্যতা-নুসারে জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে নির্বিশেষ, ব্রহ্মরূপে যোগিগণের সম্বন্ধে অন্তর্য্যামিত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরমাত্মারূপে এবং ভক্তগণের নিকট ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরমেশ্বররূপে প্রকাশিত হইয়া জীবের জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি-সাধনের যথাযোগ্য ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিবিশেষ, পরমাত্মা তাঁহার অংশ-বিশেষ। সর্ব্বাবতংস শ্রীকৃষ্ণ আত্মার আত্মা। তিনি অদ্বিতীয় হইয়াও এবং তাঁহার বিগ্রহ এক হইলেও তিনি অনন্তস্বরূপে বিরাজমান। প্রথমতঃ তিনি স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ

এই তিনরূপে বিরাজিত ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ—অর্থাৎ স্বয়ং-প্রকাশ। স্বয়ংপ্রকাশ প্রাভব এবং বৈভব ভেদে দ্বিবিধ। একই বপু যদি বহুরূপে প্রকট হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রাভব প্রকাশ বলে ; যেমন রাসমণ্ডলীতে ও মহিষী-বিবাহে হইয়াছিল। সেই বপু যদি আবার পৃথক আকারে প্রতীত হয়, তবে তাহাকে বৈভব প্রকাশ বলে ; যথা— বৃন্দাবনে বলদেব এবং মথুরাদিতে দেবকীনন্দন। সেই এক বপু কিঞ্চিৎ ভিন্না-কার ধারণ করিয়া ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইলে তাঁহাকে তদেকাত্মরূপ বলে ; তাহা দ্বিবিধ, বিলাস ও স্বাংশ। বিলাসও প্রাভব ও বৈভব ভেদে দ্বিবিধ ; কিন্তু বিলাসের বিলাস অনন্ত, তন্মধ্যে প্রাভব বিলাস মুখ্যতঃ চতুর্ব্বিধ,—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এই চতু-র্ব্যূহের দ্বারকা ও মথুরাদিতে নিত্যবাস এবং ইহারাই অনন্ত চতুর্ব্যূহের প্রাকট্যের নিদান। পরমব্যোমধামে শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস। ইনি আবার চতুষ্পার্শে আবরণরূপে অন্য চতুর্ব্যূহ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের আবার তিন তিন বিলাসমূর্ত্তি আছে। কিন্তু কেবলমাত্র চক্রাদি-অস্ত্রধারণ ভেদে নাম ভেদ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই এই সকল অবতারের একমাত্র নিদান। সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্ব্বাগ্রে তিনি পুরুষরূপ প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পুরুষরূপ সংকর্ষণ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা হইয়া চিৎশক্তি দ্বারা গোলক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি অপ্রাকৃত, এবং মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রাকৃত সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরশক্তি ভিন্ন জড়প্রকৃতি কোন পদার্থের কারণ হইতে পারে না। অগ্নিশক্তির সহযোগ ভিন্ন লৌহ কখনও দাহিকাশক্তির অধিকারী হয় না। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ঈশ্বর সৃষ্টিবিষয়ে নিদ্রিত ছিলেন। এই অবস্থার নাম যোগনিদ্রা। সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা উদিত হইলে তিনি জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হন। যতক্ষণ একাকী থাকিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, ততক্ষণ তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা ও কার্য্যকারণ-

রূপিণী মায়াশক্তিও তাঁহাতেই বিলীন ছিল। সুতরাং প্রলয়কালে জীব ও পরমাত্মা উভয়ে মিলিতভাবে ছিলেন। সে সময়ে ঈশ্বরের দৃষ্ট ও দৃশ্যানুসন্ধান ছিল না। দর্শনেচ্ছা উদ্বুদ্ধ হইলে প্রলয়ে প্রসুপ্ত মায়াশক্তি ঈশ্বররূপ হইতে পৃথককৃত হয়। সংসার-তাপে তাপিত যে সকল জীব বিশ্রামলাভের জন্য প্রলয়ে ঈশ্বরে বিলীন ছিল, তখনও তাহাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত কর্ম্ম ও বাসনা বিলুপ্ত হয় নাই বলিয়া তাহাদের মুক্তিলাভ ঘটে নাই। পুনর্ব্বার সৃষ্টিতে তাহাদিগকে মুক্তিলাভের সুযোগ প্রদান করিবার নিমিত্তই সৃষ্টির ইচ্ছা। এই সময়ে ভগবান প্রথম পুরুষ বা মহাবিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে বিরজাতে শয়ন করেন, অনন্তর ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্ত প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করায় গুণত্রয় বিক্ষোভিত হইলে, তাহাতে জীবশক্তিরূপ বীর্য্য আধান করেন। সেই সময়ে প্রকৃতির পরিণাম বা অবস্থান্তর আরব্ধ হয়। মহত্তত্ত্বাদিভেদে প্রকৃতির পরিণাম বহুবিধ। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের সমষ্টির পরিণামই মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি। উহাদের ব্যষ্টির পরিণামের নাম অহঙ্কার। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ। তামস বা ভূতাদি অহঙ্কার হইতে আকাশবীজ শব্দ, শব্দ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ুবীজ স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজের বীজ রূপ, রূপ হইতে তেজ, তেজ হইতে জলের বীজ রস, রস হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর বীজ গন্ধ এবং গন্ধ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। রাজস বা তৈজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ক্রমে উৎপন্ন হয়। মন যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্বরূপ। জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা রূপাদিগুণের উপলব্ধি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্মসকল সাধিত হয়। সাত্ত্বিক বা বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দিক, বায়ু, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বি, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি ও চন্দ্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণের উৎপত্তি

হয়। এই রূপেই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই মহৎ স্রষ্টা পুরুষ কারণাব্ধিশায়ী এবং সমষ্টীভূত ব্রহ্মাণ্ডগণের অন্তর্য্যামী। বিরাট পুরুষ দৈবশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-সমন্বিত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টিভূত এবং দৈবশক্তি ও জ্ঞানশক্তি-সমন্বিত পরমাত্মার অংশভূত। যাবতীয় ভূতগণ ইহাতেই প্রকাশ পায়। এই বিরাট পুরুষ হইতেই নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি। লীলাবতার মৎস্যকূর্ম্মাদি ভেদে অনন্ত। গুণাবতার ত্রিবিধ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ব্রহ্মত্বলাভ পুণ্যবান জীবের আয়ত্তাধীন। ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও প্রতি মন্বন্তরে এক একটি অবতার নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্মার পরমায়ুকাল এই পরিমাণে একশত বৎসর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগে যুগাবতারও চতুর্ব্বিধ। সত্যে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ এবং কলিযুগে পীতবর্ণ অবতার। শ্রীকৃষ্ণই পীতবর্ণ ধারণ করিয়া কলিযুগে নিজ নাম-সংকীর্ত্তনরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া জীবকে প্রেমভক্তি দান করিয়া থাকেন।”

কলিযুগে পীতবর্ণ অবতারের কথা শুনিয়া সনাতন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিনীতভাবে কহিলেন, “আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, তাহাতে নীচাশয় ও ম্লেচ্ছসঙ্গী; কলির অবতার কে তাহা কেমন করিয়া নিশ্চয় করিব? তুমি দয়া করিয়া বলিয়া দেও।” গৌর কহিলেন, “আমাদের মতো জীবের শাস্ত্রবাক্য ও ঋষিগণের বাক্যদ্বারাই জ্ঞান জন্মে। অবতার কখনই “আমি অবতার” এই কথা নিজ মুখে বলেন না। যমলার্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, দেহিগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়াও যিনি দৈহিক ধর্ম্মশূন্য, দেহিগণের পক্ষে অসম্ভব, অনিবার্য্য, অদ্ভুত ও অতুল পরাক্রমদ্বারাই ভগবানের সেই অবতারকে জানা যায়। স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণদ্বারা বস্তু চিনিতে হয়। আকৃতি-প্রকৃতিই স্বরূপ লক্ষণ; কর্ম্মদ্বারা তটস্থ লক্ষণের জ্ঞান জন্মে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—“বিশ্বের

উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা বিচার করিলে যিনি নিখিল অর্থে ও ব্যাপারে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকেন, যিনি এই দৃশ্যমান জগতে একমাত্র স্বরাট্, আদিকবি ব্রহ্মাকে যিনি অন্তর্য্যামীরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণেরও যাঁহাতে পুনঃ পুনঃ মোহ জন্মে, যাঁহাতে তেজ ও ক্ষিতিআদি ভূতগ্রামের বিনিময়, সেই আত্মশক্তিদ্বারা নিত্য কুহকবর্জ্জিত পরমসত্যরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। শ্লোকে স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ উভয়েরই উল্লেখ আছে। কিন্তু ঈশ্বরকে কেহ এই লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারে না। অবতারকালে এই সমস্ত লক্ষণ জগতের গোচর হয়।"

সনাতন কহিলেন, "তবে নিশ্চয় করিয়া বল, যাঁহার শরীরে ঈশ্বর-লক্ষণ আছে, যিনি পীতবর্ণ, প্রেমদান ও নাম-সংকীর্ত্তন যাঁহার কার্য্য, কলিযুগে তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণের অবতার।" তখন গৌর কহিলেন, "সনাতন, চতুরালি পরিত্যাগ করিয়া আমার কথা শোন। গৌণ ও মুখ্য ভেদে অবতার দ্বিবিধ। যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির আবেশ, তিনিই মুখ্য আবেশাবতার, যথা—সনক, নারদ, পৃথু, পরশুরাম। আর যাহাতে শক্তির আভাসমাত্র দেখা যায়, তাহাকে বিভূতি বলে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যে সমস্ত পদার্থ ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট, শ্রীমৎ ও বলপ্রভাবাদির আধিক্য-সমন্বিত, তৎসমস্তই আমার তেজের অংশজাত বিভূতি বলিয়া জানিবে।" এখন বাল্য ও পৌগণ্ড ধর্ম্মের বিচার শোন। ভগবানের লীলাচক্র জ্যোতিশ্চক্রের ন্যায় চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের মধ্যে এক ব্রহ্মাণ্ডে শেষ হইতে না হইতে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে সমুদিত হয়। সুতরাং এই লীলাচক্রের প্রবাহ নিত্য। ভগবানের জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলাও শাস্ত্রে নিত্য

বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিশোরশেখরধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন যখন লীলা প্রকট করিতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমে মাতা, পিতা ও ভক্তদিগকে প্রকট করেন; জন্মাদি পরে লীলাক্রমে হয়। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা দুই প্রকার। গোলোকাখ্য নিত্যধামে রাসাদি অপ্রকট লীলা নিত্যই হইতেছে। যোগমায়া তথায় দাসীর ন্যায় সকল কার্য্য সম্পাদন করে। স্বীয় পিত্রাদি বন্ধুবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ তথায় সর্ব্বদা বিহার করিতেছেন। তাহার নিম্নদেশে পরব্যোমধামে নারায়ণাদি অনন্ত ভগবৎস্বরূপ এক এক বৈকুণ্ঠে প্রতিনিয়ত বিরাজমান। তন্নিম্নে দেবীধাম, তথায় অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় নিত্য গোলোকধাম প্রপঞ্চে গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা প্রকট। তথায় পুতনা-বধাদি প্রকট লীলা প্রকাশিত হয়। এতন্মধ্যে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রকাশহেতু কৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণতম, এবং শক্তিপ্রকাশের তারতম্যহেতু পুরীদ্বয়ে ও পরব্যোমে যথাক্রমে পূর্ণতর ও পূর্ণরূপে বিহার করেন। এই সকল ধাম চিদানন্দময় ও নিত্য, শাস্ত্রে ত্রিপাদ-বিভূতি নামে প্রসিদ্ধ এবং বিরজার পারে অবস্থিত। এই ত্রিপাদ-বিভূতি বাক্যের অগোচর। ব্রহ্মা একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দ্বারবানের নিকট তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ব্রহ্মা?" দ্বারবান ব্রহ্মাকে আসিয়া সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন। পরে কহিলেন, "প্রভুকে বল সনকের পিতা চতুর্ম্মুখ আসিয়াছেন।" কৃষ্ণকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে দ্বারী ব্রহ্মাকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিলে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনি দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছেন। আমা বই জগতে ব্রহ্মা আর কে আছে?" তখন হাসিয়া কৃষ্ণ-ধ্যান করিলেন। অসংখ্য ব্রহ্মা আসিয়া তখন তাঁহাকে

বন্দনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও শত, কাহারও সহস্র, কাহারও বা লক্ষ মুখ। চতুরানন দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অবর্ণনীয়। তাঁহার মনোমোহন রূপ, তাহাতে তিনি আপনিই মুগ্ধ হন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য নারায়ণে নাই। নারায়ণের প্রিয়তমা লক্ষ্মী পতিব্রতাগণের উপাস্য। তিনিও মাধুর্য্য-লোভে তপস্যা করিয়াছিলেন। কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান ও ধ্যান দ্বারা এই মাধুর্য্যাস্বাদ উপলব্ধ হয় না। রাগমার্গে কৃষ্ণকে ভজনা করিলেই কৃষ্ণ-মাধুর্য্য উপলব্ধ হয়।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥

তাঁহার বপু মধুর, তাঁহার বদনপদ্ম মধুর, তাঁহার বংশীধ্বনি একবার কানে প্রবিষ্ট হইলে তথায় অনবরত প্রতিধ্বনিত হয়; তথায় আর অন্য শব্দ প্রবেশ করিতে পায় না। সেই ধ্বনি পতির অঙ্ক হইতে সাধ্বীগণকে বিবশা ও বিবস্ত্রা করিয়া টানিয়া আনে। তাহাদের লোকধর্ম্ম, লজ্জা-ভয় বিলুপ্ত হয়। আমি উন্মাদ, আমি কৃষ্ণের মাধুর্য্য-প্রবাহে ভাসমান। সে মাধুর্য্যের কথা মনে হইলে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না।" বলিয়া গৌর নীরব হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে গৌর কহিলেন, "এখন অভিধেয় লক্ষণ শ্রবণ কর। কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়। বহির্ম্মুখ জীব মায়াবশে কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া বহু কষ্ট ভোগ করে। সাধুসংসর্গে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। কৃষ্ণভক্ত সমস্ত কর্ম্ম স্বীয় আরাধ্য দেবতায় সমর্পণ করিয়া অবশেষে আপনাকেও

তাঁহার চরণে সমর্পণ করেন। "আমি তোমারি" বলিয়া যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, ভগবান তাহাকে অভয় প্রদান করেন। অন্য কামনা করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে, পরিণামে সেও শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ করে। পরমকারুণিক শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে স্বীয় চরণাশ্রয় প্রদান করিয়া বিষয় ভুলাইয়া দেন। তখন সে কামনা-বিরহিত হইয়াই তাঁহাকে ভজনা করে। নিষ্কাম ভক্ত প্রার্থনা না করিলেও ভগবান তাঁহাকে সর্ব্বকামপ্রদ স্বীয় পদপল্লব দান করেন। সকাম ভাবে উপসানা করিতে করিতে ভক্ত নিষ্কাম হইয়া পড়েন। ঐশ্বর্য্যলাভেচ্ছায় তপশ্চরণে প্রবৃত্ত ধ্রুব যখন আবাধ্য দেবতার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন—

স্থানাভিলাষী তপসে স্থিতোহহং
ত্বাং প্রাপ্তবান দেব, মুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্, কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে ॥

হে দেব, স্থানাভিলাষী হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ফলে পাইলাম মুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে। আমি কাচ কুড়াইতে কুড়াইতে দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বামিন্, তোমাকে পাইয়াই আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর বর চাইনা।

নিষ্কাম ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় ভগবান বলিয়াছেন—

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু,
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো রক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

তুমি আমাতেই মন অপর্ণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ কর, আমাকে প্রণাম কর। তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সত্য কহিতেছি, তুমি আমার প্রিয়। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে রক্ষা করিব। তুমি শোক করিও না।

অতএব জ্ঞান, কর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইবে। তাঁহার উপাসনা করিলে সমস্ত দেবতারই পূজা হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধা না হইলে ভক্তি হয় না। শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে অধিকারী-ভেদ হয়। যাহার শ্রদ্ধা শাস্ত্র ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে উত্তম অধিকারী। শাস্ত্র ও যুক্তি না জানিয়াও যে দৃঢ়শ্রদ্ধার অধিকারী, সে মধ্যম। শ্রদ্ধা যাহার কোমল, সে কনিষ্ঠ অধিকারী। কাল-সহকারে কোমল শ্রদ্ধার অধিকারীও উত্তম ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। যিনি সর্ব্বভূতে ভগবানকে এবং ভগবানের মধ্যে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভক্ত। যিনি ঈশ্বরে, তদ্‌ভক্তে এবং তৎপ্রতি উদাসীন ও বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করেন, তাঁহার নাম মধ্যম ভক্ত। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিমাতে ভগবানের পূজা করেন, কিন্তু ভগবদ্-ভক্তের বা অপর কাহারও পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। এখন বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। বৈষ্ণব কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যপরায়ণ, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারী, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ এবং মৌনী। বৈষ্ণবগণ সর্ব্ব প্রযত্নে অসৎ-সংসর্গ ত্যাগ

করিবেন। স্ত্রীসঙ্গী এবং কৃষ্ণের অভক্ত অসৎসঙ্গী মধ্যে গণ্য। বৈষ্ণব কখনও কৃষ্ণভক্তিহীন, ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিবেন না। বৈষ্ণব কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিবেন। শরণাগত ও অকিঞ্চনের লক্ষণ একই। ঈশ্বর-আরাধনের অনুকূল বিষয় গ্রহণ, তৎপ্রতিকুলবিষয় ত্যাগ, "তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন" এইরূপ বিশ্বাস, তদীয় রক্ষিতৃত্বে আত্মসমর্পণ, তদীয় কার্য্যে আত্মবিনিক্ষেপ, তদীয় শরণ-বিষয়ে নিষ্ঠমতি, এই ছয়টি শরণাগতের লক্ষণ।

অধুনা সাধন-ভক্তি বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যাহা দ্বারা ভাব সাধন করা যায়, তাহারই নাম সাধন-ভক্তি। স্বভাবজাত নিত্যসিদ্ধ কতকগুলি ভাব আছে, সেইগুলির হৃদয়ে উত্থাপনই সাধন। সাধনের স্বরূপ-লক্ষণ শ্রবণাদি-ক্রিয়া, তটস্থ লক্ষণ প্রেমোৎপত্তি। সাধন-ভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ও রাগানুগা। রাগবিহীন জন শাস্ত্রানুসারে যে ভগবানের ভজনা করেন, তাহাকে বৈধভক্তি বলে। বাঞ্ছিত পদার্থে যে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা হয়, তাহাকে রাগ বলে। সেই রাগময়ী ভক্তিই রাগানুগা বলিয়া অভিহিত। বৈধভক্তিমান্ ভক্তি-সাধনার বিবিধ অঙ্গ সাধন করেন। গুরুর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ, সাধু মার্গানুগমন, কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগ-ত্যাগ, তীর্থে বাস, একাদশী-পালন, ধাত্রী-অশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণবের সেবা, অবৈষ্ণব-সঙ্গ ত্যাগ, বহু-গ্রন্থ-পাঠ ও ফলাভ্যাস-বর্জ্জন, সুখ-দুঃখ জয়ীকরণ, অন্য দেবতা ও অন্য শাস্ত্রের নিন্দাবর্জ্জন, প্রাণীর উদ্বেগকারণ-পরিহার, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, স্মৃতিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, প্রসাদ-ভোজন, তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা ও বৈষ্ণবের সেবন, দান-ধ্যান, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপার উপলব্ধি, ভক্তগণসহ জন্মদিনাদি-মহোৎসব, সাধুসঙ্গ, ভাগবত-

শ্রবণ এবং সর্ব্বদা শরণাগতি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া ভক্ত অপার সুখের অধিকারী হন। রাগানুগাভক্তি ব্রজবাসী ব্যক্তিতে প্রকাশিত। আন্তর ও বাহ্যভেদে এই ভক্তির সাধন দ্বিবিধ। রাগানুগাভক্তিমান বাহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করেন; অন্তরে সিদ্ধস্বরূপ মানসদেহে ভগবানের আরাধনা করেন। কেহ আপনাকে ভগবানের দাস, কেহ সখা, কেহ পিতা কিংবা মাতা, কেহ বা আপনাকে ভগবানের প্রেয়সী কল্পনা করিয়া দিবারাত্র তাঁহারই ধ্যানে অতিবাহিত করেন। এইরূপে যিনি রাগানুগা ভক্তির সাধন করেন, শ্রীকৃষ্ণের চরণে তাঁহার প্রেম উৎপন্ন হয়। প্রেমের অঙ্কুর হইতে রতি ও ভাবের উৎপত্তি। পবিত্র সত্বগুণ দ্বারা আত্মা বিশেষীকৃত হইলে, প্রেমরূপ আদিত্যতেজ সাম্যভাব পরিগ্রহ করিলে এবং রুচি-শক্তির প্রভাবে চিত্ত নির্ম্মল হইলে, তাহাকে ভাব কহে। যাহাতে মানস সম্যক প্রকারে বিশুদ্ধ হয়, যাহা স্নেহাতিশয্যযুক্ত এবং যাহা ঘনীভূত-স্বরূপ, তাহাকেই প্রেম অথবা প্রেমা বলে। জীবের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে সে সাধুসঙ্গ করে, তাহার ফলে সে শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়; তৎকালে ভক্তি-নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়; নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদিতে রুচি; রুচি হইতে প্রচুর আসক্তির উদ্ভব এবং আসক্তি হইতে রতির আবির্ভাব হয়। রতি গাঢ় হইলে প্রেমনামে অভিহিত হয়। এই সর্ব্বানন্দ-ধাম প্রেমই প্রয়োজন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবতি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

সাধু ব্যক্তির সহিত সমাগম হইলে যে সকল বীর্য্যসূচক কথা আলো-

চিত হয়, তৎসমস্ত হৃদয়-প্রীতিকর ও শ্রুতিসুখকর। তাহাদের সেবন দ্বারা আশু অপবর্গ-মার্গ স্বরূপ হরিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। যাহার ভাবাঙ্কুর সমুৎপন্ন হইয়াছে তিনি ক্ষমাবান ; তিনি মিথ্যা সময়ক্ষেপ করেন না, বিষয়-ভোগে তাঁহার স্পৃহা ও অভিমান থাকে না ; ভগবৎ-লাভ বিষয়ে তাহার অন্তরে দৃঢ় আশা সংবদ্ধ হয় এবং তাহাতে সম্যক উৎকণ্ঠা জন্মে। নিরন্তর ভগবানের নাম-কীর্ত্তনে রুচি ও গুণ-কথনে আসক্তি এবং ভগবানের বসতিস্থলে প্রীতি হয়। যিনি ভক্ত, তিনি অহর্নিশি বচনদ্বারা স্তুতিবাদ করিয়া, মনদ্বারা স্মরণ করিয়া এবং দেহদ্বারা প্রণতি করিয়াও তৃপ্ত হন না। তিনি অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে করিতে সমস্ত পরমায়ু ভগবানের জন্যই সমর্পণ করেন। ভক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ অক্লেশে বিসর্জন করেন, এবং সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে হীন মনে করেন। ভরতনৃপতি যৌবনাবস্থাতেই রাজসম্পদ ও দারা-পুত্র পুরীষবৎ বর্জন করিয়াছিলেন, এবং ভগবানে রতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া অরিগৃহে ভিক্ষা এবং চণ্ডালেরও বন্দনা করিতেন। ভক্তের নামগানে বিপুলা প্রীতি জন্মে এবং তিনি কৃষ্ণলীলা-স্থানে বসতি করেন।”

অনন্তর গৌর কহিলেন, “কৃষ্ণে রতির লক্ষণ এই বিবৃত করিলাম ; এখন কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ শুন। প্রেমিকের চিত্তকথা ও ভজন-ব্যবহারাদি বিজ্ঞের পক্ষেও দুর্বোধ্য। প্রেমের বৃদ্ধির সহিত স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবের উদ্ভব হয়। ইক্ষুরস ক্রমে গাঢ় হইতে হইতে যেমন গুড়, খণ্ড, চিনি, মিছরিতে পরিণত হইয়া ক্রমেই সুমিষ্টতর হয়, রতি ও প্রেমও ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইয়া তাহার মিষ্টতা বৃদ্ধি করে।” অনন্তর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ব্যাখ্যা করিয়া গৌর কহিলেন, “মধুর রস দ্বিবিধ—রূঢ় ও অধিরূঢ়। কৃষ্ণ-

মহিষীগণের ভাব রূঢ়পদবাচ্য, গোপীগণের ভাব অধিরূঢ় বলিয়া খ্যাত। অধিরূঢ় মহাভাব আবার দ্বিবিধ—সম্ভোগে 'মাদন', এবং বিরহে 'মোহন'।" মাদনের চুম্বনাদি অনন্ত প্রকার আছে। মোহনের দুইটি ভেদ—উৎঘূর্ণা ও চিত্রজল্প। চিত্রজল্পের অঙ্গ দশটি—প্রজল্প ইত্যাদি। উদঘূর্ণ বিরহ-চেষ্টার নাম দিব্যোন্মাদ, তখন বিরহীর আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে হয়। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে শৃঙ্গার দ্বিবিধ। সম্ভোগের অনন্ত অঙ্গ; বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্র্য। মধুর রসের অবলম্বন নায়ক ও নায়িকা। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি, এবং শ্রীমতী রাধিকা নায়িকাগণের মধ্যে প্রধান।"

এইরূপে 'প্রেম-প্রয়োজন' ব্যাখ্যা করিয়া গৌর কহিলেন, "পূর্ব্বে এ সমস্তই আমি তোমার ভাই রূপের নিকট বিবৃত করিয়াছি। তোমাকেও সমস্ত বলিলাম, কেননা তুমিই ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার করিবে। তুমি মথুরা গমন করিয়া লুপ্ত তীর্থরাজির উদ্ধার কর, বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা ও বৈষ্ণব আচার প্রচারিত কর; বৈষ্ণবের স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত কর। তুমি বিপুল ঐশ্বর্য্য ও রাজসেবা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ। কেনই বা তুমি ধনীর উপাসনা করিবে ?

> চীরাণি কিং পথি ন সন্তি, দিশন্তি ভিক্ষাং
> নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ, সরিতোঽপ্যশুষ্যন্ ?
> রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
> কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥

সাধুগণ ধনমদান্ধ লোকের উপাসনা করিবেন কেন ? জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড কি পথে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ? বৃক্ষেরা তো ফলকুসুমাদি-

দ্বারা পরেরই পোষণ করিয়া থাকে। তাহাদের কাছে ভিক্ষা চাহিলে কি পাওয়া যায় না? নদীসকল কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? পর্ব্বত-গুহা কি অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? ভগবান কৃষ্ণ কি আশ্রিত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন না? যাও, এখন জগতে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া কৃতার্থ হও।"

তখন সনাতন অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "আমি অতি হীন, তুমি আমাকে ব্রহ্মারও অগোচরতত্ত্ব সকল শিক্ষা দিয়াছ। এখন আমার মস্তকে পদস্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, তোমার শিক্ষা আমার মধ্যে স্ফুরিত হউক।" অনন্তর গৌর স্বীয় হস্তে সনাতনের মস্তক ধারণ করিয়া কহিলেন, "এই সকল তোমার মধ্যে স্ফুরিত হউক।"

অনন্তর সনাতন কহিলেন, "প্রভু, আমার মতো হীন বক্তিকে তুমি বৈষ্ণবের স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিতে আদেশ করিয়াছ। কিন্তু তুমি যদি দয়া করিয়া তৎসম্বন্ধে উপদেশ দান না কর, তবে আমা দ্বারা সে কার্য্য কিরূপে সম্ভব হইবে?" তখন গৌর সংক্ষেপে বৈষ্ণবের পালনীয় আচার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া কহিলেন, "তুমি যখন এ সম্বন্ধে লিখিতে বসিবে, তখন শ্রীকৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সমস্তই স্ফুরিত করিয়া দিবেন।"

দুই মাস যাবত কাশীতে থাকিয়া গৌর সনাতনকে ভক্তিসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিলেন। কাশীর সন্ন্যাসীগণ তাঁহার কথা শুনিয়া যেখানে সেখানে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইত। পূর্ব্বে যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের কথা উক্ত হইয়াছে, তিনি এই সমস্ত নিন্দায় বড়ই ব্যথিত হইতেন। তিনি মনে করিলেন, "একবার যদি সন্ন্যাসীদিগকে প্রভুকে দেখাইতে পারি, তাহা হইলে তাহারা আর তাঁহার নিন্দা করিতে পারিবে না।" মনে মনে চিন্তা করিয়া একদিন ব্রাহ্মণ কাশীস্থ যাবতীয়

সন্ন্যাসীদিগকে স্বীয় গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং গৌরের নিকট আসিয়া অত্যন্ত দীনতা প্রকাশ করিরা স্বীয় গৃহে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। কাশীতে তখন সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্রাহ্মণগৃহে সকল সন্ন্যাসী উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় গৌর তথায় উপনীত হইলেন। সন্ন্যাসীগণের হৃদয় গৌরের প্রতি বিদ্বেষপরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু সেই অপরূপ স্বর্গীয় জ্যোতির্মণ্ডিত কান্তি দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহাদের কঠিন মন এক অজ্ঞাত করুণরসে অভিষিক্ত হইয়া গেল। প্রকাশানন্দ সসম্মানে গাত্রোত্থান করিয়া গৌরকে আসন প্রদান করিলেন ও অনুশোচনা করিয়া কহিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী, কাশীতে আসিয়াছেন, অথচ আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন না কেন? বেদান্তপাঠ সন্ন্যাসীর প্রথম কার্য্য। কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া ভাবুকের সঙ্গে সংকীর্ত্তন করেন। আপনাকে দেখিয়া নারায়ণের প্রভাববিশিষ্ট বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু হীনাচার বর্জ্জন করেন না কেন, তাহার কারণ বিবৃত করুন।" গৌর বিনীতভাবে কহিলেন, "আমার গুরু আমাকে মূর্খ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, তুমি সর্ব্বদা কৃষ্ণমন্ত্র জপ কর, তাহা দ্বারাই তুমি ভগবানকে লাভ করিবে।' গুরুর আদেশে কৃষ্ণনাম লইতে লইতে আমার মন ভ্রান্ত হইয়া গেল, আমি অধীর হইয়া উন্মত্তের মতো হইলাম। তখন গুরুর চরণে নিবেদন করিলাম, 'আপনার মন্ত্র জপ করিতে করিতে আমি পাগল হইয়া গেলাম—এ কি মন্ত্র আমাকে দিলেন গুরু?' গুরু হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'যে মহা মন্ত্র তোমাকে দিয়াছি, তাহা জপ করিলে কৃষ্ণভাব উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণনামের ফলই প্রেম। তোমার সেই প্রেম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রেমের স্বভাবই এই যে,

যে তাহাকে লাভ করে, তাহার চিত্ত ও দেহে ক্ষোভ উৎপন্ন হয়, এবং সে পাগলের মত হাসে, কাঁদে ও গান করে। তোমার যে প্রেম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তুমি নাচিয়া গাহিয়া কৃষ্ণনাম প্রচার করতঃ জগৎ উদ্ধার কর।' গুরুর এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃই আমি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করি।" গৌরের সুমিষ্ট বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসীগণ মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাদের মন সম্পূর্ণ ফিরিয়া গেল। মধুর বাক্যে তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাক্য সত্য। কিন্তু আপনি বেদান্ত শ্রবণ করেন না কেন? বেদান্তের দোষ কি?" তখন গৌর কহিলেন, "আমার বাক্যে যদি মনে কষ্ট না পান, তবে বলি। বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বরবাক্য। তাহাতে ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি অসম্ভব। সূত্রের মুখ্যার্থ সুস্পষ্ট। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সেই মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণবৃত্তিতে যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে জীবের সর্ব্ব কার্য্য পণ্ড হয়। ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ ভগবান্। তিনি 'চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধসমান।' তাঁহার বিভূতি ও দেহ চিদাকার। আচার্য্য তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ভাষ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার বিভূতি ও দেহকে প্রাকৃত বলিয়াছেন। বিষ্ণু-কলেবরকে প্রাকৃত বলিয়া গণ্য করা অপেক্ষা বিষ্ণু-নিন্দা আর কিছুই হইতে পারে না। ঈশ্বর জলন্ত অগ্নিসদৃশ, জীব সেই জলন্ত অগ্নির স্ফুলিঙ্গকণা। ব্যাসসূত্রে পরিণামবাদ সুস্পষ্ট, আচার্য্য ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। পরিণামবাদে ঈশ্বরকে বিকারী হইতে হয়, এই আপত্তি। কিন্তু চিন্তামণি হইতে অসংখ্য রত্নরাশি উৎপন্ন হইলেও চিন্তামণি যেমন অবিকৃত থাকে, তদ্রূপ অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত ভগবান্ স্ব-ইচ্ছায় জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও নিজে অবিকৃত থাকেন। প্রাকৃত বস্তুতেও এই অবিকৃত

থাকিবার শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ঈশ্বরে উহার বিগ্যমানতা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। প্রণব মহাবাক্য। তত্ত্বমসি বেদের একদেশী বাক্য মাত্র। ব্রহ্ম অর্থে বৃহৎবস্তু। শ্রীভগবানই বৃহৎবস্তু। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, মায়াগন্ধবিবর্জিত। এই শ্রীভগবানই সমগ্র বেদে গীত হইয়াছেন। তাঁহাকে নির্বিশেষ বলিলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়।" অনন্তর সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া গৌর সন্ন্যাসী-মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বকৃত গৌরনিন্দা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং যুক্তকরে গৌরকে কহিলেন, "তুমি বেদময় মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ নারায়ণ; আমরা তোমার যে নিন্দা করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর।" স্বয়ং প্রকাশানন্দ নানাভাবে গৌরের প্রসন্নতা যাঞা করিলেন। সকল সন্ন্যাসী কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেন। কাশীবাসী লোক দেখিয়া চমৎকৃত হইল। হরিধ্বনি গগন ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইল। সন্ন্যাসিগণ ভাগবত বিচার আরম্ভ করিলেন। বহুদূর হইতে লক্ষ লক্ষ লোক গৌরের দর্শনলাভেচ্ছায় আসিতে লাগিল। গঙ্গাস্নানগমনকালে অগণিত লোক তাঁহার পার্শ্বে সমবেত হইয়া হরি-ধ্বনি করিতে লাগিল। এইরূপে বারাণসী যখন হরিধ্বনিতে টলটলায়মান, তখন একদিন রাত্রিতে গৌর বারাণসী ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। গমনকালে সনাতনকে কহিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে গমন কর। কাঁথা ও করঙ্গসম্বল আমার কাঙ্গাল ভক্তগণ বৃন্দাবনে গমন করিলে তাহাদিগকে সযত্নে পালন করিও।" আঠার নালা হইতে নীলাচলস্থ ভক্তগণ প্রভুকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া গেলেন।

এদিকে সনাতন বারাণসী হইতে যাত্রা করিয়া বৃন্দাবনে পৌছিলেন এবং তথায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

১৪

গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন ও রূপ-সনাতন সাক্ষাতোৎসব

সন্ন্যাসগ্রহণ কালে গৌরের বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর ছিল। তাহার পরে ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি দাক্ষিণাত্যের যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন; একবার গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন, এবং বারাণসী, প্রয়াগ ও বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি একাদিক্রমে অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে নীলাচল ত্যাগ করিয়া তিনি কুত্রাপি গমন করেন নাই। নীলাচলে তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার অবসান হয়।

গৌরেরনীলাচল-প্রত্যাগমন-সংবাদ নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে তথাকার ভক্তগণ শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বাধীনে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। শিবানন্দের প্রিয় একটি কুকুরও তাহাদের সহিত যাত্রা করিয়াছিল। পথিমধ্যে কুকুরটি অদৃশ্য হয়। বহু অনুসন্ধানে তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া শিবানন্দ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে নীলাচলে আসিয়া উপনীত হন। কিন্তু নীলাচলে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার প্রিয় কুকুরটি গৌরের অদূরে উপবিষ্ট হইয়া তৎপ্রদত্ত নারিকেল-শস্য ভক্ষণ করিতেছে, গৌর তাহাকে কৃষ্ণনাম পড়াইতেছেন, সেও নারিকেল চর্ব্বণ করিতে

করিতে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছে। বিস্ময়স্তিমিত লোচনে কিয়ৎক্ষণ এই দৃশ্য দর্শন করিয়া শিবানন্দ কুকুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে সেই ভক্ত কুকুর কুকুর-দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থিত হয়।

গৌড়ীয় ভক্তগণ বহুদিন পরে প্রভুকে দর্শন করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। গৌরও পরম প্রীতিসহকারে সকলের অভ্যর্থনা করিয়া সকলের সহিতই যথাযোগ্য আলাপ করিলেন। ভক্তগণ চারি মাস প্রভুর সহবাসে নীলাচলে অবস্থান করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

রূপ প্রয়াগ হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়া একমাস তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক সমস্ত স্থান দর্শন করিলেন। অনন্তর সনাতনের অন্বেষণে ভ্রাতা অনুপমের সহিত বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা গঙ্গাতীর দিয়া প্রয়াগ অভিমুখে আসিতেছিলেন। ঠিক সেই সময়েই সনাতন রাজপথে বারাণসী হইতে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভ্রাতাদিগের সাক্ষাৎ হইল না। রূপ ও অনুপম প্রয়াগ হইতে বারাণসী গমন করিলেন। তথায় তপন মিশ্রের নিকট সনাতনের প্রতি গৌরের অনুগ্রহের সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহারা পরম প্রীতি লাভ করিলেন। দশ দিন বারাণসীতে অবস্থিতি করিয়া উভয় ভ্রাতা গৌড় যাত্রা করিলেন। গৌড়ে আসিয়া অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল রূপ গৌরের দর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া নীলাচল যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবনে বাসকালেই একখানা কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক রচনা করিবার জন্য রূপের ইচ্ছা হইয়াছিল। বৃন্দাবন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভও করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ ও নান্দী শ্লোক বৃন্দাবনেই তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। গৌড় হইতে নীলাচল গমনকালে সেই প্রারব্ধ নাটকের কথাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এবং

যখন যাহা মনে হইতে লাগিল তাহা লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। পথি-মধ্যে সত্যভামাপুরে বিশ্রাম কালে তিনি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, এক দিব্যরূপধারিণী রমণী স্বপ্নে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া আদেশ করিলেন, "রূপ, আমার নাটক তোমাকে পৃথক লিখিতে হইবে।" নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া রূপ সিদ্ধান্ত করিলেন, সত্যভামা দেবীই স্বপ্নে তাঁহার সম্বন্ধে পৃথক নাটক লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। রূপ ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্রে রচনা করিতে-ছিলেন; স্বপ্নাদেশ পাইয়া উভয় লীলা পৃথক লিখিতে মনস্থ করিলেন।

নীলাচলে উপস্থিত হইয়া রূপ প্রথমেই হরিদাসের গৃহে গমন করিলেন। হরিদাস পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। গৌর প্রত্যহ হরিদাসের গৃহে গমন করিতেন; সেদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া রূপকে দেখিতে পাইয়া পরম প্রীত হইলেন। হরিদাসের আবাসে রূপের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। একে একে নীলাচলের সকল ভক্তের সহিত রূপ পরিচিত হইলেন, এবং সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রূপ প্রতিদিন গৌরের নিকট গমন করিয়া নানা আলাপে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। একদিন কথায় কথায় গৌর কহিলেন, "রূপ, কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করিও না," এবং রূপ উত্তর করিবার পূর্ব্বেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রূপ বুঝিলেন, তাঁহার আরব্ধ নাটক লক্ষ্য করিয়াই এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তখন সত্যভামাপুরের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। সত্যভামা ও গৌরের আদেশের ঐক্য দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

গৌরের সহিত পরমসুখে রূপের সময় কাটিতে লাগিল। তাঁহার বিষয়-তাপদগ্ধ প্রাণ ভক্তির সুশীতল স্রোতে অবগাহন করিয়া শীতল হইল। রথযাত্রাকালে তিনি রথাগ্রে প্রভুর নৃত্য দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন।

একদিন

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্র ক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিত মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।"

[যিনি আমার কৌমারকাল হরণ করিয়াছেন, তিনিই আমার বর,. সেই চৈত্রমাসের রজনী ; সেই বিকশিত মালতীর সৌরভযুক্ত কদম্ব-কাননের মন্দ মন্দ সমীরণ, সেই সবই আছে, আমিও সেই আছি, তথাপি সেই রেবানদীর তীরবর্ত্তী বেতসীতরুর তলে সুরত-লীলা-বিধানার্থই আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।] এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে ভাবোদ্বেলহৃদয়ে গৌর যখন তাঁহার বিহ্বল চরণ ভূমিতলে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, তখন এক রূপ ও স্বরূপ ভিন্ন কেহই তাঁহার তদানীন্তন মানসিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। রূপ বুঝিলেন, সেই সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের অভ্যন্তরে একটী নারী-হৃদয় আছে, কোন অতীত যুগের এক মধুর স্মৃতি তাহার মধ্যে উদিত হইয়া তীব্র আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তাঁহাকে কাতর করিয়া ফেলিয়াছে। প্রভুর কাতর হৃদয়ের কম্পনে প্রিয় ভৃত্যের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত লাগিল। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রূপ প্রভুর মানসিক অবস্থাপ্রকাশক এই শ্লোকটী রচনা করিলেন—

"প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রে মিলিত :
তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর মুরলী পঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি।"

[সহচরি, আমার সেই প্রণয়াস্পদ শ্রীকৃষ্ণ এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া

মিলিত হইয়াছেন; আমিও সেই রাধিকা, উভয়ের মিলনজনিত সুখও সেই, তথাপি আমার মন সেই যমুনাপুলিনবর্ত্তী বিপিনে—যাহার অভ্যন্তরে মুরলীর মধুর পঞ্চমতান খেলিয়া বেড়াইতেছে, সেই বিপিনের জন্ম ব্যাকুল হইতেছে।] তালপত্রে শ্লোকটি লিখিয়া রূপ গৃহের চালে তালপত্রটি গুঁজিয়া রাখিলেন। গৌর গৃহে প্রত্যাগত হইলে তালপত্রটি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই শ্লোক পাঠ করিয়া তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এমন সময় রূপ সমুদ্রস্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। গৌর সস্নেহে তাঁহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া সেই তালপত্র তাহাকে দেখাইয়া কহিলেন, "আমার মনের মধ্যে যে ভাব অতি গূঢ় ছিল, তাহা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে, রূপ?" অনন্তর স্বরূপ গোস্বামীকে সেই শ্লোক দেখাইয়া কহিলেন, "দেখ, দেখ স্বরূপ; রূপ আমার মনের ভাব জানিল কিরূপে?" স্বরূপ কহিলেন, "তোমার কৃপা হইয়াছে, তাই জানিয়াছে।" তখন গৌর কহিলেন "ইঁহাকে দেখিবার পর হইতেই ইঁহার প্রতি কেমন আমার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। ইঁহাকে যোগ্যপাত্র জানিয়াই প্রয়াগে ইঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলাম। স্বরূপ, তুমি ইঁহাকে বিস্তারিত ভাবে রসতত্ত্ব বুঝাইয়া দাও।"

গৌড়ীয় ভক্তগণের দেশে প্রত্যাগমনের পরেও রূপ স্বীয় প্রভুর চরণে রহিয়া গেলেন, ও সংকল্পিত নাটক অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে লিখিতে লাগিলেন। একদিন রূপ লিখনকার্য্যে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় গৌর তথায় উপস্থিত হইয়া গ্রন্থের একটী পাতা তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, রূপের মুক্তাপংক্তি বিনিন্দী অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্॥

চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং।
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

"জানিনা 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কীদৃশ অমৃত দ্বারা গঠিত। বর্ণ দুইটী যখন রসনায় নৃত্য করে, তখন রসনাপংক্তি (বহুসংখ্যক জিহ্বা) পাইতে অভিলাষ হয়; শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইলে অর্ব্বুদসংখ্যক কর্ণলাভের স্পৃহা জন্মে এবং মনোরূপ প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ব্যাপারই এতৎ-সকাশে পরাভূত হইয়া পড়ে।"

গৌর শ্লোক পাঠ করিয়াই প্রেমাবিষ্ট হইলেন। হরিদাস শুনিয়া কহিলেন, "বহু শাস্ত্রে বহু সাধুর মুখে কৃষ্ণনামের মহিমা-কীর্ত্তন শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ বর্ণনা এখন পর্য্যন্ত কর্ণগত হয় নাই।" সেদিন রূপ ও হরিদাসকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া গৌর প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অচিরেই সার্ব্বভৌম, রামানন্দ ও স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ রূপের গ্রন্থ শুনিতে আগমন করিলেন। রূপ সকলকে যথা-যোগ্য আসন প্রদান করিয়া হরিদাসের সহিত মৃত্তিকায় উপবেশন করিলেন। তখন গৌর তাঁহাকে পূর্ব্বদিনের শ্লোকটী পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। রূপ লজ্জায় মৌন হইয়া রহিলেন; সার্ব্বভৌমের মত পণ্ডিত, রামানন্দ ও স্বরূপের মত ভক্তের সম্মুখে স্বীয় প্রথম রচনা পাঠ করিতে তিনি সঙ্কুচিত হইলেন। তখন স্বরূপ, "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি" ইত্যারব্ধ শ্লোকটী পাঠ করিলেন। শ্লোক শুনিয়া রামানন্দ কহিলেন, "প্রভু, তোমার প্রসাদ ভিন্ন এরূপ শ্লোক রচিত হওয়া সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে স্বীয় শক্তি আমাতে সঞ্চারিত করিয়া আমার মুখ দিয়া অনেক সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া লইয়াছিলে, রূপও তোমার প্রসাদেই এই শ্লোক রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছে।" তখন রামা-নন্দ গ্রন্থে ইষ্টদেবের বর্ণনা কিরূপ হইয়াছে তাহা শুনিতে ইচ্ছুক হইলে,

রূপ প্রথমতঃ লজ্জায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভুর আদেশে পাঠ করিলেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং॥
হরিঃ পুরট-সুন্দরদ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

[যে-মধুর রস পূর্ব্বে কখনও জগতে প্রদত্ত হয় নাই, সেই মধুর রসরূপ নিজভক্তিসম্পৎ জগৎবাসীকে প্রদান করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণকান্তি হইতে সুন্দর, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদিগের হৃদয়-কন্দরে প্রকাশিত হউন।]

শ্লোক শুনিয়া গৌর কহিলেন, "রূপ, এখানে অতিস্তুতি হইয়াছে।" কিন্তু ভক্তগণ কহিলেন, "তোমার শ্লোক শুনিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।" অনন্তর তাহারা গ্রন্থের অনেক অংশ শুনিয়া লইলেন। রূপ প্রভুর আদেশ লইয়া পাত্রসন্নিবেশ, প্ররোচনা, প্রেমোৎপত্তি, পূর্ব্বানুরাগ, বিকার-চেষ্টা, প্রণয়-পত্রিকা, ভাবের স্বভাব সহজপ্রেমের প্রকৃতি, মুরলী-নিস্বন প্রভৃতি আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইলেন; রামানন্দ অশেষ প্রকারে গ্রন্থের প্রশংসা করিলেন। গৌর প্রেমভরে রূপকে আলিঙ্গন দান করিলেন। রূপ সকল ভক্তকে প্রণাম করিলেন।

কতিপয় মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। দোলযাত্রার পরে গৌর রূপকে কহিলেন "রূপ, এখন তুমি বৃন্দাবনে গমন কর। তথায় অবস্থিতি করিয়া রসশাস্ত্র নিরূপণ এবং লুপ্ততীর্থরাজির উদ্ধার ও প্রচার কর। কৃষ্ণসেবা ও রসভক্তি-প্রচার তোমার মুখ্য ব্রত হউক। আমি একবার তোমার কৃতকর্ম্ম দেখিবার জন্য বৃন্দাবন যাইব। কিন্তু তৎ-

পূর্ব্বে সনাতনকে একবার এখানে পাঠাইয়া দিও।" ইহার অচিরকাল পরেই রূপ প্রভু ও ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া গৌড়ে গমন করিলেন, এবং তথা হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়া প্রভুর আদেশ পালনে রত হইলেন।

রূপ নীলাচল ত্যাগ করিবার কিছুকাল পরে সনাতন নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও প্রভুর ন্যায় ঝারিখণ্ডের পথে আসিয়াছিলেন। ঝারিখণ্ডের দূষিত জলসংস্পর্শে তাঁহার কণ্ডুরোগের উৎপত্তি হইয়াছিল। যখন তিনি নীলাচলে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্ডুতে আচ্ছন্ন এবং তাহা হইতে অনবরত রসক্ষরণ হইতেছিল। ইহাতে সনাতন মনে করিলেন, "একে ত আমি নীচজাতি, তাহাতে এই ঘৃণ্যরোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। হতভাগ্য আমি, না পাইব জগন্নাথের দর্শন, না পাইব ইচ্ছামত আমার প্রভুকে দেখিতে। এই জঘন্য শরীর রক্ষা করিয়া আর লাভ নাই। রথযাত্রাকালে জগন্নাথের রথতলে আমি এ জীবন পরিত্যাগ করিব।" নীলাচলে সনাতন হরিদাসের আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাসের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সনাতনের চিত্ত গৌরের দর্শন-লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত। ভক্তবৎসল অচিরেই ভক্তগণ সহ হরিদাসের আবাসে উপস্থিত হইয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। প্রভুকে দেখিতে পাইয়া সনাতন ও হরিদাস সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। গৌর সনাতনকে প্রথমে দেখিতে পান নাই, তিনি প্রথমে হরিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন হরিদাস কহিলেন "প্রভু, সনাতন তোমায় প্রণাম করিতেছে।" সনাতনের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র গৌরের প্রেম উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। বাহু প্রসারিত

করিয়া তিনি সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন সনাতন পশ্চাতে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "প্রভু, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় স্পর্শ করিও না। আমি একে নীচ জাতি, তাহাতে আমার সমস্ত গাত্র কণ্ডুরসে লিপ্ত।" গৌর তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া সবলে তাঁহাকে ধারণকরতঃ প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। সনাতনের কণ্ডু-ক্লেদে তাঁহার শরীর লিপ্ত হইল, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া একে একে সমস্ত ভক্তের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিলেন। সকলের চরণ বন্দনা করিয়া সনাতন হরিদাসের পিড়ার নিম্নে উপবেশন করিলেন। গৌর ভক্তগণ সহ পিড়ার উপর উপবেশন করিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির সংবাদে প্রভু দুঃখিত হইয়া তাহার ভক্তির অশেষ সুখ্যাতি করিলেন। অনুপম রঘুনাথের উপাসক ছিলেন। রূপ ও সনাতন তাঁহাকে কৃষ্ণ-মন্ত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের আগ্রহাতিশয্যে অনুপম প্রথমে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের সেবা ত্যাগ করিবার কল্পনা যখনই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তখনই এক কি দারুণ যন্ত্রণায় তাঁহার মন কাতর হইয়া উঠিতে লাগিল। যখন রঘুনাথের চিন্তা কিছুতেই মন হইতে বিদূরিত করিতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত মিনতির সহিত তিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিলেন, "আমি রঘুনাথের চরণে মস্তক বিক্রয় করিয়াছি, আর তাহা ফিরাইয়া লইতে পারিব না। সে চিন্তামাত্রেই আমার মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হয়। তোমরা অনুমতি দাও, জন্মজন্মাবধি আমি রঘুনাথের চরণসেবা করিব।" সনাতন এই কাহিনী বর্ণনা করিলেন, গৌর ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

হরিদাসের গৃহেই সনাতনের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। গৌর ভৃত্য গোবিন্দ দ্বারা তাঁহাকে প্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন; এবং প্রত্যহ স্বয়ং হরি-

দাসের আবাসে আসিয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণ-কথালাপে অনেক সময় কাটাইতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে গৌর কহিলেন, "সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণলাভ হয় না। দেহ ত্যাগ করিলেই যদি কৃষ্ণ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে কোটী দেহ থাকিলেও, তাহা ত্যাগ করা বিশেষ কঠিন কার্য্য হইত না। ভক্তি ও ভজন ব্যতিরিক্ত কৃষ্ণপ্রাপ্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই। দেহত্যাগ তমোধর্ম্ম। রজঃ ও তমঃ অবলম্বনে কৃষ্ণের মর্ম্ম বোধগম্য হয় না।" শুনিয়া সনাতন বুঝিলেন তাঁহারই আত্মহত্যার সংকল্প লক্ষ্য করিয়া প্রভু এই কথা বলিতেছেন। তিনি প্রভুর চরণমূলে পতিত হইয়া কহিলেন, "হে সর্ব্বজ্ঞ, হে দয়াময় ঈশ্বর, তুমি আমাকে যেরূপ নাচাইতেছ, যন্ত্রের মতো আমি তেমনি নাচিতেছি। কিন্তু আমার মত নীচ ও পামরকে জীবিত রাখিয়া তোমার কি লাভ হইবে, প্রভু?" গৌর কহিলেন, "সনাতন, তুমি আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ, তোমার দেহ এখন আমার। পরের দ্রব্য নষ্ট করিবার অধিকার তোমার নাই। তোমার শরীরে আমার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এখনও ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব সম্যক্ নিরূপিত হয় নাই। বৈষ্ণবের আচারপদ্ধতি এখনও সম্যক্ বিধিবদ্ধ হয় নাই, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণসেবা এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। লুপ্ত তীর্থরাজির এখনও উদ্ধার হয় নাই; বৈরাগ্য-শিক্ষা এখনও প্রচারিত হয় নাই। তুমি দেহত্যাগ করিলে মথুরা ও বৃন্দাবনে বসতি করিয়া এ সমস্ত কার্য্য কে করিবে? যে দেহ দ্বারা এতগুলি মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে, সে দেহ তুমি ত্যাগ করিতে চাও?" অনন্তর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হরিদাস, সনাতন পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহেন, তুমি নিষেধ করিও।"

সনাতন দেহত্যাগের সংকল্প ত্যাগ করিলেন। হরিদাস ও প্রভুর সহিত কৃষ্ণকথালাপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রাকালে আসিয়া চারি মাস নীলাচলে অবস্থান করিয়া দেশে ফিরিয়া

গেলেন। সনাতন স্বীয় চরিত্রমাধুর্য্যে নীলাচলে সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। জগন্নাথের দোলযাত্রা দেখিয়া সনাতন আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। পরবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠমাসে যমেশ্বরটোটায় অবস্থানকালে একদিন মধ্যাহ্নকালে গৌর সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সনাতন প্রভুর আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র পরমাহ্লাদিত মনে সমুদ্রতীরস্থিত বালুকাপথে যমেশ্বরটোটা গমন করিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। তপ্তবালুকা-সংস্পর্শে পদদ্বয় দগ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু বিপুল আনন্দে মন ভরপুর থাকায় সনাতন তাহা জানিতে পারিলেন না। সনাতন উপস্থিত হইলে গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সনাতন, কোন পথে আসিয়াছ?" সনাতন কহিলেন "সমুদ্রপথে।" গৌর কহিলেন, "সিংহ-দ্বারের শীতল উদ্যান-পথ ত্যাগ করিয়া তুমি উত্তপ্ত বালুকাপথে আসিলে কেন? পায়ে যে ফোস্কা পড়িয়াছে।" তখন সনাতন কহিলেন, "আমার কষ্ট বেশী হয় নাই। পায়ে ব্রণ হইয়াছে—কই আমিতো তাহা জানিতে পারি নাই। আমি নীচ জাতি, ঠাকুরের সিংহদ্বারে যাইবার আমার অধিকার নাই। বিশেষতঃ, সিংহদ্বারে ঠাকুরের সেবকগণ অনবরত যাতায়াত করে, তাহাদের সহিত গাত্রসংস্পর্শ হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইত।" সনাতনের বিনীত বচনে পরম তুষ্ট হইয়া গৌর কহিলেন, "সনাতন, তোমার মত ভক্তের স্পর্শে মানব তো দূরের কথা, মুনি ও দেবতাগণও পবিত্র হইয়া যান। তথাপি তুমি মর্য্যাদা লঙ্ঘন কর নাই, ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

তথাপি ভক্ত স্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥

মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন্।
তুমি না ঐছে করিলে করে কোন্ জন ॥"

এই বলিয়া গৌর সনাতনের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার কণ্ডুরসাচ্ছন্ন শরীর আলিঙ্গন করিলেন ; গৌরের গাত্রে স্বীয় কণ্ডুরস লাগিতে দেখিয়া সনাতন মনস্তাপ প্রাপ্ত হইলেন। গৌর তাঁহার নিষেধ গ্রাহ্য করিতেন না, মাঝে মাঝে প্রায়ই তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতেন। ইহাতে সনাতন আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া মনঃপীড়া ভোগ করিতে লাগিলেন। একদিন মনোদুঃখে তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতকে কহিলেন, "নীলাচলে আসিলাম প্রভুকে দর্শন করিয়া মনের দুঃখ দূর করিতে ; কিন্তু এখানে আসা অবধি মনস্তাপেই দিন যাইতেছে। আমার কণ্ডুরস দ্বারা আমি প্রভুর শরীর কলঙ্কিত করিতেছি, এ অপরাধ হইতে আমার নিস্তার নাই ; আমার কিসে হিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" জগদানন্দ কহিলেন, "বৃন্দাবনই তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান। রথযাত্রা দেখিয়াই তুমি তথায় গিয়া বাস কর।" সনাতন কহিলেন, "সেই ভাল কথা। সেইখানেই আমি যাই। সেই আমার প্রভুদত্ত দেশ।" ইহার কতিপয় দিবসান্তে হরিদাসের আবাসে সনাতন দূর হইতে গৌরকে প্রণাম করিলেন। গৌর বারংবার ডাকিলেও নিকটে গমন করিলেন না। অগত্যা গৌর সনাতনের অভিমুখে গমন করিলেন। সনাতন পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিলেন। গৌর তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "তুমি তো আমার এই পূতিগন্ধময় শরীর আলিঙ্গন কর। কিন্তু এই অপরাধে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। এখানে থাকিলে আমার কল্যাণ হইবে না। জগদানন্দ পণ্ডিতকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বৃন্দাবন যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তুমি অনুমতি দাও, আমি প্রস্থান করি।" এই

কথা শুনিয়া গৌর বিশেষ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "কি অধিকার আছে জগদানন্দের তোমাকে উপদেশ দিবার? কালিকার জগদানন্দ কি এত বড় পণ্ডিত হইয়াছেন যে, আমার প্রাণাধিক, আমার উপদেষ্টা সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দিতে অগ্রসর হন? মূর্খ জগদানন্দ নিজের মূল্য অবগত নহে।" তখন সনাতন গৌরের চরণ ধরিয়া কহিলেন, "জগদানন্দ কি সৌভাগ্যবান্! তুমি তাহাকে আপনার জন বলিয়া মনে কর, তাই তাহাকে তিরস্কার করিতেছ; আর আমার ভাগ্যে কেবল গৌরব ও স্তুতি—

জগদানন্দে পিয়াও আত্মতা সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি নিম্ব নশিন্দারস॥

হায়, আজিও আমার প্রতি তোমার আত্মীয়জ্ঞান হইল না—আমার দুর্ভাগ্য!" সনাতনের আক্ষেপে গৌর লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "জগদানন্দ কখনও তোমা অপেক্ষা আমার প্রিয় নহে। মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমার একান্তই অসহ্য।

কাঁহা তুমি প্রাণাধিক শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
কাঁহা জগা কালিকার বটুক নবীন।

তোমাকে উপদেশ করিতে গিয়াছিল বলিয়াই জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে যে বহিরঙ্গজ্ঞানে স্তুতি করিয়াছি, তাহা মনে করিও না। সন্ন্যাসী আমি; চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়ই আমার নিকট তুল্য। তোমার নিকট বীভৎস মনে হইতে পারে; কিন্তু আমার নিকট উভয়ই সমান বোধ হয়। এ বৎসর তুমি আমার সহিত বাস কর। তারপরে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিব।" এই বলিয়া গৌর পুনরায় সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন চক্ষুর নিমেষে সনাতনের

চর্ম্মরোগ প্রশমিত হইয়া গেল। সুবর্ণের মত তাঁহার দিব্য অঙ্গ দীপ্তি পাইতে লাগিল। সকলে চমৎকৃত হইয়া গেলেন।

এক বৎসর প্রভুর সহবাসে অতিবাহিত করিয়া সনাতন বৃন্দাবন-যাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। যে পথে গৌর বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, সনাতনও সেই পথ ধরিয়া চলিলেন। প্রভুর চরণরেণু-পূত পথে মনের আনন্দে হরিনাম করিতে করিতে সনাতন বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুদিন পর রূপও তথায় আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। উভয় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া নানা শাস্ত্রসহযোগে লুপ্ততীর্থ সকলের উদ্ধার করিলেন, এবং বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলেন। সনাতন "ভাগবতামৃত", "সিদ্ধান্তসার", "হরিভক্তি-বিলাস" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করিলেন। রূপ "উজ্জ্বল নীলমণি", "রসামৃত-সিন্ধুসার", "দান কেলিকৌমুদী" প্রভৃতি নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। কালে বল্লভের পুত্র জীবগোস্বামী সর্ব্বত্যাগী হইয়া বৃন্দাবনে আগমন করিলেন, এবং "ভাগবতসন্দর্ভ", "ষটসন্দর্ভ" প্রভৃতি রচনা করিয়া ভক্তিধর্ম্ম দিগ্‌দিগন্তে প্রচার করিলেন।

১৫

এক

নকুল ব্রহ্মচারী

গৌড়ে নকুল ব্রহ্মচারী নামক এক সন্ন্যাসী আবির্ভূত হইলেন। তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া গৌরেরই মত কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও বা উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতেন। সাত্বিক লক্ষণ সকলই তাঁহার শরীরে আবির্ভূত হইত। গৌরেরই মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ, গৌরেরই মত সদা প্রেমাবিষ্ট সেই ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া লোকে মনে করিতে লাগিল, ভগবান গৌরচন্দ্র তাঁহার দেহে আবির্ভূত হইয়াছেন। দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটিল, এবং তাঁহার দর্শনে প্রেমলাভ করিয়া আসিতে লাগিল। শিবানন্দ সেন ব্রহ্মচারীর অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন। সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে শিবানন্দ প্রথমেই তাঁহার সমীপে গমন না করিয়া দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "আমি গৌরের দাসানুদাস। যদি সত্যই প্রভু এই সন্ন্যাসীর দেহে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে ডাকিয়া লইবেন। যদি সন্ন্যাসী আমাকে ডাকিয়া লইয়া আমার ইষ্টমন্ত্র আমাকে বলেন, তবেই জানিব, সত্যই ইহাতে চৈতন্যের আবেশ হইয়াছে।" অগণিত নরনারী সন্ন্যাসীর আশ্রমসমীপে সমাগত। ব্রহ্মচারী তাঁহাদের সমক্ষে বলিলেন, "শিবানন্দ নামক এক ব্যক্তি দূরে অবস্থান করিতেছেন, তোমাদের কেহ যাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আন।" চারিদিকে লোক ছুটিল, এবং "শিবানন্দ নামে কে আছ, তোমাকে ব্রহ্মচারী ডাকিতেছেন" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট গমন করিলেন। তিনি উপস্থিত

হইলে ব্রহ্মচারী কহিলেন, "শিবানন্দ সন্দেহ করিয়াছ? তবে শোন—তোমার চারি অক্ষরাত্মক গৌরগোপাল-মন্ত্র। এখন অবিশ্বাস ত্যাগ কর।" শিবানন্দ কৃতার্থ হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

দুই
প্রদ্যুম্ন মিশ্র

শ্রীকান্ত সেন নামে শিবানন্দের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বড়ই অনুগ্রহ করিতেন। শ্রীকান্ত প্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া একাকী নীলাচলে চলিয়া যান। গৌর পরম সমাদরে তাঁহাকে নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন। দুই মাস অতীত হইলে গৌর শ্রীকান্তকে গৌড়ে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিয়া কহিলেন, "ভক্তগণকে বলিও এবার তাঁহাদিগকে নীলাচলে আসিতে হইবে না। আমি নিজে গৌড়ে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিব। শিবানন্দকে বলিও, এই পৌষমাসে একদিন আমি আচম্বিতে তাহার গৃহে উপস্থিত হইব। জগদানন্দকে বলিও, আমি তাহার গৃহেও ভোজন করিব।" শ্রীকান্ত গৌড়ে প্রত্যাগত হইয়া ভক্তগণকে এই সংবাদ প্রদান করিলে সকলেই উৎফুল্ল হইলেন; অদ্বৈতাচার্য্য, শিবানন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ উৎকণ্ঠিতান্তঃকরণে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পৌষ মাস সমাগত হইল—শিবানন্দ ও জগদানন্দ প্রত্যহ প্রভুর জন্য ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গৌর আসিলেন না। উভয়ে মহা দুঃখিত হইলেন। এমন সময় প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (নৃসিংহানন্দ) একদিন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রদ্যুম্ন গৌরের পরম ভক্ত। তিনি গৃহস্থ ছিলেন। গৌর যখন বঙ্গদেশ হইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা

করিয়াছিলেন, তখন প্রভুর পথক্লেশ দূরীকরণোদ্দেশে তিনি প্রভুর সমস্ত পথ বাঁধাইয়া দিয়া তাহার দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ ও জলাশয় খনন করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্ন নৃসিংহের উপাসক ছিলেন বলিয়া গৌর আদর করিয়া তাঁহাকে 'নৃসিংহানন্দ' বলিয়া ডাকিতেন। প্রদ্যুম্ন শিবানন্দের গৃহে উপস্থিত হইলে শিবানন্দ তাহাকে আশা-ভঙ্গের কাহিনী বিবৃত করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমরা নিশ্চিন্ত হও। আজ হইতে তৃতীয় দিনে আমি প্রভুকে তোমার গৃহে নিশ্চয় আনয়ন করিব।" বলিয়া ব্রহ্মচারী ধ্যানে বসিলেন। দ্বিতীয় দিন শিবানন্দকে কহিলেন, "প্রভু পানিহাটি আসিয়াছেন; আগামীকল্য মধ্যাহ্নে তিনি তোমার গৃহে উপস্থিত হইবেন। তুমি ভোজনের সামগ্রী আনয়ন কর, আমি তাঁহার জন্য রন্ধন করিব।" ব্রহ্মচারী যাহা যাহা চাহিলেন, শিবানন্দ সকলই আনিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মচারী পাক করিতে বসিলেন। পাক সমাপনান্তে জগন্নাথ দেব, শ্রীচৈতন্য ও স্বীয় ইষ্টদেব নৃসিংহের জন্য পৃথক পৃথক ভোগ প্রস্তুত করিলেন। তিন জনকে ভোগ নিবেদন করিয়া ব্রহ্মচারী ধ্যানে বসিলেন। তখন তিনি ধ্যান-নেত্রে দেখিতে পাইলেন, শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইয়া তিন জনের ভোগই ভোজন করিয়া ফেলিলেন। আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন "কি কর, কি কর" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। "জগন্নাথ ও তুমি এক বটে, সুতরাং জগন্নাথের ভোগ তুমি খাইতে পার, কিন্তু নৃসিংহদেবের ভোগ খাইতেছ কিরূপে?" ভোজন সমাপনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মচারীর রোদন শুনিয়া শিবানন্দ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রদ্যুম্নের নিকট গৌরের আবির্ভাববৃত্তান্ত শুনিয়া শিবানন্দের সম্যক্ প্রত্যয় হইল না; সন্দেহ হইল, প্রেমোন্মত্ত সন্ন্যাসী হয় তো প্রলাপ বকিতেছে।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে শিবানন্দ প্রভুকে দর্শন করিবার অভিলাষে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে গৌর বলিয়াছিলেন, "গত বৎসর পৌষ মাসে নৃসিংহ আমাকে যেরূপ ভোজন করাইয়াছিলেন, সেরূপ ভোজন আমি কোথাও করি নাই।" শুনিয়া শিবানন্দ স্বীয় অবিশ্বাসের জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন।

শিবানন্দের গৃহে আবির্ভূত হইয়া গৌর যেমন ভক্তদত্ত অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন, তেমনি প্রত্যহই শচীদেবীর গৃহে আবির্ভূত হইয়া জননীর স্নেহদত্ত অন্ন ভোজন করিতেন। প্রত্যহ শ্রীবাসাঙ্গনে আবির্ভূত হইয়া কীর্ত্তন দর্শন করিতেন। যাঁহারা বাস্তবিক প্রেমিক তাঁহারাই তখন তাঁহার দর্শন লাভ করিতেন।

ভগবান আচার্য্য নামক একজন পরম পণ্ডিত বৈষ্ণব পুরুষোত্তমে গৌরের নিকট বাস করিতেন। গৌর মাঝে মাঝে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন। ভগবানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপনে বারাণসীধামে বেদান্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলে আচার্য্য ভ্রাতাকে প্রভুর নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। কিন্তু গৌর তাঁহার দর্শনে সুখলাভ করিলেন না। আচার্য্যের মনে ইচ্ছা ছিল, প্রভুকে লইয়া একদিন ভ্রাতার বেদান্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবেন। স্বরূপের নিকট এই ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে স্বরূপ কহিলেন, "তোমার কি বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে যে, মায়াবাদ শুনিবার জন্য আগ্রহ জন্মিয়াছে?" আচার্য্য লজ্জায় মৌনী রহিলেন এবং অচিরেই ভ্রাতাকে দেশে প্রেরণ করিলেন।

তিন

কঠোর

ছোট হরিদাস গৌরের একজন কীর্ত্তনীয়া। তিনি গৌরের আবাসে অবস্থান করিতেন এবং সুমধুর কীর্ত্তন দ্বারা প্রভুর চিত্তবিনোদন করিতেন। গৌর তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। একদিন ভগবান আচার্য্য গৌরকে স্বীয় গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া ছোট হরিদাসকে কহিলেন, "হরিদাস, শিখি মাইতীর ভগিনী মাধবী দেবীর নিকট যাইয়া তুমি আমার নাম করিয়া এক মণ উৎকৃষ্ট চাউল লইয়া আইস।" মাধবী দেবী বৃদ্ধা ও পরম বৈষ্ণবী ছিলেন। হরিদাস প্রভুর জন্য চাউল সংগ্রহার্থ তথায় গমন করিলেন এবং চাউল আনিয়া আচার্য্যকে প্রদান করিলেন। যথাকালে আসিয়া গৌর ভোজনে বসিলেন। উৎকৃষ্ট চাউলের অন্ন দেখিয়া গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন চাউল কোথায় পাইলে?" আচার্য্য কহিলেন, "মাধবী দেবীর নিকট হইতে আনাইয়াছি।" গৌর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আনিতে গিয়াছিল?" আচার্য্য ছোট হরিদাসের নাম করিলেন। গৌর তখন আর কিছু বলিলেন না; কিন্তু ভোজনান্তে আবাসে প্রত্যাগত হইয়া গোবিন্দকে কহিলেন, "আজি হইতে ছোট হরিদাসকে আর এখানে আসিতে দিও না।" প্রভুর ক্রোধের কথা হরিদাসের কর্ণগোচর হইল। হরিদাস মনোদুঃখে তিন দিন উপবাসী রহিলেন। ভক্তগণ ক্রোধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, হরিদাস তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে?" গৌর কহিলেন, "যে বৈরাগী হইয়া প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, আমি তাহার মুখদর্শন করিতে পারি না।

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ
দারু প্রভৃতি হরে মুনিজনের মন।

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।"

এই কথা বলিয়া গৌর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে ভক্তগণ সকলে মিলিত হইয়া হরিদাসের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। গৌর রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তোমরা নিজ কার্য্যে মন দেও। পুনরায় আমাকে উহার সম্বন্ধে যদি তোমরা কিছু বল, তাহা হইলে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না।" ভক্তগণ দুঃখিত হইয়া উঠিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে সকলে পরমানন্দ পুরীর নিকট গমন করিয়া গৌরকে প্রসন্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। পুরী একাকী গৌরের নিকট গমন করিলেন। গৌর তাঁহাকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু হরিদাসের কথা উত্থাপনমাত্র কহিলেন, "আপনি সমস্ত বৈষ্ণব লইয়া এখানে অবস্থান করুন, আমি আলালনাথে চলিয়া যাই।" পুরী অনেক অনুনয় করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

হরিদাসের আশা-ভরসা নির্ম্মূল হইল। ভক্তগণের মনে মহাত্রাসের সঞ্চার হইল। সকলে প্রাণপণে স্ত্রীলোকের চিন্তা মন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একবৎসর যাবৎ কেবল দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিয়া হরিদাস পিপাসিত নয়ন কৃতার্থ করিলেন। কিন্তু কালে কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল। যাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন, এক বৎসর যাবৎ নিকটে থাকিয়াও হরিদাস তাহা হইতে আপনাকে লক্ষ যোজন দূরে বোধ করিতে লাগিলেন। যাঁহার প্রেম জীবনের সম্বল করিয়া হরিদাস সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এক বৎসর যাবৎ সে প্রেমে তিনি বঞ্চিত রহিলেন। পূজার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল, কিন্তু দেবতা তো তাঁহার প্রেমের আকাঙ্ক্ষী নহেন; তিনি প্রস্তরের মতই এক বৎসর যাবৎ নিশ্চল ও নির্ব্বিকার হইয়া রহিলেন। আকাঙ্ক্ষার তীব্র জ্বালা নিয়ত

হরিদাসকে পীড়িত করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া হরিদাস নীলাচল ত্যাগ করিলেন এবং প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে প্রভুপদপ্রাপ্তি সংকল্প করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। দেহ-বন্ধনবিমুক্ত হরিদাস দিব্যদেহে আরাধ্য দেবতার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন আর ক্রোধ নাই, নিষেধও নাই। ভক্তবৎসল তখন স্বীয় ভক্তকে কৃপা করিলেন। প্রিয়ভৃত্য অলক্ষিতে প্রভুর সন্নিধানে অবস্থান করিয়া রজনীযোগে প্রভুকে পূর্ব্বেরই মত কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিলেন। একদিন গৌর প্রকাশ্যে ভক্তগণকে কহিলেন, "হরিদাস কোথায়, তাহাকে ডাকিয়া আন।" ভক্তগণ কহিলেন, "তোমার বিরহে অধীর হইয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আমরা জানি না।" গৌর উত্তর করিলেন না।

একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ ও মুকুন্দ স্নানে গমন করিয়াছেন। দূর হইতে তরঙ্গ-কল্লোল ভেদ করিয়া হরিদাসের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহারা চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিন্তু সেই দূরাগত সঙ্গীত তাহাদিগের কর্ণে সুধাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে প্রয়াগাগত এক বৈষ্ণবের নিকট শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হরিদাসের আত্মবিসর্জ্জন-সংবাদ অবগত হইলেন। বৎসরান্তে নীলাচলে আসিয়া শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, হরিদাস কোথায়?" গৌর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "স্বকর্ম্মফলভাক্ পুমান্।"

চার

দামোদরের বাক্যদণ্ড

পুরুষোত্তমে এক পরমসুন্দর ব্রাহ্মণকুমার প্রত্যহ গৌরের নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইত। গৌর তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করি-

তেন। ব্রাহ্মণকুমার এক পরম রূপবতী বিধবার সন্তান। তাহার প্রতি গৌরের অত্যাধিক স্নেহ লক্ষ্য করিয়া পাছে লোকে প্রভুর কলঙ্ক রটনা করে, এই ভাবিয়া দামোদর সেই ব্রাহ্মণকুমারকে দেখিলেই বিরক্ত হইতেন। তাহাকে আসিতে তিনি বারংবার নিষেধ করিতেন, কিন্তু বালক গৌরকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। গৌরের স্নেহও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদিন নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া দামোদর প্রভুকে কহিলেন, "অন্যকে উপদেশ দেবার বেলায় গোঁসাঞি মহাপণ্ডিত, কিন্তু নিজের বেলায় গোঁসাঞি কেমন, তাহা এবার বুঝিব।" গৌর ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে দামোদর কহিলেন, "তুমি স্বাধীন, কে তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে? কিন্তু মুখর জগতের মুখ তো আর বন্ধ করিতে পারিবে না। বিচার করিয়া দেখ দেখি, সুন্দরী বিধবার পুত্রকে এত স্নেহ করিলে লোকে কানাকানি করিবে কি না? সত্য বটে সে বিধবা সতী, সত্য বটে তিনি তপস্বিনী; কিন্তু তিনি যে সৌন্দর্য্যরূপ মহাদোষে দূষিত।" গৌর দামোদরের স্পষ্ট বাক্যে প্রীত হইলেন।

ইহার কিছুকাল পরে গৌর দামোদরকে কহিলেন, "দামোদর, তোমার মত বন্ধু আমার কেহ নাই। আমার ধর্মরক্ষার জন্য সেদিন নিরপেক্ষভাবে আমাকে যাহা বলিয়াছিলে, তাহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, এবং মনে ভাবিয়া দেখিয়াছি, তুমিই আমার মাতার উপযুক্ত রক্ষক। তুমি নবদ্বীপে যাও, এবং আমার মাতার নিকট গিয়া থাক। মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইও।" দামোদর সম্মত হইলেন। তখন মাতাকে বলিবার জন্য অনেক স্নেহপূর্ণ কথা তিনি দামোদরকে বলিয়া দিলেন। গৌর কহিলেন, "মাতার চরণে আমার কোটী কোটী নমস্কার জানাইয়া তাঁহাকে বলিও, তাঁহার সেবা করিবার জন্যই আমি তোমাকে পাঠাইতেছি। আরও বলিও, তাঁহার আহ্বানে আমি

কত বার গৃহে যাইয়া তাঁহার প্রস্তুত মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া আসিয়াছি। এই মাঘ-সংক্রান্তিতে শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া যখন আমাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল, তখনও আমি গিয়া সকল খাইয়া আসিয়াছিলাম। তিনি স্বপ্নে আমার ভোজনবৃত্তান্ত সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু জাগ্রদবস্থায় ভ্রান্তিবশে ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার আজ্ঞাতেই আমি নীলাচলে বাস করিতেছি; তাঁহার আকর্ষণে আমি বারবার যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছি। স্থূল শরীরে দূরে থাকিলেও, সূক্ষ্ম শরীরে আমি নিয়তই তাঁহার নিকটে আছি।" মাতার জন্য মহাপ্রসাদ দিয়া গৌর দামোদরকে বিদায় দিলেন। দামোদর আসিয়া শচীমাতার সেবা করিতে লাগিলেন।

পাঁচ

রামানন্দের মাহাত্ম্য

একদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র গৌরকে কহিলেন, "প্রভু, আমি অধম সংসারী হইয়াও তোমার চরণ লাভ করিয়াছি, এখন দয়া করিয়া যদি আমাকে কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান কর, তবে কৃতার্থ হই।" তখন গৌর রামানন্দের গুণ জগতে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন, "কৃষ্ণ-কথা শুনিবার জন্য যদি তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে রামানন্দ রায়ের নিকট যাও।" গৃহস্থ হইয়াও রামানন্দ রিপুদমন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিলেন—গৃহস্থ হইয়াও তিনি সন্ন্যাসী অপেক্ষা সংসারে অধিক নির্লিপ্ত ছিলেন। তাই গৌর প্রদ্যুম্নকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। এই কার্য্যে গৌরের আরও একটী উদ্দেশ্য ছিল। সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণের গর্ব্বনাশ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি শূদ্র দ্বারা ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা

করিয়াছিলেন ; হরিদাস দ্বারা নামমাহাত্ম্য, সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত এবং রূপ দ্বারা রাসপ্রেমলীলা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই একই উদ্দেশ্যে আজ তিনি প্রদ্যুম্নকে রামানন্দ রায়ের নিকট পাঠাইলেন। প্রদ্যুম্ন রামানন্দ রায়ের গৃহে গমন করিয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার দর্শন পাইলেন না। ভৃত্যের নিকট শুনিলেন, তিনি দুইটী পরমাসুন্দরী নৃত্যগীতনিপুণা কিশোরীকে নিভৃত উদ্যানে স্বরচিত নাটকের অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। শুনিয়া রামানন্দের উপর মিশ্রের অভক্তির উদ্রেক হইল। বহুক্ষণ পরে রামানন্দ আসিলেন, এবং বিলম্বের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মিশ্র বিরক্তি গোপন করিয়া কহিলেন, "এই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম।" তিনি প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন না। রামানন্দ-গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মিশ্র প্রভুসমীপে গমন করিলেন এবং স্বীয় সংশয়ের কথা তাঁহাকে অবগত করিলেন। শুনিয়া গৌর কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসী ; সংসার-বিরক্ত বলিয়া আমার অভিমান আছে ; কিন্তু দর্শন দূরের কথা, যুবতীর নাম শুনিলেও আমার শরীরে ও মনে বিকার উপস্থিত হয়। কিন্তু রামানন্দ তরুণীর স্পর্শেও নির্ব্বিকার, তিনি স্বহস্তে সুন্দরী দেবদাসীর সেবা করেন ; স্বহস্তে তাহাদিগকে স্নান করাইয়া ভূষণ পরাইয়া দেন, তবু তিনি নির্ব্বিকার। কোথায় কেমন করিয়া নাচিতে হইবে, কোথায় সাত্ত্বিকী, কোথায় সঞ্চারী ও কোথায় স্থায়ী ভাবের অভিনয় করিতে হইবে, নিজে নাচিয়া ও অভিনয় করিয়া তাহা তিনি যুবতীদিগকে শিক্ষা দেন ; কিন্তু তাঁহার মন পাষাণের মত নির্ব্বিকার। তাঁহার দেহ প্রাকৃত নহে ; তাঁহার ভজন রাগানুগ-মার্গানুসারী। তোমার যদি কৃষ্ণ-কথা শুনিতে বাস্তবিকই আগ্রহ হইয়া থাকে, সন্দেহ না করিয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাও ; তাঁহাকে বলিও, আমিই তোমাকে পাঠাইয়াছি।"

মিশ্র পুনরায় রামানন্দ-ভবনে গমন করিয়া প্রভুর আদেশ ব্যক্ত করিলেন্। তখন রামানন্দ কৃষ্ণ-কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিন প্রহর গত হইল, বক্তা ও শ্রোতা কাহারও বিরক্তি নাই, দিবা অবসান প্রায় হইয়া আসিল, উভয়েই কৃষ্ণরসে আত্মবিস্মৃত। একজন ভৃত্য আসিয়া সন্ধ্যা-সমাগমের সংবাদ দিয়া গেল, তখন বাহ্যজ্ঞান হইল। মিশ্র কৃতার্থ হইয়া গৃহে গমন করিলেন। সন্ধ্যাকালে প্রভু-সমীপে গমন করিয়া মিশ্র কহিলেন, "প্রভু তোমার সেবক কৃতার্থ হইয়া আসিয়াছে। রামানন্দ মানুষ নহেন; তিনি কৃষ্ণভক্তিরসে গঠিত। তিনি আমাকে কহিলেন, 'আমাকে কৃষ্ণ-কথার বক্তা বলিয়া জ্ঞান করিও না। গৌরচন্দ্রই আমার মুখে কথা কহিতেছেন।" গৌর কহিলেন, "রামানন্দ অনন্ত বিনয়ের আধার; তাই স্বকীয় ক্ষমতা আমাতে আরোপ করিয়াছেন। প্রভু

সন্ন্যাসী-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায় করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্রসহ হয় শ্রোতা।
হরিদাস দ্বারা নামমাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিলাস।"

অন্ত্য পর্ব্ব

১

এক

নীলাচলে ভক্তসঙ্গে

গৌর নীলাচলে প্রত্যাগত হইলে গৌড়ীয় ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে রূপও বৃন্দাবন হইতে দেশে গমন করিয়া তথা হইতে নীলাচলে আসিলেন। ভক্তগণের সহবাসে গৌরের দিন অতি সুখে কাটিতে লাগিল। রূপ বৃন্দাবনে থাকিতেই একখানা নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নীলাচলের পথে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা স্বতন্ত্র লিখিবার জন্য স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি "বিদগ্ধ-মাধব" ও "ললিত-মাধব" নামে দুইখানা নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই নাটকদ্বয়ে গৌরের ভাব এমন সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল যে, গ্রন্থ-রচনাকালেই তাহা শুনিয়া গৌর পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ চারি মাস নীলাচলে অবস্থান করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে গৌর রূপকে বৃন্দাবনে ফিরিয়া গিয়া তথায় লুপ্ততীর্থ সকলের উদ্ধার ও কৃষ্ণসেবা ও রসভক্তি প্রচার করিতে আদেশ করিলেন, এবং কহিলেন, তিনি নিজেও আর একবার বৃন্দাবন দেখিতে যাইবেন। রূপ নীলাচল হইতে গৌড়ে ফিরিয়া গেলেন, এবং তথা হইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। গৌরের আর বৃন্দাবন যাওয়া ঘটে নাই। রূপও আর প্রভুর দর্শন পান নাই।

দুই

স্বরূপের রঘুনাথ

শান্তিপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া রঘুনাথ পিতামাতার সহিত বাস করিতেছিলেন। ভিতরে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলিতেছিল, কিন্তু বাহিরে বিষয়কর্ম্ম করিতেছিলেন। গৌর বলিয়াছিলেন, "বৃন্দাবন হইতে আমি যখন নীলাচলে ফিরিয়া আসিব, তখন তুমি আমার নিকট আসিও।" গৌরের নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ অস্থির হইলেন, এবং কয়েক বার গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াও গেলেন। কিন্তু প্রত্যেক বারেই পিতা লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনাইলেন। একদিন রঘুনাথ পানিহাটি গিয়া নিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় সশিষ্য নিত্যানন্দকে নানা উপাদানে ভোজন করাইয়া তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হইলেন। অবশেষে এক দিন সকল বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ লইয়া তিনি পলাইয়া নীলাচলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার তাঁহার পিতার লোকে তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। গৌর রঘুনাথকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং স্বরূপকে ডাকিয়া কহিলেন, "রঘুনাথকে আমি তোমায় দান করিলাম, তুমি পুত্র ও ভৃত্য-রূপে তাহাকে অঙ্গীকার কর। আমার ভক্তগণের মধ্যে তিনজন রঘুনাথ আছেন। আজি হইতে ইঁহার নাম হইল স্বরূপের রঘু।" রঘুনাথ প্রথমে কয়েক দিন প্রভুর অবশেষান্ন খাইয়া থাকিলেন। পরে তাহাও ত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভক্তের ন্যায় সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে জগন্নাথের সিংহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। জগন্নাথের সেবকগণ দয়া করিয়া তথায় তাঁহাকে যে অন্ন দিতেন, তাহা খাইয়া প্রাণধারণ করিতেন। গৌর এই সংবাদ শুনিয়া প্রীত হইলেন। রঘুনাথ গৌরের সম্মুখে কথা কহিতেন না। এক দিন স্বরূপের দ্বারা জিজ্ঞাসা করাইলেন,

"আমাকে কি জন্য গৃহত্যাগ করাইয়া আনিলে, জানি না। এখন আমার কর্ত্তব্য উপদেশ কর।" প্রশ্ন শুনিয়া গৌর হাসিয়া কহিলেন, "স্বরূপকে তো তোমার উপদেষ্টা করিয়া দিয়াছি। ইহার নিকট সাধ্য-সাধন তত্ত্ব শ্রবণ কর। কখনও গ্রাম্য কথা ও গ্রাম্য বার্ত্তা কহিও না। ভাল না খাইয়া, ভাল না পরিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম লইবে।"

রঘুনাথের সিংহদ্বারে ভিক্ষা করার সংবাদ শুনিয়া তাঁহার পিতা গোবর্দ্ধন মহাদুঃখিত হইলেন এবং একটি ভৃত্য এবং একটি ব্রাহ্মণসহ চারিশত টাকা রঘুনাথের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। রঘুনাথ তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু তাহারাও নীলাচল ছাড়িয়া গেল না। তখন রঘুনাথ সেই টাকা লইয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। দুই বৎসর যাবত এইরূপ নিমন্ত্রণ করিয়া রঘুনাথ বিষয়ীর টাকায় প্রভুকে ভোজন করান উচিত নহে মনে করিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিলেন। তারপরে রঘুনাথ সিংহদ্বারে ভিক্ষা ত্যাগ করিয়া ছত্রে গিয়া অন্ন মাগিয়া খাইতে লাগিলেন। শুনিয়া গৌর কহিলেন, "ভালই হইল, সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচারতুল্য, কেন না তথায় ভিক্ষাকালে মনে হয়, এই ইনি বুঝি ভিক্ষা দিবেন; না, ইনি দিলেন না, আর একজন দিবেন।" গৌর সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথকে গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা দান করিলেন। রঘুনাথ একান্ত ভক্তির সহিত গোবর্দ্ধনশিলার সেবা করিতে লাগিলেন। পরে রঘুনাথ ছত্রান্নভোজন ত্যাগ করিয়া সিংহদ্বারস্থিত গাভীদিগকে প্রদত্ত পচা ভাত আনিয়া জলে ধুইয়া তাহার মধ্য হইতে দুই-একটি করিয়া ভাল ভাত বাছিয়া লইয়া তাহাই ভোজন করিতে লাগিলেন। গৌর এই সংবাদ জানিতে পারিয়া একদিন আসিয়া রঘুনাথের ভাত হইতে একগ্রাস ভাত লইয়া খাইয়া ফেলিলেন, এবং কহিলেন, "প্রত্যহ কতরকম প্রসাদই তো খাইয়া থাকি, কিন্তু এমন

সুস্বাদু অন্ন তো কোনওদিন খাই নাই। "এইরূপে রঘুনাথ প্রভুর সহবাসে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনি স্ব-প্রণীত "চৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষ" নামক পুস্তকে তাঁহার প্রতি গৌরের অসীম করুণার কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

তিন

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য

তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য কাশী হইতে গৌরকে দেখিতে নীলাচলে আসিলেন। আট মাস পরে রঘুনাথকে বিদায় দিবার কালে তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া গৌর কহিলেন, "তুমি ফিরিয়া গিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা কর ও বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন কর, আর একবার নীলাচলে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইও।" বলিয়া তাঁহার গলে মালা দিয়া আলিঙ্গন করিলেন। রঘুনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। চারি বৎসর যাবৎ প্রভুর আদেশমত পিতামাতার সেবা করিতেন ও ভাগবত পড়িতেন। পিতামাতা কাশীপ্রাপ্ত হইলে তিনি আবার প্রভুর নিকট নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। এবারও তিনি আট মাস প্রভুর সহবাসে অতিবাহিত করিলেন। তারপরে গৌর তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। বিদায়কালে প্রভু তাহাকে চৌদ্দহাত লম্বা একগাছা তুলসীর মালা দান করিয়াছিলেন। রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভুর কৃপায় রঘুনাথ ভক্তির অতি উচ্চ অবস্থাসকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চার

কালিদাস

কালিদাস নামে এক পরম ভক্ত গৌড়দেশ হইতে গৌরকে দেখিতে নীলাচলে গিয়াছিলেন। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজন তাঁহার অতি প্রিয়

ছিল। যে জাতির বৈষ্ণবই হউক না কেন, কালিদাস সকলেরই উচ্ছিষ্ট খাইতেন। একবার ভুঁইমালী জাতীয় ঝড়ু ঠাকুর নামক এক বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইবার ইচ্ছায় কালিদাস কয়েকটি আম লইয়া তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ঝড়ু ঠাকুর উচ্ছিষ্ট দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় কালিদাস তাহার বাটীর নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং যেই ঝড়ু ঠাকুর আম চুষিয়া খাইয়া খোসা ও আঁটি ফেলিয়া দিলেন, অমনি গিয়া তাহা চুষিতে লাগিলেন। কালিদাস আসিলে গৌর তাহার খুব সমাদর করিলেন। গৌরের আদেশ ছিল যে, কেহ তাঁহার পদজল লইতে পারিবে না। কিন্তু একদিন তাহার পা ধুইবার সময় কালিদাস আসিয়া সেই জল ধরিয়া পান করিলেন। তাঁহাকে অঞ্জলি পান করিতে দিয়া গৌর তারপর কালিদাসকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

পাঁচ

আত্মগুপ্তি

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ একদিন গৌরগুণ গাহিয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়া গৌর রুষ্ট হইলেন, এবং ভক্তদের সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কৃষ্ণনাম ছাড়িয়া তোমরা আমার কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে? একি ঔদ্ধত্য? তোমরা মানুষের সর্ব্বনাশ না করিয়া নিরস্ত হইবে না।" ভক্তগণ মনে করিলেন, প্রভু ছলনা করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে অগণিত লোক "জয় মহাপ্রভু, জয় ব্রজেন্দ্রকুমার, জয় কৃষ্ণ চৈতন্য" বলিয়া উন্মত্ত হুঙ্কার দিয়া উঠিল। নীলাচলের গগন সেই রবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গৌর বিরক্ত হইয়া স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ভক্তগণ তখন উন্মত্ত, তাহারা গৌরের আবাস ঘিরিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। অনেকে অতি দীন ভাবে দর্শন যাচ্ঞা করিতে লাগিল।

"তুমি জগতের উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছ ; প্রভু, তাই শুনিয়া বহু দূর হইতে বড় আশা করিয়া তোমায় দেখিতে আসিয়াছি। একবার দেখা দিয়া কৃতার্থ কর," বলিয়া কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিল। সেই রোদন শুনিয়া গৌর করুণায় গলিয়া গেলেন, এবং বাহিরে আসিয়া ভক্তগণকে আবার দর্শন দিলেন। তখন সেই বিপুল জনতা ভেদ করিয়া মুহুর্মুহু হরিধ্বনি উত্থিত হইল, এবং সকলে যুক্তকরে প্রভুর স্তব করিতে করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস কহিলেন, "তুমি তো আপনাকে গুপ্ত রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়াছ ; কিন্তু বাহিরের লক্ষ লক্ষ লোককে তোমার নাম করিতে ‹ক শিখাইয়া দিয়াছে? এত লোকের মুখ কি তুমি হাত দিয়া বন্ধ করিতে পারিবে? মুক্ত গগনে উদিত হইয়া সূর্য্য আপনাকে কখনও লুকাইতে পারে?" গৌর কহিলেন, "শ্রীবাস, সকলে মিলিয়া আমায় আর কত লাঞ্ছনা করিবে?" বলিয়া আবার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

২

দর্পহারী

গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিয়া প্রতি-বৎসর কয়েক মাস তথায় বাস করিয়া যাইতেন। একবার তাঁহাদের নীলাচলে অবস্থানকালে বল্লভ ভট্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। বল্লভ ভট্টও বহু স্তব-স্তুতি করিয়া গৌরের প্রসন্নতা কামনা করিলেন। কিন্তু ভট্টের মনে অহঙ্কার ছিল। তাহা উপলব্ধি করিয়া গৌর কহিলেন, "আমাকে কি কৃষ্ণভক্ত বলিতেছ। আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি, তাহা অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট। তাঁহার কৃপায় ম্লেচ্ছেও কৃষ্ণভক্তি লাভ করে। প্রেমসাগর নিত্যানন্দ, ষড়্দর্শন-বেত্তা সার্ব্বভৌম, কৃষ্ণরস-পারাবার রামানন্দ রায়, মূর্ত্তিমান প্রেমরসস্বরূপ দামোদর, মহাভাগবত হরিদাস, আচার্য্যরত্ন পণ্ডিত গদাধর, জগদানন্দ দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি প্রভৃতি মহা মহা ভক্তদিগের সহবাসেই আমার যা কিছু কৃষ্ণভক্তি হইয়াছে।" ভট্টের বিশ্বাস ছিল তাঁহার মত ভাগবত ও পণ্ডিত কেহই নাই; এতগুলি ভক্তের নাম শুনিয়া তাঁহার অভিমান ব্যাহত হইল। তিনি সকলের সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন গৌর একে একে সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। একদিন তিনি সকল ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। তারপরে রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন, তাহা দেখিয়া ভট্ট চমৎকৃত হইয়া গেলেন।

আর একবার ভট্ট নীলাচলে আসিয়া গৌরকে কহিলেন, "আমি ভাগবতের কিছু টীকা রচনা করিয়াছি, আপনি শুনিলে কৃতার্থ হইব।" গৌর কহিলেন, "ভাগবতের অর্থ বুঝিতে আমিতো অধিকারী নহি। আমি কেবলমাত্র কৃষ্ণনামই করি; তাও রাত্রিদিন জপ করিয়া সংখ্যা আমার পূর্ণ হয় না।" ভট্ট কহিলেন, "আমি কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন।" গৌর কহিলেন, "সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে তমাল শ্যাম যশোদানন্দন বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছে, যদি কৃষ্ণনামের অন্য অর্থ থাকে, তাহাতে আমার অধিকার নাই।" সে দিন ভট্ট বিমনা হইয়া প্রস্থান করিলেন। তারপরে তিনি ভক্তগণের নিকট গিয়া নিজ ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু প্রভুর উপেক্ষার কথা জানিতে পারিয়া কেহই শুনিতে সম্মত হইলেন না। তখন নিরুপায় ভট্ট গদাধর পণ্ডিতের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার মত না লইয়াই ব্যাখ্যা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত নিরুপায় হইয়া শুনিয়া গেলেন।

একদিন গৌরের সভায় উপস্থিত হইয়া ভট্ট এক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জীব-প্রকৃতি কৃষ্ণকে পতিরূপে গণনা করে। পতিব্রতা নারী কখনও স্বামীর নাম লয় না। তোমরা কৃষ্ণনাম লও কোন হিসাবে?" ভক্ত কহিলেন, "সম্মুখে মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম রহিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন।" শুনিতে পাইয়া গৌর কহিলেন, "স্বামীর আজ্ঞা পালন করাই পতিব্রতার ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারেই অনবরত আমরা তাঁর নাম কীর্ত্তন করি।" আর একদিন ভট্ট আসিয়া কহিলেন, "শ্রীধর স্বামীর ভাষ্যে একবাক্যতা নাই, আমি তাহা মানিনা।" গৌর হাসিয়া কহিলেন, "স্বামীকে যে মানে না, সেতো বেশ্যা।" ভট্ট অপ্রতিভ হইয়া প্রস্থান করিলেন। গৃহে গিয়া তিনি গৌরের অবজ্ঞার কথা ভাবিতে

লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, "আমি পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে গিয়াছিলাম; উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছি।" পরদিন অনুতপ্ত চিত্তে তিনি গৌরের নিকট গিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে গৌরের অনুমতি লইয়া গদাধর পণ্ডিতের নিকট ভট্ট কিশোর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেম সত্যভামার প্রেমের মত বাম্য-স্বভাব ছিল; প্রভুর সহিত তাঁহার নিরন্তর প্রণয়-কলহ চলিত। গদাধর পণ্ডিতের প্রেম ছিল রুক্মিণীর প্রেমের মতো। গৌরের রোষাভাস দেখিতে পাইলেই তিনি ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। লোকে সেই জন্য গৌরকে "গদাধরের প্রাণনাথ" বলিত।

৩

বিপদ ভঞ্জন

রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক "মালজাঠা দণ্ডপাটের" ভারপ্রাপ্ত রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। হিসাব-নিকাশের সময় তাঁহার নিকট রাজার দুই লক্ষ কাহন কড়ি পাওনা হয়। নগদ টাকা না দিতে পারিয়া গোপীনাথ কয়েকটী ঘোড়া দিয়া দেনা শোধ করিতে চান। এক রাজপুত্র ঘোড়াগুলির অতিরিক্ত কম মূল্য স্থির করিলে গোপীনাথ রুষ্ট হইয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, "আমার ঘোড়াতো আর গ্রীবা উঁচু করিয়া ঊর্দ্ধে চাহিতে জানে না, তা তার দাম আর কম হইবে না কেন?" রাজপুত্রের অভ্যাস ছিল অনবরত গ্রীবা বাঁকাইয়া চারিদিকে চাহিতেন। শ্লেষ শুনিয়া রাজকুমার ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং রাজার নিকট গিয়া গোপী-

-নাথের সম্বন্ধে নানা রকম লাগাইয়া তাহাকে চাঙ্গে চড়াইবার হুকুম বাহির করিলেন।

গোপীনাথ পট্টনায়ককে আনিয়া চাঙ্গের উপর চড়ানো হইল। খড়্গের উপর ফেলিবার জন্য খড়্গ আনিয়া পাতা হইল।

গৌরের নিকট এই সংবাদ পৌছিলে গৌর কহিলেন, "রাজার প্রাপ্য দিবে না, তা রাজার দোষ কি?"

কিছুক্ষণ পরে একজন সংবাদ লইয়া আসিল রাজার অনুচরগণ গোপীনাথের পিতা বাণীনাথকে সপরিবারে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুকে কহিলেন, "রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী তোমার সেবক, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর।" গৌর রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তবে তোমাদের মত কি এই যে, আমি এখন রাজার নিকট গিয়া ভিক্ষা করি? আর পাঁচ গণ্ডা কড়ি যাহার মূল্য, তাহার অনুরোধেই বা রাজা দুই লক্ষ কাহন কড়ি ছাড়িয়া দিবে কেন?" এমন সময় একজন আসিয়া কহিল, "গোপীনাথকে খড়্গের উপর ফেলিবার জন্য তুলিতেছে।" ভয়ত্রস্ত হইয়া ভক্তগণ গোপীনাথকে রক্ষা করবার জন্য আবার প্রার্থনা করিলেন। গৌর কহিলেন, "আমাদ্বারা কিছু হইবে'না, জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা কর।"

এ দিকে রাজামাত্য হরিচন্দন রাজার নিকট গমন করিয়া গোপী-নাথের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। রাজা তাহার প্রাণদণ্ডের আয়োজনের বিষয় জানিতেন না। তিনি হরিচন্দনকে পাঠাইয়া গোপীনাথের প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

ইহার পরে কাশীমিশ্র গৌরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে গৌর কহিলেন, "আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না, আলাল-নাথে গিয়া থাকিব। ভবানন্দের গোষ্ঠী রাজার ক্ষতি করিল। রাজা

যদি তাহাকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিলেম, অমনি চারিধার হইতে আমার নিকট লোক আসিল। আমি নির্জ্জনবাসী ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, আমি গৃহীর কষ্টের কথা শুনিয়া কেন কষ্ট পাই? আজি জগন্নাথ ভবানন্দ-পরিবারকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু কাল যদি আবার রাজপ্রাপ্য রাজাকে না দেয়, তখন কে রক্ষা করিবে?" কাশীমিশ্র কহিলেন, "কে তোমাকে বিষয়ের লোভে ভজনা করে? তোমার জন্য রামানন্দ রাজ-কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন, তোমার জন্য সনাতন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। গোপীনাথও তোমার নিকট বিষয় কামনা করেন না। তাহার ভৃত্যগণই তাহার অজ্ঞাতে তাহার বিপদবার্ত্তা তোমাকে জানাইয়াছে। তোমার আলালনাথে যাইবার প্রয়োজন নাই। আর কেহই তোমাকে বিষয়ীর কথা শোনাইবে না।"

কাশীমিশ্রের মুখে গৌরের আলালনাথে যাইবার সংকল্পের কথা শুনিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র দুঃখিত হইলেন। তিনি গোপীনাথকে ডাকিয়া মালজাঠা দণ্ডপাটের শাসনভার পুনরায় তাহাকে দিলেন, এবং নিজের প্রাপ্য সমস্ত টাকা ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "তোমার বেতন পূর্ব্বের দ্বিগুণ করিয়া দিলাম, আর আমার প্রাপ্যের ক্ষতি করিও না।"

ভবানন্দ রায় পাঁচ পুত্র লইয়া আসিয়া গৌরের চরণে প্রণত হইলেন। গোপীনাথ কহিলেন, "কোথায় চাঙ্গের উপর ভীষণ মৃত্যু, আর কোথায় রাজঋণ হইতে অব্যাহতি, স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও দ্বিগুণ বেতনলাভ। আমি চাঙ্গের উপর তোমারই চরণ ধ্যান করিয়াছিলাম। তাহারই এই ফল। কিন্তু একি ছলনা প্রভু? রামানন্দ ও বাণীনাথকে কৃপা করিলে তাহাদিগকে বিষয়-মুক্ত করিয়া ও ভক্তি দিয়া; আর আমাকে কৃপা করিলে বিষয়ে জড়াইয়া। আমাকেও ভক্তি দাও প্রভু।"

গৌর হাসিয়া কহিলেন, "পাঁচ ভাই সন্ন্যাসী হইলে কুটুম্ব ভরণ করিবে কে? যাও, রাজার ক্ষতি না করিয়া কার্য্য কর গিয়া। উপার্জ্জিত অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় করিও।" গোপীনাথ প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন।

৪
লোকশিক্ষা

ভক্ত-চূড়ামণি মাধবেন্দ্র পুরী অন্তিম শয্যায় শয়ান। শিষ্য ঈশ্বর পুরী পরম যত্নে গুরুদেবের সেবা করিতেছেন, স্বহস্তে মল-মূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া অনবরত কৃষ্ণনাম শোনাইতেছেন। মাধবেন্দ্র ইষ্টদেবের চরণ ধ্যান করিতে করিতে "হায় কৃষ্ণকৃপা পাইলাম না, মথুরা পাইলাম না," বলিয়া থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। এমন সময় দ্বিতীয় শিষ্য রামচন্দ্র পুরী তথায় আসিলেন। গুরুদেবের ক্রন্দন শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, "আপনি চিৎব্রহ্মস্বরূপ হইয়া কেন কাঁদিতেছেন; অন্তিমকালে পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ স্মরণ করুন।" রামচন্দ্রের প্রগলভতায় মাধবেন্দ্র রুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, "দূর হও পাপী, আমি কৃষ্ণের বিরহে কাঁদি-তেছি, আর তুমি মূর্খ আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিতে আসিলে! তোমার মুখ দেখিয়া মরিলে আমার অসদ্‌গতি হইবে।" কৃষ্ণনাম শুনিতে শুনিতে মাধবেন্দ্র প্রাণত্যাগ করিলেন।

সেই রামচন্দ্র পুরী নীলাচলে আসিয়া গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। ভক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল না, শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান লইয়াই তিনি থাকিতেন। নিন্দাতে তিনি পঞ্চমুখ ছিলেন, এবং সকলেরই ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে ভালবাসিতেন। গৌর ঈশ্বর পুরীর শিষ্য। ঈশ্বর পুরী ও রামচন্দ্র পুরী উভয়েই মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। সেই

সম্বন্ধে গৌর রামচন্দ্র পুরীকে গুরুর মত সম্মান করিতেন। একবার জগদা-নন্দ পণ্ডিত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। ভোজন শেষ হইলে রামচন্দ্র জগদানন্দকে প্রসাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং নিজেই তাহাকে পরিবেশন কবিতে লাগিলেন। বারবার অনুরোধ করিয়া জগদানন্দকে প্রচুব খাওয়াইয়া রামচন্দ্র কহিলেন, "শুনিয়াছিলাম চৈতন্যের শিষ্যগণ প্রচুব ভোজন করে; আজ স্বচক্ষে তাহা দেখিলাম। তাহাবা নিজেবাও বৈরাগী হইয়া অত্যধিক খায, আবার সন্ন্যাসী অতিথিকে অত্যধিক খাওয়াইয়া তাহাব ধর্ম্মনাশ কবে।"

রামচন্দ্র নীলাচলে থাকিয়া ভক্তদিগেব এবং গৌরেব স্থিতি, রীতি, শয়ন, প্রয়াণ সকল বিষয়েরই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদিন সকালে গৌরেব আবাসে উপস্থিত হইয়া তথায় কয়েকটি পিপীলিকা দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "গত নিশিতে নিশ্চযই এ গৃহে মিষ্টান্ন আসিয়াছিল, তাই পিপীলিকা বেড়াইতেছে; অহো, বিরক্ত সন্ন্যাসী-দিগের একি ইন্দ্রিয়-লালসা!" বলিয়া উঠিয়া গেলেন। গৌর তখনই গোবিন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজি হইতে পিণ্ডা ভোগের এক চৌঠা, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন, ইহার বেশী খাবার আমার অন্য আনিতে পারিবে না।"

গোবিন্দের নিকট এই কথা শুনিতে পাইয়া ভক্তগণ রামচন্দ্র পুরীকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। গৌর অর্দ্ধাশন করিতে লাগিলেন, গোবিন্দেবও অর্দ্ধাশন চলিল। ভক্তগণ ভোজন একরূপ ছাড়িয়া দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া বামচন্দ্র পুরী গৌরের নিকট আসিয়া কহিলেন, "শুনিলাম, তুমি অর্দ্ধাশন করিতেছ, তোমার শরীর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। এরূপ শুষ্ক বৈরাগ্য সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। যথাযোগ্য উদর পূরণ করিবে, কিন্তু বিষয়ে আসক্ত হইবে না, ইহাই সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য।" গৌর

উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কহিলেন, "আমি অজ্ঞ বালক, আমাকে শিক্ষা দিন।"

একদিন পরমানন্দ পুরী ও অন্যান্য ভক্তগণ অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া কহিলেন, "রামচন্দ্রের স্বভাবই পরনিন্দা। তাহার বচনে অর্দ্ধাশনে কষ্ট পাওয়া উচিত নহে।" গৌর কহিলেন, "তোমরা পুরীকে কেন দুষিতেছ? যতি হইয়া জিহ্বার লাম্পট্য দমন করাই উচিত; কেবল প্রাণরক্ষার উপযোগী আহারই যতির উপযুক্ত।" অনেক অনুনয়ের পরে গৌর দুই পণ কড়ির অন্ন গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু তাহা দুই তিন জনের সহিত ভাগ করিয়া খাইতেন। কিন্তু সার্ব্বভৌম আচার্য্য, গদাধর পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিলে, তাঁহাদের আগ্রহে তিনি যথোচিত ভোজন করিতেন।

কিছুদিন পরে রামচন্দ্র পুরী নীলাচল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন ভক্তগণ স্বচ্ছন্দে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন।

৫

বৈরাগ্য

জগদানন্দ বঙ্গদেশে গিয়া শিবানন্দ সেনের বাটীতে প্রভুর জন্য একমাত্রা চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করিলেন, এবং গাগরী ভরিয়া সেই তৈল নীলাচলে লইয়া আসিলেন। গোবিন্দকে তৈল দিয়া কহিলেন, "এই তৈল প্রভুর অঙ্গে মালিশ করিও। ইহাতে পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপ শান্ত হইবে।" গোবিন্দ সময়মত জগদানন্দের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে, গৌর কহিলেন, "একে ত সন্ন্যাসীর তৈলেই অধিকার নাই, তাহাতে সুগন্ধি তৈল। আমি তো তাহা মাখিতে পারিব না। তৈল জগন্নাথের দীপে

দিয়া জ্বালাও, জগদানন্দের পরিশ্রম সার্থক হউক।" জগদানন্দ গোবিন্দের নিকট এই কথা শুনিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। দিন দশ পরে গোবিন্দ আবার প্রভুকে কহিল, "এত কষ্ট করিয়া জগদানন্দ তৈল আনিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করুন।" গৌর শ্লেষ করিয়া কহিলেন, "তবে তৈল মালিশ করিবার জন্য একজন লোকও রাখিয়া দিতে জগদানন্দকে বল। এই সুখলাভের আশাতেই কি আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলাম ? আমার সর্ব্বনাশে তোমাদের তো বেশ আমোদ দেখিতে পাইতেছি।" পরদিন জগদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে গৌর কহিলেন, "গৌড় হইতে আমার জন্য তৈল আনিয়াছ; আমিতো সন্ন্যাসী, তৈলসেবন আমার নিষেধ, তৈল জগন্নাথের দীপে জ্বালাইবার জন্য দাও, তোমার শ্রম সফল হইবে।" জগদানন্দ কহিলেন, "কে তোমাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছে ? আমি কখনও গৌড় হইতে তৈল আনি নাই।" বলিয়াই ঘর হইতে তৈলকলস আনিয়া আঙ্গিনাতে ফেলিয়া দিলেন, কলস ভাঙ্গিয়া গেল। তার পরে জগদানন্দ নিজ গৃহে গিয়া উপবাস করিয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসে গৌর গিয়া কহিলেন, "আজি তোমার এথানে আমি ভোজন করিব, উঠিয়া রাঁধ।" তখন আর জগদানন্দ রাগ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সযত্নে রাঁধিয়া প্রভুকে ভোজন করাইলেন, এবং পরে তাঁহার অনুরোধে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

গৌর কলার বাসনার উপর শয়ন করিতেন, অন্য শয্যা গ্রহণ করিতেন না। সেই রূঢ় শয্যার সংস্পর্শে তাঁহার কোমল শরীরে ব্যথা লাগিত, দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখিত হইতেন। একবার জগদানন্দ সূক্ষ্মবস্ত্র গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহার মধ্যে শিমুলের তুলা দিয়া প্রভুর জন্য তোষক ও বালিশ প্রস্তুত করিলেন। শয়নকালে সেই তোষক ও

বালিশ দেখিয়াই গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন,"কে ইহা প্রস্তুত করাইয়াছে ?" তখন জগদানন্দের নাম শুনিয়া আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু সে বালিশে শয়ন করিলেন না। স্বরূপ সেখানে ছিলেন, তিনি কহিলেন, "এ বালিশে শয়ন না করিলে জগদানন্দ বড়ই দুঃখিত হইবে।" গৌর কহিলেন, "তবে আর খাট বাদ থাকে কেন, তাও আনিয়া দাও। জগদানন্দ কি আমাকে বিষয় ভোগ না করাইয়া ছাড়িবে না।" তখন স্বরূপ গোঁসাই আর উপায়ান্তর না দেখিয়া কলার পাতা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া চিরিয়া তাহা প্রভুর বহির্ব্বাসে পুরিলেন, এবং অনেক বলিয়া কহিয়া প্রভুকে তাহার উপর শয়ন করাইলেন।

৬

উন্মাদ

জগন্নাথের বেড়া কীর্ত্তন হইতেছে। গৌড়ীয় সাত সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতেছেন। নীলাচলবাসিগণ নির্নিমেষ নেত্রে সেই অলৌকিক নৃত্য দর্শন করিতেছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র রাণীর সহিত দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। অকস্মাৎ গৌর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। স্বরূপ "জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ" এই উড়িয়া পদ গাহিতে আরম্ভ করিলেন। গৌরের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, "বোল বোল" বলিয়া বাহু তুলিয়া তিনি বিহ্বল অবস্থায় নাচিতে লাগিলেন। কতবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, অমনি আবার হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে অঙ্গ কাঁপিতে আরম্ভ করিল, থাকিয়া থাকিয়া শিমুল বৃক্ষের ন্যায় কণ্টকিত হইয়া উঠিতে লাগিল। রোমকূপ হইতে ক্ষণে ক্ষণে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, দন্তাবলী শিথিল হইয়া পড়িল, দর্শকগণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিলেন। বিপুল আনন্দের হিল্লোল সেই জনসংঘের মধ্যে বহিতে লাগিল। তিন প্রহর যাবৎ নৃত্য ও কীর্ত্তন চলিল, তিন প্রহর যাবৎ সেই বিশাল জনসংঘ নির্ব্বাক হইয়া দেখিতে ও শুনিতে লাগিল। অবশেষে গৌরের শ্রান্তি লক্ষ্য করিয়া নিত্যানন্দ কৌশল করিয়া কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া দিলেন।

এইরূপ নৃত্য-কীর্ত্তনে ও ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকথার আলোচনায় এত দিন সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে গৌরের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণ শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। সেই সদাপ্রফুল্ল অন্তঃকরণ বিষাদ-ভারে পীড়িত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ এখন তাঁহার এতই পীড়াদায়ক হইতে লাগিল যে থাকিয়া থাকিয়া "হা কৃষ্ণ, হা ব্রজেন্দ্রনন্দন, হা প্রাণনাথ" বলিয়া তিনি করুণস্বরে কাঁদিয়া উঠিতে লাগিলেন। অশান্তি ক্রমেহ বাড়িয়া চলিল, অবশেষে এমন হইল যে দিবারাত্রির মধ্যে এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকিতে পারিতেন না। স্বরূপ ও রামানন্দ অহর্নিশ সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, এবং তাঁহার বিষন্নতা দুরীকরণের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টায় কোনও ফল হইল না।

একদিন যমেশ্বরটোটা যাইবার পথে দুর হইতে এক দেবদাসী কর্ত্তৃক গীয়মান গীতগোবিন্দের পদ শুনিয়া গৌর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কে গাহিতেছে, তখন আর সে জ্ঞান থাকিল না। গায়িকাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। কণ্টকে গাত্র ক্ষতবিক্ষত হইল, কিছুই গ্রাহ্য নাই। গোবিন্দ ত্রস্ত হইয়া পশ্চাতে ছুটিলেন, এবং দেবদাসীকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই প্রভুকে ধরিয়া ফেলিলেন। যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন তখন সমস্ত বুঝিতে পারিয়া গৌর কহিলেন, "আজি গোবিন্দ আমার জীবনরক্ষা করিয়াছে। যদি স্ত্রীস্পর্শ হইত, তাহা হইলে জীবন ত্যাগ

করিতাম। আজি হইতে কখনও তুমি আমার সঙ্গ ছাড়িও না।"
ভক্তগণ সমস্ত শুনিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে গোপীদিগের যে দশা হইয়াছিল, কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর গৌরেরও সেই দশা উপস্থিত হইল। উদ্ধবকে দেখিয়া রাধিকা যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন, গৌরও থাকিয়া থাকিয়া তেমনি বিলাপ করিয়া উঠিতেন। ক্ষণে ক্ষণে রাধিকারই মতো অভিমান করিতেন। তখন তিনি আপনাকে রাধিকা বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিমোহন মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিত। তখন তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য পাগলের মতো ছুটিয়া যাইতেন।

একদিন স্বপ্নে তিনি শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দেখিতে পাইলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইতে বিলম্ব হইল। গোবিন্দ ডাকিয়া নিদ্রাভঙ্গ করাইলেন। তখন তিনি বিরহব্যথায় আকুল হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলেন। মন্দির মধ্যে অসংখ্য লোক ঠাকুর দর্শন করিতেছে, গরুড়-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া গৌরও দেখিতেছেন। একটী উড়িয়া রমণী সেই জনতার মধ্যে জগন্নাথকে দেখিতে না পাইয়া গরুড়স্তম্ভের উপর উঠিয়া পড়িল, এবং তথা হইতে অপলকনেত্রে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার পদ গৌরের স্কন্ধের উপর পড়িল; এবং তাহার উপর ভর দিয়া সে সুস্থভাবে ঠাকুর দেখিতে লাগিল। তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। গৌরের স্কন্ধে পা দিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। গোবিন্দ দেখিতে পাইয়া ত্রস্তভাবে রমণীকে নামাইতে গেল। গৌর নিষেধ করিয়া কহিলেন, "না, না, ইহার দর্শনসুখে বাধা দিও না।" বলিয়া আবার ঠাকুর দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু সে দিন ঠাকুর দেখিয়া তৃপ্তি হইল না। সুভদ্রার সঙ্গে জগন্নাথ মূর্ত্তি দেখিয়া

মনে হইল, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন। "কোথায় স্বপ্নে বৃন্দাবন দেখিতেছিলাম, আর কোথায় কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া বিহ্বলভাবে নখদ্বারা মৃত্তিকায় কৃষ্ণনাম লিখিতে লাগিলেন, নয়নে অশ্রুর ধারা ছুটিল।

এক দিন অর্দ্ধ রাত্রি স্বরূপ ও রামানন্দর সহিত কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করিয়া গৌর শয়ন করিলেন। গোবিন্দ বহির্দ্বারে শুইয়া রহিলেন। শুইয়া উচ্চস্বরে সংকীর্ত্তন করা গৌরের অভ্যাস ছিল। কিয়ৎকাল পরে গৌরের শব্দ শুনিতে না পাইয়া গোবিন্দ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কেহ নাই। তখন ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলেন, সিংহদ্বারের নিকট মূর্চ্ছিত অবস্থায় গৌর পড়িয়া আছেন। তাঁহার দেহ অত্যধিক দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, অস্থিসকল গ্রন্থিহীন হইয়া পড়িয়াছে, মুখে ফেনোদ্‌গম হইতেছে। স্বরূপ আসিয়া উচ্চরবে হরিনাম করিতে লাগিলেন। তখন গৌর গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

আর এক দিন সমুদ্র-স্নানে যাইবার সময় চটক পর্ব্বত দেখিতে পাইয়া তাঁহার গোবর্দ্ধন-ভ্রম হইল। তিনি পর্ব্বতের দিকে বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিলেন। ভক্তগণ ত্রস্ত হইয়া পশ্চাৎ ছুটিলেন, কিন্তু ধরিতে পারিলেন না। চলিতে চলিতে নিশ্চল হইয়া গৌর দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তাঁহার প্রতি রোমকূপ ব্রণের মত স্ফীত হইয়া উঠিল; তাহার উপর কদম্ব-কোরকের মত রোমাবলী দাঁড়াইয়া উঠিল। রোমকূপ হইতে ঘর্ম্মের মত রক্তধারা ছুটিল, কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘরধ্বনি উত্থিত হইল, নেত্রদ্বয় বাহিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল। সমস্ত শরীর শঙ্খের মত শ্বেত ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল, অনন্তর সমুদ্র-তরঙ্গের মতো কাঁপিতে কাঁপিতে গৌর ভূতলে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন সর্ব্বাঙ্গে

জলসেচন করিয়া ও উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া ভক্তগণ তাহার চৈতন্য-বিধান করিলেন। চৈতন্য পাইয়া গৌর কহিলেন, "কে আমাকে গোবর্দ্ধন হইতে এখানে আনিল? হায়, কৃষ্ণের লীলা সম্মুখে পাইয়াও দেখিতে পাইলাম না। কৃষ্ণ গো-চারণ করিতে করিতে মুরলীধ্বনি করিতেছিলেন; রাধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে লইয়া কৃষ্ণ গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন; এমন সময় কোলাহল করিতে করিতে আসিয়া আমাকে ধরিয়া তোমরা লইয়া আসিলে কেন?" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

গৌর সমুদ্র-স্নানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক উদ্যান ছিল; দেখিয়া তাঁহার বৃন্দাবন-ভ্রম হইল। তিনি ছুটিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং কৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাসমণ্ডল হইতে রাধিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলে, সখিগণ যেরূপ কৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিলেন, সেইরূপ প্রতি বৃক্ষ ও প্রতি লতার নিকট গিয়া গৌর কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কোনও উত্তর না পাইয়া শেষে নীলাম্বুধির দিকে ধাবিত হইলেন। সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, তথায় এক কদম্বমূলে বঙ্কিম ঠামে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ বংশীবাদন করিতেছেন। দেখিয়া নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং পরক্ষণেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন। ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার মূর্চ্ছিত দেহ ধারণ করিলেন, এবং হরিধ্বনি করিয়া বহুকষ্টে সংজ্ঞাবিধান করিলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়াও "কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া গৌর রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রামানন্দ রায় ভাগবত হইতে তাঁহার মানসিক অবস্থার অনুরূপ কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিলে, গৌর আত্মসংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন। স্বরূপ গোঁসাঞি গান করিলেন।

"রাসে হরি মিহ বিহিত বিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্॥

গান শুনিতে শুনিতে গৌর আবার আত্মবিস্মৃত হইয়া নাচিতে লাগিলেন। সে নৃত্যের বিরাম হয় না দেখিয়া রামানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন।

একদিন জগন্নাথের প্রসাদ ভোজন করিয়া বারংবার "সুকৃতি-লভ্য ফেলালব" বলিতে বলিতে গৌর প্রেমে বিগলিত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণের ভুক্তাবশেষের নাম "ফেলা"। তাহার কণামাত্রও কৃষ্ণকৃপারূপ সুকৃতি ফলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। "আজিকার মহাপ্রসাদ বড় মিষ্ট লাগিতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই কৃষ্ণের অধরামৃত মিশ্রিত আছে", গৌর বারংবার এই কথা বলিতে লাগিলেন।

আর একদিন মধ্যরাত্রিতে গোবিন্দ গৃহমধ্যে প্রভুর সাড়া না পাইয়া স্বরূপকে জাগরিত করিলেন। স্বরূপ অন্যান্য ভক্তদিগকে জাগাইয়া অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহের তিন দ্বার অর্গল বদ্ধ ছিল, চতুর্থ দ্বারে গোবিন্দ শয়ন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ প্রভুকে বাহিরে দেখেন নাই, অথচ গৃহমধ্যে ও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। গৃহের বাহিরে নানা স্থানে অন্বেষণের পরে সিংহদ্বারের নিকট প্রভুকে ভূপতিত অবস্থায় পাওয়া গেল। তাঁহার হস্তপদ কূর্ম্মের মতো উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। অঙ্গ রোমাঞ্চিত, মুখে ফেন বিগলিত এবং নয়নে অশ্রুপ্রবাহ। গাভীগণ সেই সংজ্ঞাহীন নিস্পন্দ দেহ বেষ্টন করিয়া আঘ্রাণ করিতেছিল। ভক্তগণ গাভীগণকে তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা নড়িল না। তখন সকলে ধরাধরি করিয়া প্রভুকে গৃহে লইয়া আসিলেন, এবং উচ্চরবে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তখন অন্তঃপ্রবিষ্ট হস্তপদ একে একে বাহির হইল, শেষে প্রভু উঠিয়া বসিলেন। শূন্য দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ কিছুক্ষণ

চাহিয়া প্রভু কহিলেন, "বেণু-শব্দ শুনিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম ব্রজেন্দ্রনন্দন বেণু বাজাইতেছেন। বেণুধ্বনি শুনিয়া রাধা আসিলেন, এবং কুঞ্জগৃহে প্রবেশ করিলেন, কৃষ্ণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। আমিও কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। তাঁহার ভূষণ-শিঞ্জনে ও রাধিকার সহিত হাস্য-পরিহাস শ্রবণে আমার কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল। এমন সময় তোমরা বলপ্রয়োগে আমাকে লইয়া আসিলে। সে অমৃতসমান বাণী আর শোনা গেল না; সে মুরলীধ্বনি আমার কর্ণে আর প্রবেশ করিল না। কৃষ্ণবচন শ্রবণতৃষায় আমার কর্ণ পীড়িত হইয়া উঠিয়াছে।" তখন

> হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন,
> হাহা দিব্য সদ্‌গুণ-সাগর
> হাহা শ্যাম সুন্দর, হাহা পীতাম্বরধর
> হাহা রাস-বি .াস-নাগর।
> কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কাঁহা তাঁহা যাই।

বলিয়া উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিলেন। স্বরূ . তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

৭

তিরোধান

বিহ্বল গৌরকে রক্ষা করা ভক্তগণের পক্ষে ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিতে লাগিল। এক দিন শরৎকালের চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল রজনীতে ভক্তগণের সহিত গৌর উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। রাসলীলার গীত শুনিতে শুনিতে ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবিষ্ট হইয়া কখনও কোনও দিকে ধাইয়া চলিলেন, কখনও বা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিলেন।

ভ্রমণ করিতে করিতে দূরে চন্দ্রকিরণোদ্‌ভাসিত জলনিধির নীলবক্ষ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। গৌর যমুনা-ভ্রমে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন- এবং সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া তাহার বক্ষে পতিত হইলেন। সমুদ্র-তরঙ্গ তাঁহাকে কখনও উৎক্ষিপ্ত, কখনও নিমজ্জিত করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের মত ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

ভক্তগণ প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার অন্বেষণে চারিদিকে ছুটিলেন। কিন্তু কোনও সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না। সমস্ত রাত্রি অনুসন্ধানেও যখন ফল হইল না, তখন ভাবিলেন প্রভু অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। রাত্রিশেষে সমুদ্রতীরে অনুসন্ধান করিতে করিতে স্বরূপ গোস্বামী দেখিতে পাইলেন, এক ধীবর 'হরি হরি' বলিতে বলিতে কখনও হাসিতেছে, কখনও কাঁদিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ধীবর বলিল, "জাল বাহিতে বাহিতে এক মৃত মনুষ্য আমার জালে উঠিয়াছে। জাল হইতে মৃতদেহ অপসারিত করিতে তাহার অঙ্গে আমার হস্তস্পর্শ হইল। স্পর্শমাত্র সেই ভূত আমার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, তাই ভয়েতে আমি কাঁপিতেছি। চোখে জল বহিতেছে, বাক্য জড়তা-প্রাপ্ত হইয়াছে। সে কি শরীর! পাঁচ-সাত হাত দীর্ঘ, এক এক হস্ত-পদই তার তিন হাত লম্বা। তাহার অস্থিসকল সন্ধিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখ হইতে গোঁ-গোঁ শব্দ বাহির হইতেছে। সে ব্রহ্মদৈত্য কি ভূত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তাই আমি ওঝা ডাকিতে যাইতেছি।"

তখন স্বরূপ গোস্বামী সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এবং ধীবরের মাথায় হাত দিয়া তাহাকে সুস্থির করিয়া কহিলেন, "তুমি যাঁহাকে পাইয়াছ, তিনি ভূত নহেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তাঁহার স্পর্শে তোমার প্রেমোদয় হইয়াছে, ভয়ে তুমি ভূত মনে করিয়াছ। এখন চল, তাঁহাকে কোথায়

রাখিয়াছ দেখাইবে"। তখন সকলে সেই ধীবরের সহিত গমন করিয়া সমুদ্র-সৈকতে শায়িত সেই গৌর তনু দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা তাহার আর্দ্র কৌপীন অপসারিত করিয়া নূতন কৌপীন পরিধান করাইয়া দিলেন, এবং উচ্চরবে হরি সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হরিধ্বনি শুনিয়া ক্রমে গৌর প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, তিনি কালিন্দী দর্শনকরতঃ বৃন্দাবনে গমন করিয়া গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি দর্শন করিতেছিলেন!

প্রতি বৎসর জগদানন্দ পণ্ডিতকে জননীকে প্রবোধ দিবার জন্য গৌর নবদ্বীপে প্রেরণ করিতেন, এবং তাঁহার দ্বারা কত ভালবাসার কথা জননীকে বলিয়া পাঠাইতেন। ১৪৫৫ শকে জগদানন্দ নবদ্বীপ হইতে পুরুষোত্তম যাত্রা করিলে অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভুকে আপনার কি সন্দেশ নিবেদন করিব।" আচার্য্য বলিলেন,

"প্রভুকে কহিও আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কালে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

যথা সময়ে জগদানন্দ পুরুষোত্তমে আসিয়া আচার্য্য-কথিত তরজা প্রভুকে নিবেদন করিলেন। তরজা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং "ইহা তাঁহার আজ্ঞা" বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। স্বরূপ গোস্বামী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "আমরা এ তরজার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" প্রভু কহিলেন, "তরজার কি অর্থ,

তাহাতো আমিও বুঝিতে পারিলাম না। তবে আচার্য্য উচ্চ শ্রেণীর সাধক। তিনি উপাসনার জন্য দেবের আবাহন ও তদনন্তর আরাধনা করেন, আবার পূজা সাঙ্গ হইলে তাঁহার বিসর্জ্জনও করিয়া থাকেন।"

অদ্বৈতাচার্য্য এক দিন ভক্তিধর্ম্মের উদ্ধারের জন্য ভগবানকে অবতার গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। ভক্তিধর্ম্ম দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে তিনি সেই আরাধ্য দেবের বিসর্জ্জন করিলেন।

ভক্তগণ সকলেই বিমনা হইয়া পড়িলেন। সেই দিন হইতে প্রভুর বিরহানল দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। রাত্রিদিন উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা স্ফুরিত হইতে লাগিল। রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া কখনও রামানন্দের গলদেশ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করেন, কখনও বা স্বরূপকে সখি-জ্ঞানে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করেন—

"ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দ মুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধিঃ
নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হা দিগ্‌ধিম্‌ঃ॥"

ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু
জন্মি কৈল জগৎ উজোর।
কান্ত্যমৃত যেবা পেয়ে, নিরন্তর পিয়া জিয়ে,
ব্রজজনের নয়নচকোর॥
সখি হে, কোথা কৃষ্ণ করাহ দরশন।
ক্ষণেকে যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন।
এই ব্রজের রমণী কামার্ক-তপ্ত কুমুদিনী
নিজ করামৃত দিয়া দান।

প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই
দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ ॥
কাঁহা সে চূড়ার ঠাম, শিখিপুচ্ছের উড়ান,
নব মেঘে যেন ইন্দ্রধনু ।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বক পাঁতি
নবাম্বুদ জিনি শ্যাম তনু ॥
কাঁহা সে মুরলীধ্বনি নবাম্বুদগর্জ্জিত জিনি
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার ।
উঠি ধায় ব্রজগণ তৃষিত চাতকগণ
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃত ধার ॥
মোর সেই কলানিধি প্রাণরক্ষার মহৌষধি
সখি মোর কাঁহা সুহৃত্তম ।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ ধিক্ এ জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥

কখনও বিধাতার উপর রাগ করিয় তাহাকে ভর্ৎসনা করেন। কতিপয় দিবসান্তে অর্দ্ধরাত্রি এইরূপে প্রলাপে অতিবাহিত হইলে স্বরূপ গম্ভীরাভ্যন্তরে প্রভুকে শায়িত করিয়া গোবিন্দের সহিত গম্ভীরার দ্বার-দেশে শয়ন করিয়া থাকিলেন। কিন্তু গৌর শয়ন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বিরহে ব্যাকুল হইয়া দেওয়ালে মুখ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইয়া গেল, ক্ষত হইতে রক্তধারা ছুটিতে লাগিল। প্রভুর জ্ঞান নাই। সমস্ত রাত্রি মুখঘর্ষণ এবং গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ সেই শব্দ শুনিয়া আলো লইয়া ঘরে গিয়া প্রভুর অবস্থা দেখিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। তখন সকল ভক্ত যুক্তি করিয়া শঙ্কর পণ্ডিতকে প্রভুর সহিত এক শয্যায় শয়ন করাইয়া

রাখিলেন। শঙ্কর প্রভুর পদ নিজ শরীরোপরি গ্রহণ করিয়া পদতলে শয়ন করিয়া রহিলেন। তদবধি শঙ্করের ভয়ে প্রভু আর বাহিরে যাইতে পারিতেন না।

বৈশাখের পূর্ণিমা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু ভক্তগণসহ উদ্যান বিহারে গমন করিলেন। তরুলতা তখন নূতন পত্রপল্লবপুষ্পে সমাচ্ছন্ন। বৃক্ষে বৃক্ষে শুকশারি, কোকিল ও ভৃঙ্গ গান করিয়া বেড়াইতেছে, আকাশে পূর্ণচন্দ্র স্বীয় মহিমায় দীপ্তি পাইতেছেন, তাহার জ্যোৎস্নায় তরুলতাদি ঝলমল করিতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যবিমুগ্ধ প্রভু ভক্তগণের সহিত "ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে" গায়িতে গায়িতে প্রতি বৃক্ষ প্রতি বল্লী স্পর্শ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার নয়নসমীপে অশোক বৃক্ষতলে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্ফুরিত হইয়া উঠিল। তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইলেন, এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভক্তগণ উচ্চ কীর্ত্তন করিয়া প্রভুর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

তারপর—তারপর একদিন প্রভু অন্তর্হিত হইলেন। কি রূপে অন্তর্দ্ধান করিলেন, প্রভুর চরিতাখ্যায়কগণ তাহা বর্ণনা করেন নাই। প্রভুর পার্ষদগণও তাহা জানিতে পারেন নাই। কেহ বলেন, প্রভু জগন্নাথের শরীরের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন; কেহ অনুমান করেন, পূর্ব্বেরই মতো যমুনা-ভ্রমে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন। প্রভুর দেহ ভক্তগণ খুঁজিয়া পান নাই।

সমাপ্ত